গীতিরত্নাঞ্জলি

বহু ধর্ম্ম ও নীতি গ্রন্থ প্রণেতা
ভাগবতাচার্য্য পরমভাগবত
পণ্ডিত গোবিনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কবিরত্ন (রায়বাহাদুর)
কর্ত্তৃক রচিত

শ্যামাপূজা দিবস
১৩৫৬

কলিকাতা
১১নং পটুয়াঁটোলা লেন, কমলকুঞ্জ হইতে
শ্রীজিতেন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত

নিবেদন

পরমপূজ্যপাদ পিতৃদেব তাঁহার জীবনকালে অন্তিমশয্যায় শায়িত অবস্থান কাল পর্য্যন্ত মোট ৫৬ খানি বাংলা, ইংরাজি, সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষায় গদ্য ও পদ্য পুস্তক রচিত বা সঙ্কলিত করেন এবং নিজব্যয়ে প্রকাশিত ও বিতরণ করিয়া যাহাতে সকলে ধর্ম্ম ও নৈতিক জীবনে উন্নতিলাভ এবং সর্ব্বজীবে ও জড়ে ঈশ্বরের সত্ত্বা উপলব্ধি করিতে পারেন তাহার ঐকান্তিক প্রয়াস করিয়া গিয়াছেন। ঐ পুস্তকগুলি এখন সমস্তই সম্পূর্ণ নিঃশেষিত, কিন্তু তাঁহার রচিত গানগুলি ৫৫ বৎসর ধারয়া তাঁহার গৃহে তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত হরিসভায় এখনও গীত হইয়া আসিতেছে। এক্ষণে এই হরিসভার সভ্যমহোদয়গণের আন্তরিক আগ্রহে, বিশেষ করিয়া শ্রদ্ধেয় ভূতপূর্ব্ব জেলা বিচারপতি শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, এম, এল ও শ্রীসন্তোষ কুমার দাশ বি, এল মহাশয়দ্বয়ের উৎসাহে এবং সেই জীবগণের কল্যাণে নিবেদিত জীবনের স্মৃতিরক্ষা মানসে তাঁহার রচিত প্রায় ৬৫০ গানের মধ্যে ২৬০ গান সঙ্কলিত করিয়া তাঁহার প্রথম বার্ষিকী তিরোধান দিবসে এই পুস্তক প্রকাশ করিলাম। এই গানগুলির ভাবার্থ গ্রহণ করিয়া যদি কেহ জীবনে ভগবদুপলব্ধি করিয়া শান্তিলাভ করিতে সক্ষম হয়েন তাহা হইলে স্বর্গত পিতৃদেবের উদ্দেশ্য কথঞ্চিত সাধিত হইবে এবং আমি নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিব।—ইতি



গীতিরত্নাঞ্জলি



রামপ্রসাদী সুর।

(আমার) মাকে কেন বলিস্ কালো ?
(সে যে) জ্যোতির জ্যোতি জ্যোতির্ম্ময়ী ত্রিজগত করে আলো ;
রবি শশী গ্রহতারা কোথায় আলো পেত' তারা
হ'ত সবে দিশহারা যদি তারা হ'ত কালো ;
মায়ের রূপের ছটা দেখে বিজলী উঠে চমকে
(শেষে) হেসে হেসে জিজ্ঞাসেরে তোরা কা'রে বলিস্ কালো ?
রূপেতে যার জগৎ আলো তার পানে কে চাইবে বলো
(তোরা) চাইতে পারিস্ না বলে মা কি আমার হবে কালো ?
ভাল রে ভাল বল দেখি রে তোরা কি কেউ দেখেছিস্ তাঁরে ?
কেমন ক'রে জান্লি তবে মা আমার কালো কি ধোলো ?
দীন হীন কাঙ্গালে বলে জগতে জানে সকলে
অন্ধের পক্ষে সবই সমান কিবা আঁধার কিবা আলো ॥১॥

১১ই আষাঢ়

ভৈরবী—আড়া।

তার মা তার মা তারা দুস্তরে নিস্তার,
 বিতরি চরণ-তরি তনয়ে তোমার ;
অকূল পাথারে ভাসে তোমা বিনা জানে না সে
 তুমি না তারিলে তারে কেহ নাহি তার।
বিষয়-বাসনা-পাশ তাহে মায়া-মোহ-ফাঁশ
 গলে বাঁধা রুদ্ধ-শ্বাস বাঁচে না সে আর,
কোলে তুলে নে মা তারা তনয় যে হ'ল সারা
 তোমা বিনে নাহি অন্য ভরসা তাহার ॥২॥

১৫ই বৈশাখ ১৩০১

ভৈরবী—আড়া।

কিঙ্করে করুণাময়ি! ঠেল'না চরণে,
 কেহ তার নাহি আর ওমা তোমা বিনে ;
সহি মা যত যাতনা ব'লে জানাতে পারি না
 ঘুচাও মনোবেদনা নিজ কৃপাগুণে,
সতত জ্বলিছে প্রাণ তুমিত সকলি জান
 করগো মা পরিত্রাণ দীন হীন জনে ;
যদি না কর করুণা 'মা' ব'লে আর ডাকিব না
 ত্যজিব রাজীব-পদে এ ছার জীবন ॥৩॥

৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০১

বেহাগ—আড়া।

মাগো দিবে কি চরণ ?
সতত ত্রিবিধ তাপে জ্বলিছে জীবন ,
না জানি ভকতি স্তুতি কুকর্ম্মে বিষম রতি
কি হ'বে আমার গতি আসিলে শমন ?
ভ্রমিয়া বিষয় বনে ভুলেছি আপন জনে
মিলিবে মাগো কেমনে তব শ্রীচরণ ?
আকুল হ'য়েছে প্রাণ কেমনে পাইব ত্রাণ
দেগো মা চরণে স্থান এই আকিঞ্চন ,
হ'য়েছি পাগল পারা বহে দু'নয়নে ধারা
কোথায় রহিলে তারা দাও দরশন ;
কাতর সন্তান কাঁদে ব্যথা কি পাও না হৃদে
মাগি ভিক্ষা তব পদে ঘুচাও বেদন ॥ ৪ ॥

৬ই মাঘ ১৩০

ধানশ্রী—একতালা।

(জয়) রাধিকা-রমণ মদন-মোহন
মোহন-মরলীধারী
(জয়) গোপিনী-রঞ্জন বিপদ-ভঞ্জন
গোলক-বিহারী হরি ;
(জয়) নীরদ-বরণ অনাথ-শরণ
ভূভার-হরণকারী
(জয়) শমন-দমন শ্রীমধুসূদন
দুরিত-দুর্গতি-হারী ;

(ওহে) অগতির গতি মধুর-মুরতি
ভবের কাণ্ডারী হরি।
(আমার) অন্তিম সময় দিও দয়াময়
ও রাঙ্গা চরণ-তরি ॥৫॥

৮ই মাঘ ১৩০১

রাগ ভৈরব—তেতালা।

শিব শিব শঙ্কর শশাঙ্ক-শেখর
সুরপতি সুন্দর শৈলসুতেশ্বর,
রজত-কলেবর কোটীশশী-শুভ্রতর
জ্যোতির্ম্ময় যোগিবর জটাজুট ধূসর,
শিরে সুরধুনীধর ভালে জ্বলে বৈশ্বানর
নেত্রে সূর্য্য-সুধাকর মধুরে ভয়ঙ্কর,
কণ্ঠে নীল ইন্দীবর দেহে কাল ফণধর
ত্রিশূলডমরু-কর স্বয়ম্ভু মহেশ্বর,
বদনে ববম্ স্বর তাণ্ডবে বিভোর হর
ভস্মমাখা দিগম্বর শম্ভু শ্মশানচর,
আশুতোষ ঈশ্বর প্রেমময় পরাৎপর
মনোবুদ্ধি-অগোচর ভকত প্রাণেশ্বর,
বিধি বিষ্ণু পুরন্দর পূজে পদ নিরন্তর
পশুপতি পাপহর প্রভু পরমেশ্বর,
বাঞ্ছাকল্পতরুবর ভোলা বিভু বিশ্বেশ্বর
ভবভয়ে রক্ষা কর দীনের দুর্গতি হর ॥৬॥

শিবরাত্রি ১৩০৫

ধানশ্রী—একতালা।

জয় কালী কপালিনী নৃমুণ্ডমালিনী
শ্মশানবাসিনী শিবে,
নবনীরদ-বরণা বিশ্ববিমোহিনী
শিবোপরি শোভে কিবে,
করে বরাভয় অসি শিরে শিশুশশী
এলোকেশী অনুপমা,
নরকর কটিবাস মুখে মৃদুহাস
স্থিরা সৌদামিনী শ্যামা ;
শিব বিরিঞ্চি শ্রীহরি দিবা-বিভাবরী
যে রূপ ভাবেন ধ্যানে,
আঁখি নিমীলিত করি সেরূপ মাধুরী
প্রাণ ভরি হের প্রাণে ॥৭॥

শ্যামাপূজার রজনী ১৩০৬

খাম্বাজ—যৎ

জয় শিব জয় শিব নমো শিব শিব শিব
শিব শিব শিব ব'লে নাশিব সব অশিব ;
শিব শিব শিব ব'লে ভব ভয় যাব ভুলে,
হাসিব নাচিব সদা বলিব জয় শিব শিব ;
বদনে বলিব শিব হৃদয়ে হেরিব শিব,
শিব শিব শিব ব'লে ভূমিতলে লুটাইব ;

বসন ফেলিয়া দিব সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম মাখিব
শিব শিব শিব ব'লে গলে ফণী দোলাইব ;
শিব ব'লে প্রেমে গ'লে ভাসিব নয়ন-জলে
পাপরাশি ধুয়ে ফেলে কৈলাসেতে চ'লে যাব ;
সেখানে আনন্দ-মনে মিলি ভুতপ্রেত সনে
শিববামে শিবরাণী হেরে প্রাণ জুড়াইব ॥ ৮ ॥

শিবরাত্রি ১৩০৮

ঝিঁঝিট—একতালা

আধ বরণ কষিত কাঞ্চন আধ মরকত-জ্যোতি রে
আধ নবীন-নীরদকান্তি আধ বিজলী-ভাতি রে ;
আধ শিরে শিখিপুচ্ছ-চূড়া আধ মোহন বেণী রে
আধ কপালে অলকা তিলকা আধ সিন্দুর-বিন্দু রে ;
আধ শ্রবণে মকর কুণ্ডল আধ মুকুতা ছবি রে
আধ নাসায় তিলক শোভিছে আধ লোলক দোলে রে ;
আধ অধরে মধুর মুরলী আধ ললিত হাস রে
আধ নয়নে দুহু দোঁহাপানে অনিমিখ দিঠি চাহে রে ;
আধ গলে দোলে বনমালা আধ গজমোতি মাল রে
আধ করে কনক-বলয় আধ হীরক-চুড়ী রে
আধ কটিতে পীত ধটি আধ সুনীল শাড়ী রে
যুগল-চরণে রতন-নুপূর রুণু ঝুণু রুণু বাজে রে
নয়ন মুদিয়া হিয়ার মাঝারে শুন রে ওই শুন রে
যুগল হেরিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রাণ ভরি হরি বল রে ॥ ৯ ॥

৮ই ভাদ্র ১৩১৩

ঝিঁঝিট—একতালা।

আধ বিকচ শ্বেত সরোজ আধ নীল কমলিনী
আধ রজত-ভূধরকান্তি আধ নবকাদম্বিনী
আধ উজল হীরক খণ্ড আধ ইন্দ্রনীল মণি
আধ অমল শারদ চন্দ্র আধ আঁধার-রূপিণী
আধ শিরে জটাজূট শোভে আধ লোল-কুন্তলিনী
আধ ভালে জ্বলিছে অনল আধ ইন্দু-কিরীটিনী
আধ ঢুলু ঢুলিছে নয়ন আধ লোহিত লোচনী
আধ অধরে স্মিত বিকাশ আধ অট্ট স্থহাসিনী
আধ গলে দোলে হাড়মালা আধ নৃমুণ্ডমালিনী
আধ করে রুদ্রাক্ষ-বলয় আধ কাল ভুজঙ্গিনী
আধ ব্যাঘ্রচরম অম্বর আধ নবকবশ্রেণী
আধ চরণ নখরে শশী আধ স্থিরা সৌদামিনী,
আঁখি মুদি হের হিয়ার মাঝারে হর-আধ হররাণী
যুগল চরণে জীবন সঁপিয়া কর হরকালী ধ্বনি ॥১০॥

চৈত্রআশ্বিন ১৩১৭

কীর্ত্তনের সুর।

কালী বল কৃষ্ণ বল কৃষ্ণ বল ভাই রে
(আর) যেই শ্যামা সেই শ্যাম ভেদ কিছু নাইরে,
শ্যামাশ্যামের যুগলরূপ হের রে ঐ হের রে
(ঐ উজল কাজল রূপ পাশাপাশি হের রে)
(ঐ কালোরূপ আধার নাশী মেশামেশি হের রে)

আধ নবজলধর আধ কালোশশী
(আর) মেঘের কোলে কালোশশী যুগল রূপরাশি,
আধ মাথায় মোহন চূড়া আধ এলোকেশী,
আধ ভালে অলকা তিলকা আধ ভালে শশী
আধ অধরে মধুর হাস আধ অট্টহাসি
আধ করে মোহন বাঁশী আধ ভীম অসি,
আধ গলে বনমালা আধ মুণ্ডমালী
আধ কটীতে পীতধড়া আধ করবেড়া,
আধ চরণে গঙ্গালহরী আধ গঙ্গাধর
(আর) যুগল চরণে লুটিয়া পড়িয়া কালী কৃষ্ণ কালী বল ॥১১॥
১০ই আশ্বিন ১৩:৭

কীর্ত্তনের সুর।

জয় শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ-প্রাণাধিকা
জয় শ্রীরাধিকা-জীবন,
জয় যমুনা পুলিন শ্রীবৃন্দাবিপিন
জয়শ্রীযুগল-মিলন ;
জয় নবকাদম্বিনী কোলে সৌদামিনী
আহা কি মুরতি মোহন,
জয় কনক-জড়িত মণি মরকত
কি শোভা কি দিব তুলন ;
জয় শিরে শিখিপাখা রাধা নাম লেখা
ললাটে চন্দন লেপন,
জয় কুঞ্চিত কুন্তল করে ঝল মল
সীমন্তে সিন্দুর শোভন ;

জয় বদনে মুরলী ডাকে রাধা বলি
শুনিলে আকুল পরাণ,
জয় সুমধুর হাস সুধাংশু বিকাশ
প্রেমে ভাসমান বয়ান ;
জয় গলে বনমালা ত্রিভুবন আলা
জগজন-মনোরঞ্জন,
জয় দোলে গজমতি অনুপম জ্যোতি
উরসি হীবক-গঞ্জন ;
জয় নটবর শ্যাম বঙ্কিম সুঠাম
কটি ধটি হেমববণ,
জয় রাধা বিনোদিনী ইন্দু-নিভাননী
সুচিকণ শ্যাম বসন ;
জয় চবণে নুপূর বাজিছে মধুর
যোগি-ঋষি-প্রাণরমণ,
জয় কণু কণ্ কণ্ ঝুনু ঝুনু ঝুনু
ঐ শুন পুনঃ ঐ শুন ;
হের কিশোর কিশোরী যুগল মাধুরী
হৃদি মাঝে মুদি নয়ন,
মন পরাণ ভরিয়া শ্রীরূপ হেরিয়া
হরি বল ভরি বদন ॥ ১২ ॥

১৩ই কার্ত্তিক ১৩১৭

খাম্বাজ—মধ্যমান

পরমা সুন্দরী শ্যামা কে তোমারে বলে কালো
(তুমি) অন্তরালে থেকে কর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আলো;
তরুণ তপনে তুমি কিরণ অরুণোজ্জ্বল
(আবার) শশীর সুষমারাশি সুধাময় সুশীতল;
প্রকাশে তোমারি দিব্য জ্যোতি প্রজ্জ্বলিতানল
(মাগো) বিজলী-বিকাশে তুমি হাস্য কর খল খল;
শিশুর অমিয় কান্তি মুখে হাসি নিরমল
(মাগো) মমতা-মুরতি তুমি জননী স্নেহবৎসল:
সতীর যৌবন-ভাতি হৃদে প্রীতি ঢল ঢল
(মাগো) প্রেমিক-নয়নে তুমি প্রেম-অশ্রু অবিরল;
বিমল সরসী-জলে বিকসিত শতদল
(মাগো) ফলে সুমধুর রস পুষ্পে তুমি পরিমল;
তরুলতা-শিরে নব কিশলয় সুকোমল
(আবার) কোকিল-কাকলী তুমি মরালের মদকল;
সুনীল জলধি-জলে জ্বলন্ত বাড়বানল,
(আবার) সমীরের সুখস্পর্শ তারিণি! তুমি সকল;
এ হেন মোহন রূপ হেরে হ'য়েছি পাগল,
(আমার) আঁধার প্রাণের মাণিক তুমি বিরাজ মা সমুজ্জ্বল ॥ ১৩ ॥

২১শে মাঘ ১৩১৮

খাম্বাজ—মধ্যমান

হর ভোলা দিগম্বর শঙ্কর শ্মশানচর।
(আমার) শ্মশান হৃদয়ে এসে নৃত্য কর নিরন্তর ;
হু হু প্রজ্জ্বলিত চিতা জ্বলে সেথা অনিবার
(আমার) প্রাণপোড়া ছাই মাখি সাজিবে তুমি সুন্দর ;
কত শত বিহরিছে কালকূট বিষধর
(তাদের) ধ'রে ধ'রে প'রে নিজ অঙ্গের ভূষণ কর ;
উঠে তীব্র হলাহল অহরহ অবিরল
(তুমি) প্রাণ ভরি কণ্ঠ পূরি যত পার পান কর ;
মর্ম্মভেদী মুক্তশ্বাসে বাজাও শৃঙ্গা উচ্চৈঃস্বর
(আর) মাতাও বম ববম নাদে ব্যোম বিশ্ব চরাচর ;
ভূত প্রেত বাস ভাল আছে সেথা বহুতর
(তারা) যোগাবে যা' চাবে য'বে সতত হ'য়ে তৎপর ;
একা না থাকিতে হবে পাবে প্রাণের দোসর
(সেথা) শ্মশানবাসিনী করে বসতি নিশি-বাসর ;
পাগলী সনে পাগল প্রাণে থাক্‌বে ভাল প্রাণেশ্বর
(আমি) যুগল-মাধুরী হেরি প্রেমে হ'ব গরগর ॥ ১৪ ॥

শিবরাত্রি ৪ঠা ফাল্গুন ১৩১৮

খাম্বাজ—মধ্যমান।

শান্তি দে মা! শান্তিময়ি! চির শান্তিহীন প্রাণে
(আমি) নিশিদিন জ্বলে মরি এ ভব-দবদহনে ;
কত শত লক্ষ জন্ম 'মা' বলে মরিনু কেঁদে
(ওমা) তবু না চাহিলি কভু এ দীনে কৃপা-নয়নে ;

তব প্রেমমুখ চেয়ে সব জ্বালা আছি স'য়ে
(ওমা) দেখ'মা ঠেলনা পায়ে এ জীবন অবসানে ;
ওমা তারা ত্রিনয়নে। কেহ নাই মা ত্রিভুবনে
শরণ লয়েছি তাই মা ! ও দু'টী রাঙ্গা চরণে ॥ ১৫ ॥

৪ঠা চৈত্র ১৩১৮

ঝিঁঝিট—একতালা।

হরি হরি বল হরি হরি বল হরি হরি বল মনরে,
শ্রীহরি-চরণ স্মরণ-মনন শমনভয় দমন-রে ;
হরি হরি বল ভরিয়া বদন হৃদি ভরি হের হৃদয় রমণ,
অন্তরে বাহিরে হেরি প্রাণেশ্বরে সফল কর জীবন রে ;
এমন জনম পাইবে না আর হরি নাম-মহামন্ত্র সাধনার
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জপে সঁপি মন সতত কর সাধন রে ;
স্বরূপ-চিন্তনে হওরে মগন অরূপে হেরিবে সেরূপ চিদঘন,
নাম-রূপে ভেদ ঘুচিবে তখন খুলিবে আঁখি নূতন রে ,
তাই বলি মন আপন পাশরি হিয়ামাঝে হেরি সেরূপ মাধুরি,
প্রাণ ভরি মুখে বল হরি হরি স্মরি শ্রীহরি-চরণ রে ॥ ১৬ ॥

২৫শে আষাঢ়, ১৩১৯

খাম্বাজ—মধ্যমান

কে রে হরি হরি বলে নাচে দু'টী বাহু তুলে
(আমার) হৃদয়-প্রাঙ্গন মাঝে প্রেমানন্দে মাতোয়ারা ?
(ও তার) চাঁচর চিকুর কেশ নয়নে নাহি নিমেষ,
ভাবে বিগলিত বেশ আবেশে আপনহারা ;

নবীন-মথিত জনু নবনীত-গড়া তনু,
(ও তার) ছল ছল আঁখি ব'হে ঝরে অবিরল ধারা,
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ ব'লে ভাসে প্রেম অশ্রুজলে
(সে যে) মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধিকার ভাবে ভোরা;
বলিতে হবে না আর বুঝেছি আমি এবার
(এ যে) নাচিছেন ভাবনিধি আমাদের প্রাণগোরা,
এস এস সবে মিলে হরি ব'লে প্রেমে গ'লে
সঙ্কীর্ত্তনেশ্বর সনে বাহু তুলে নাচি মোরা ॥ ১৭ ॥

১৯শে শ্রাবণ ১৩১৯

ভৈরবী— মধ্যমান

এত ভালবাসা তব কেমনে ভুলিব আমি?
(আমি) যখন যেখানে থাকি সাথে সাথে থাক তুমি,
প্রবাশে সুদূর দেশে আগে আগে চল হেসে
(আমি) সেথায় গিয়া মা দেখি বসিয়া রয়েছ তুমি।
যা' কিছু অভাব হ'বে আগে থেকে মনে ভেবে,
(মাগো) যোগায়ে রেখেছ সব তুমি মা অন্তরযামী;
আমার ভোজনকালে থাকি তুমি অন্তরালে,
(মাগো) যতনে বীজন কর বুঝিতে নারি মা আমি:
আমি যবে চলি পথে থাক তুমি সাথে সাথে
(মাগো) কাঁটা তুলে ফেল দূরে পাছে ব্যথা পাই আমি;
যবে থাকি ঘুমঘোরে বসিয়া থাক শিয়রে
(আমি) ঘুমন্ত উঠিলে কেঁদে কোলে ক'রে লহ তুমি,
প্রেমময়ি! তব প্রেম না হ'লে হেন অসীম
(মাগো) নিমেষে নিখিল বিশ্ব হ'ত রসাতলগামী ॥১৮॥

১৩ই আশ্বিন ১৩১৯

সাহানা—ঝাঁপতাল।

তোমা বিনা ওমা আমার কেবা আছে আর?
তুমি যদি ত্যজ তবে যাব কাছে কার
তুমি পিতা তুমি মাতা তুমি ভগ্নী তুমি ভ্রাতা,
তুমি পত্নী পুত্র কন্যা সকলি আমার
তুমি মম প্রিয়তম প্রাণের সুহৃদ-সম,
তোমা বিনা প্রেমময়ি! সকলি অসার;
তুমি ক্ষুধাব আহার তুমি বারি পিপাসার,
তুমিই তৃষিত প্রাণে অমৃত-সঞ্চাব;
প্রেমের মিলনে প্রীতি বিরহে তুমি মা স্মৃতি,
বিপদ-বিষাদে ধৃতি আশা নিরাশার;
দীন-দয়াময়ি। দেখ' দীন-হীনে মনে রেখ,
অন্তিমে দিও মা স্থান চরণে তোমার ॥১৯॥

২৪শে আশ্বিন ১৩১৯

কীর্ত্তনের সুর।

(ও তার) নবীন নীরদ বরণ মোহন
মধুর নীলিম জ্যোতি;
(আবার) মদন-মোহন রূপ অতুলন
ত্রিভুবন মূরছতি;
(ও তার) মোহন শিরসি চূড়া বিমোহন
মোহন লাবণ্য ভাতি;
(আবার) মোহন ললাটে তিলক চন্দন
যেন ঝলকতি মোতি;

(ও তাব) মোহন অধ'ব মধুব মুবলী
শ্রীবাধে বাধে বোলতি ;
(আবাব) মোহন বদনে হাস্ত বিমোহন
ভক্ত-চিত চোবযতি ,
(ও তাব) মোহন গলায বনফুলমালা
দোলতি শোভতি অতি ;
(আবাব) মোহন কটিতে ধটি সুচিকণ
বিজলি জনু জ্বলতি ;
(ও তাব) মোহন চবণে বতন-নুপূব
মধুব-ধ্বনি বাজতি ;
(ও সে) মোহন কিশোব বামেতে কিশোবী
চিন্তয দিবস রাতি ॥২০॥

৩০শে আশ্বিন ১৩১৯

কীর্ত্তনেব সুব।

ভেবে বেশ ক'বে বুঝেছি অন্তবে
তোমা বিনা নাহি গতি,
ধ্যানে জ্ঞানে মনে৹ জীবনে মরণে
তুমি হে পবাণপতি ,
কাঙ্গাল বলিয়া করুণা করিবা
কে চাহে আমার প্রতি
তোমাধনে তবু স্মরি না হে কভু
আমি অতি মূঢ়মতি

মায়ার কুহকে ভুলিয়া তোমাকে
যার সনে করি প্রীতি,
কিছুদিন পরে চাহে না সে ফিরে
এই ত ভবের রীতি ;
ব'লে দাও মোরে কেমনে কি ক'রে
তোমাতে হইবে রতি
ঘুচিবে আমার প্রাণের আঁধার
হেরিব তোমার জ্যোতি ॥২১॥

১৩ই কার্ত্তিক ১৩১৯

খাম্বাজ—মধ্যমান।

আজি কুহু-নিশীথিনী কোথা শশীকিরীটিনি !
কালোরূপে আলো ক'রে এস মা জ্যোতি-রূপিণি
আছি মা আঁধার ঘোরে হৃদয়ে না হেরি তোরে
আঁধার নাশ মা দেখা দিয়ে আধার নাশিনি !
তব আগমনে ধরা আলোক পুলকে ভরা
অনন্ত আঁধারে আমি পড়ে কি রব জননি !
কোটী কোটী রবি শশী জ্বলে যদি দিবানিশি
তবু সে তিমিররাশি নাশিতে নারে তারিণি !
তুমি না আসিলে শিবে সে আধার কে নাশিবে
প্রাণে জ্যোতিঃ প্রকাশিবে স্বপ্রকাশ-স্বরূপিণি !
তব দরশন পেলে প্রেমানন্দে যাব গ'লে
যতনে ধরিব হৃদে রাঙ্গা চরণ দু'খানি ;
তব প্রেমমাখা মুখ হেরিলে ঘুচিবে দুঃখ
জুড়াবে সকল জ্বালা আনন্দামৃতবর্ষিণি ! ॥২২॥

২৩শে কার্ত্তিক ১৩১৯ প্রদোষ।

ঝি ঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

(হেব) মহেশ-মহাদ্রি পবে মহাসুখে নৃত্য করে
মহামেঘপ্রভা ঘোব মহাকাল-প্রসবিনী,
(ও তাব) রূপবাশি অতুলন বাক্যে না হয় বর্ণন
নয়ন হেরিতে নাবে সে মহাজ্যোতিরূপিণী ;
(বলি) আঁখি দু'টী মুদি তাই প্রাণের মাঝারে ভাই
প্রাণভবে হেব সদা সে প্রাণপ্রতিমাখানি,
(ও তার) কুঞ্চিত কুন্তলব শি চবণে লুটায আসি
ভালে জ্বলে বহ্নিশিখা নেত্রযুগে দিনমণি ;
(ও তাব) ঘন ঘন হুহুঙ্কৃতি পদভরে কাঁপে ক্ষিতি
অধবে হাস্তেব জ্যোতি জিনি কোটী সৌদামিনী,
(ও সে) চারু চতুষ্টয় করে নরশির অসি ধরে
ভকত শরণাগতে বরাভয় প্রদায়িনী ;
(ও সে) শিরোমালা-বিভূষণা দশনে চাপে রসনা
রুধিবপানে মগনা দিগ্বসনা ত্রিনয়নী,
(তাবে) দেবগণ জোড় করে চারি দিকে স্তুতি করে
হেন রূপ প্রাণ ভ'বে হের দিবস-যামিনী ॥২৩॥

২৩শে কার্ত্তিক ১৩১৯, দ্বিপ্রহর রজনী।

খাম্বাজ—ঠুংরি।

শ্যামাপদ যুগল বিকচ নলিনে
মম মানস রে মধুপান কর,
বিষয় কাননে আকুল পরাণে
মধু অন্বেষণে মিছে ঘুরে মর ;

এ ফুলে ও ফুলে বসিবে যে ফুলে
তীব্র কণ্টকেতে হবে জরজর,
তৃষা মিটিবে না বাড়িবে যাতন
নিশিদিন বিষে দহিবে অন্তর ;
তবে কেন বৃথা কর হেথা সেথা
বস সে চরণ-কমল ভিতর,
পড়ে যার তলে সব জ্বালা ভুলে
আছে প্রেমে গ'লে ভোলা দিগম্বর ॥২৪॥

২৮শে কার্ত্তিক, ১৩১৯

পিলু খাম্বাজ—যৎ।

জগৎ যেন খোলস্-ছাড়া খৈয়ে-গোখ্রো সাপের মত,
ছোবল দিলেই হয় কেবল ফোঁস করে আছে সতত :
একটু যদি নজর সরে অমনি ফণা তুলে ধরে,
দংশিলে আর বিষ নামে না ঝাড়ন ফুকন কর যত ;
দেখ্তে মনোহর অতি তাতেই ভোলে মানব-মতি,
থপ করিয়ে যায় ধরিতে কল কৌশল ক'রে কত ;
মন্ত্র তন্ত্র পড়ে নানা ভাবে কিছু বল্বে না,
বোকা মানুষ বোঝেনা যে দুধ কলায় সে ভুল্বে না ত :
তাই বলি ভাই ও মন ভোলা সাপের সঙ্গে ছাড় খেলা,
বিষের জ্বালায় জ্বল্তে হবে যতই কর কেরামত ;
আর যদি ভাই! ভাব করিতে পার সেই ভাঙ্গড়ের সাথে,
সর্ব্বাঙ্গে যার সাপের মালা চিরদিন রবে অক্ষত ॥২৫॥

৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৯

কীর্ত্তনের সুর।

(আমার) সম্পদ বিপদ সকলি শ্রীপদ
যুগল ল'য়ে মা তোর,
(আমি) হৃদি সিংহাসনে পরম যতনে
পূজিমা জনম ভোর ;
(মাগো) তোমারি চরণ স্মরি মা যখন
তখনি সম্পদ মোর,
(আর) ও পদ কমলে বিস্মৃত হইলে
দুঃখের না থাকে ওর ;
(মাগো) তোমারে কব কি আমি মা পাতকী
করিতে না পারি জোর,
(ওমা) দয়া ক'রে যেন দিও শ্রীচরণ
মুছায়ো নয়ন-লোর ॥২৮॥

১২ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৯

কীর্ত্তনের সুর।

কাহারে বলিব বল তুমি যদি না শুনিবে ?
(আমার) প্রাণের ব্যথা প্রাণনাথ তোমা বিনা কে বুঝিবে ?
মরম-বেদনা মম জ্বলে অগ্নিশিখা সম,
(নাথ) তব কৃপাবারি বিনা কেমনে প্রাণ জুড়াইবে ?
কাঙ্গালের ডাকে আর বল প্রাণ কাঁদে কার ?
পাপী-তাপীর আঁখি জল কে বল আর মুছাইবে ?
তাই তব মুখ পানে কাতর তৃষিত প্রাণে,
চেয়ে আছি প্রাণনাথ ! অনিমেষ নিশিদিবে ;

কবে সে আসিবে দিন হ'বে আঁখির মিলন ?
করুণা-নয়নে তুমি হাঁসিমুখে তাকাইবে ;
যত প্রাণের কথা সব বলে ব্যথা জুড়াইব,
হৃদে তখন শান্তি-সুধার প্রস্রবণ উছলিবে ;
চরণ দু'টী বুকে ক'রে জড়ায়ে ধরিব জোরে,
ছাড়িব না যত দিন না ওপদে প্রাণ মিশাইবে ॥২৭॥

১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৯

খাম্বাজ—মধ্যমান।

জেনেছি জেনেছি মাগো বুঝেছি মা প্রাণে প্রাণে
তুমি না করিলে দয়া কিছুতেই কিছু হয় না,
যতই করি যতন প্রাণপণে আজীবন
তোমার করুণা-কণা বিনা বৃথা বিড়ম্বনা :
দৈব বা পুরুষকার সকলি ইচ্ছা তোমার
শুধু হাঁকু পাঁকু সার মূঢ় মন ত তা' বুঝে না।
তুমিই করাও কর্ম্ম পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম
কর্ত্তৃত্ব করিতে গিয়া পাই মর্ম্মযাতনা ;
মাগো তব ইচ্ছামত চলিছে বিশ্বজগত
জানি তবু কত শত সতত করি বাসনা,
আশা পুষে পরিশেষে মরি মহাতীব্র বিষে
কি জানি কেন যে তবু হয় না মা চৈতনা ;
কত কাল আর এমন করে থাকব মাগো মায়ার ঘোরে
আর যে সদাই প্রাণে ম'রে থাকিতে মা পারিনা,
কবে মা সে দিন হবে আমার আমিত্ব যাবে
যা' কর মা ব'লে পদে পড়িব আর উঠিব না ॥২৮॥

২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩১৯

সিন্ধুভৈরবী—আড়া।

তোমারি ইচ্ছার স্রোতে দিয়ে আছি গা ভাসান
এ দিকে ও দিকে ভেসে যেতেছি যে দিকে টান,
বাসনা নাহি মা প্রাণে চেয়ে আছি ও মুখপানে
তাই না ডুবি তুফানে কভু না বাহি উজান,
মান-অপমান জ্ঞান নাহি আত্ম-অভিমান
দুঃখ তাপ সব স'য়ে হ'য়ে আছি হতজ্ঞান,
হাঁকু পাঁকু নাহি করি ও রাঙ্গাচরণ স্মরি
দিবানিশি শ্বাস ভরি ডাকি মা জুড়াই প্রাণ,
কবে ভেসে যেতে যেতে মিশিব ও চরণেতে
জুড়াব সকল জ্বালা পাইব মা পরিত্রাণ॥ ২৯॥

৩০শে অগ্রহায়ণ ১৩১৯

বেহাগ—আড়া।

বাঁশী বাজে ওই শুনরে;
দিবস রজনী বাজিছে মুরলী এস এস বলি ডাকিছে আদরে:
যে বাঁশী শ্রবণে আকুল পরাণে গ্রহ তারাগণ যে আছে যেখানে,
ছুটে দিবানিশি রবিশশী সনে অনন্ত গগনে দিগ্ দিগন্তরে;
যে বাঁশরী স্বরে সুনীল অম্বরে জলধরদল ছুটোছুটি করে,
পবন-পরশে ভাসি প্রেমরসে চপলা চমকে হাসে উচ্চৈঃস্বরে;
যে বাঁশীর রবে জলধির জলে অবিরল প্রেম তরঙ্গ উথলে,
সুধা-সুললিত আনন্দ-কল্লোলে দশদিক সুখে সতত মুখরে;
যে বাঁশীর গানে আত্মহারা প্রাণে সমীরণ সদা ধায় সর্ব্বস্থানে
অবিশ্রান্ত বেগে ফিরিছি সন্ধানে প্রাণকান্ত সনে মিলনের তরে:

যে বাঁশীর স্বরে ত্যজিয়া ভূধরে ছুটিছে তটিনী দেশ দেশান্তরে,
হয়ে উন্মাদিনী খরতরঙ্গিণী নাচিতে নাচিতে মিশিতে সাগরে ,
যে বাঁশীর রবে নিশীথে নীরবে সুরভি কুসুমে পরিমল ঝরে,
মকরন্দ লোভে অন্ধ মধুকর পুঞ্জে পুঞ্জে ছুটে মধুর গুঞ্জরে ;
যে বাঁশীর-ধ্বনি শুনি মহীধর দ্রব হ'য়ে প্রেম যামিনী-বাসর,
দর দর অশ্রু ফেলে নিরন্তর মহাভাবে মগ্ন বিভোর অন্তরে ;
যে বাশীর গানে সুমধুর তানে বিহঙ্গমগণ সুধাঢালে প্রাণে,
বসি কুঞ্জবনে বিজন কাননে পরাণ-রমণে ডাকে প্রেমভরে :
যে বাশরী-ধ্বনি শ্রবণে পশিলে শিশু কেঁদে উঠে জননীর কোলে,
যত ভোলাও তারে কিছুতে না ভোলে শুধু ফ্'ল ফ্'ল কঁদিয়া শিহরে ;
শুনি যে বাঁশরী নবীনা কিশোরী প্রবাসী পতির প্রেমানন স্মরি,
আঁখিবারি আর নিবারিতে নারি বসন-অঞ্চলে বদন আবরে ;
যে বাঁশরী-স্বরে স্মরি প্রাণেশ্বরে ভাবাবেশে ভক্ত সতত বিহরে,
উন্মত্তের প্রায় কাঁদে উভরায় ছুটিয়া বেড়ায় পর্ব্বতে প্রান্তরে ;
সঘনে বাজিছে শুন সে বাঁশরী চল চল স'ব চল ত্বরা করি,
হেরি গিয়া সেই প্রাণ-বংশীধারী প্রাণের নিভৃতনিকুঞ্জ ভিতর ॥৩০॥

১৬ই পৌষ ১৩১৯

কীর্ত্তনের সুর।

(সখি) কে বলে ক সুরে কালো।
(সে যে) অকলঙ্ক শশী জ্বলে দিবানিশি হৃদি মাঝে সমুজ্জ্বল ;
(ও তার) কোটি রবি জিনি বরণ উজল শ্যাম জ্যোতিঃ সুশীতল ;
(ও তার) অমিয়-মথিত নবনীত জিনি মুখ কান্তি নিরমল ;

(ও তার) সুচারু বঙ্কিম নয়ন যুগল সুধারাশি ঢল ঢল ;
(ও তার) অরুণ অধরে সুমধুর স্মিত ত্রিভুবন করে আলো ;
(ও তার) বদনে মুরলী ধ্বনি সুললিত পরাণ করে আকুল।
(ও তার) গলে বনফুল মালা সুচিকণ দোলে সদা দল দল ;
(ও তার) কটিতটে পীত ধটির লাবণি বিজলী দ্যুতি বিমল ;
(ও তার) অমল কমল জিনি সুকোমল রাঙ্গা শ্রীচরণ-তল ;
(ও তার) শ্রীপদ যুগলে নুপুর নিক্কণ হৃদয় করে শীতল ;
(সে যে) আঁখির অঞ্জন হৃদয়-রঞ্জন গলিত কাঞ্চনোজ্জল ;
(আমি) সেই কালো যেন হেরি চিরকাল তোমরা সবাই বল ;
(সেই) কালো বিনা আমি কিছু নাহি জানি কালোই আমার ভাল!
॥ ৩১ ॥

১৭ই পৌষ ১৩১৯

সিন্ধুভৈরবী—আড়া।

ধন্য মা! তোমার মায়া-মন্ত্র চমৎকার,
মানুষ বেহুঁশ হ'য়ে করিছে সংসার ;
লাথি ঝাঁটা জুতো কত খায় নিত্য শত শত
তবুত সতত সবে ভাবে আপনার ;
হলাহল হাতে ক'রে খেয়ে জ্বলে পুড়ে মরে
নিমেষে পাশরে তীব্র জ্বালা যাতনার ;
লোভে অন্ধ হ'য়ে ছুটে ভূতলে পড়িয়া লুটে
ধূলা ঝেড়ে ঝুড়ে উঠে তখনি আবার ;
কাল ভুজঙ্গম ধ'রে আদরে চুম্বন করে
পদে পদে দংশনেও লজ্জা নাহি তার ;
এ তোর কেমন মায়া কায়া ছেড়ে ধরে ছায়া
সুখে নৃত্য করে হেরে স্বপন নিশার ;
ভেঙ্গে দে ভবের নেশা বুক-ভাঙ্গা ভালবাসা
আর মা তামাসা ভাল লাগেনা আমার॥ ৩২ ॥

২৩শে পৌষ ১৩১৯

খাম্বাজ—ঠেকা।

এতবার এই ভবে করিনু মা আনাগোনা
মহামায়া তব মায়া কিছুই ত বুঝিনু না ;
কি করিলে কি যে হয় করিতে নারি নির্ণয়
বিদ্যাবুদ্ধি সবই দেখি বৃথা শুধু বিড়ম্বনা ;
ভাবি এক হয় আর কারণ না পাই তার
তব ইচ্ছা মনে জেনে সহি মা সব যাতনা :
যেখানে বাঘের ভয় সেইখানে সন্ধ্যা হয়
এই বড় মজা দেখি এ সংসারের কারখানা ;
কখন কিরূপ ভাবে চালাও মা এই ভবে
বুঝিতে কাহার সাধ্য বিচিত্র বিশ্বরচনা ;
নিবেদন করি তাই কিছু না জানিতে চাই
পাগল হইয়া থাকি শ্রীপদ যেন ভুলিনা ॥ ৩৩ ॥

১৩ই মাঘ ১৩১৯

বাউলের সুর

ভক্ত হওয়া মুখের কথা নয় ,
(দেহে) প্রাণ থাকিতে মর্‌তে হয় ;
(ও ভাই) ভক্ত হয় যেজন তার 'জীবন্তে মরণ
(সে) হাবা বোবা কাণা কালা পাষাণ হ'য়ে রয় ;
(ও সে) আপন ভাবে সদাই থাকে
(শুধু) দু'নয়নে অশ্রু বয় ;
(তার) মুখে কথা নাই (সে) যায় না কোন ঠাঁই
ঘরে ব'সে কাঁদে হাসে একা সব সময় ;

(ও সে) কিল খেয়ে কিল চুরী ক'রে
(সদাই) ভূতের বোঝা মাথায় বয় ;
(সে) ভবের ভাবনা কিছুই ভাবে না
চুপটী ক'রে ঘাপটী মেরে সকল জ্বালা সয় ;
(ও সে) কাদায় গুন পেতে শুয়ে
(করে) দিনগত পাপক্ষয় ;
(কারোর) কথা শোনেনা (কারোর) কথা য থা.কেনা
কাবোর কথাব ধার ধারেনা নাহি লজ্জা ভয় ;
(তারে) যে যা' বলে শোনে না সে
(শুধু) আলের সঙ্গে কথা কয় ;
প্রাণের মাঝে যে সদাই বিরাজে
তারি সনে প্রেমে ম'জে হয় প্রেমময় ;
(আবার) যার প্রাণ তাই তারেই দিযে
(করে) আপন অস্তিত্ব লয় ॥ ৩৪ ॥

১৭ই মাঘ ১৩১৯

খাম্বাজ—মধ্যমান ।

যা খুসী কর মা তুমি আমি কিছু না বলিব
(শুধু) আঁখিজলে তব রাঙ্গা পা দু'খানি মুছাইব ;
দিবানিশি অনিমেষে (ওই) মুখপানে চাহি রব
(আমি প্রাণান্তেও কভু মা গো নয়ন না ফিরাইব ;
দুঃখ তাপ দিবে যাহা নীরবে সকলি সব'
(ও মা) জেনেছি গো মহামায়া সে সব ছলনা তব :
করমের ফলে নিত্য মরম-যাতনা নব
(ও মা) সহি যে সরমে মরি সে কথা আর কারে কব ;

দানবদলনী-সুত হ'য়ে হ'লাম দানব
(ও মা) মরণ যে ছিল ভাল বেঁচে আর কি করিব ;
কবে মা সে দিন হ'বে শ্রীপদে প্রাণ স'পিব
(আমি) জনমের মত মাগো সব জ্বালা জুড়াইব ॥ ১৫ ॥
৫ই ফাল্গুন ১৩১৯

ঝিঁঝিট—একতালা।

বম্ বম্ বম্ বম্ বম্ হর হর শঙ্কর বম্ বম্ বম্ বম্ বম্ বল' রে
এ ভব-শ্মশানে ভ্রম শূন্য প্রাণে শ্মশানবাসীরে স্মর রে :
ভোলানাথের নামে ভবের ভাবনা ভুলেও কভু প্রাণে আসিবেনা
আকুল পরাণে ভবে আনাগোনা করিতে আর হবেনা রে ;
ত্রিতাপ-জ্বলনে জ্বলিতে হবেনা ত্রিপুরারি নামে যাবে রে যাতনা
তাপিত হৃদয় হবে সুধাময় তাও কি ভাই জাননা রে ;
শিবনামে নাশে সকল অশিব তাই বলি ভাই জপ শিব শিব
মন-প্রাণ ভরি দিবস-শর্ব্বরী শ্বাস ধরি নাম রট রে ;
শিব-সংকীর্ত্তন হয় রে যেখানে শিব আসেন সেথা শিবরাণী সনে
যুগল মাধুরী হেরি আঁখি ভরি হর হর বম্ বম্ বল' রে ॥ ১৬ ॥
২২শে ফাল্গুন শিবরাত্রি ১৩১৯

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

শ্যামাপদ কোকনদ হৃদয়ে ফুটেছে যার
তা'রে কি ভুলাতে পারে এ ছার সংসার ?
মত্ত সদা মধুপানে থাকে আত্মহারা প্রাণে
ভবের অস্তিত্ব জ্ঞান নাহি থাকে তার ;

প্রাণের নিভৃত কোণে হেরে সে আপন মনে
কোটী রবি জিনি জ্যোতিঃ প্রাণ-প্রতিমার ;
মহামায়া মায়ের কোলে থাকে সে সকলি ভুলে
তারে না বাঁধিতে পারে প্রপঞ্চ মায়ার ;
কিছুই তার না ভাল লাগে মায়ের মুখ চেয়ে থাকে
নিমেষ হইলে হারা বাঁচে না সে আর ॥ ৩৭ ॥

২৯শে কার্ত্তিক ১৩১০

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

হৃদি বিল্বতরু মূলে এ ঘোর নিশীথ কালে
ইন্দুমুখী ল'য়ে কোলে কে তুমি রয়েছ বসি ?
শুভ্র সমুজ্জ্বল কান্তি হেরিলে রজত ভ্রান্তি
প্রাণে ঢালে সুধা শান্তি মুখে মৃদু মন্দ হাসি ;
শিরে জটা ঝল্ মল্ তুষার জিনি ধবল
তার মাঝে কল্ কল করে গঙ্গা দিবানিশি ;
বিভূতি-ভূষিত ভালে শিশু শশধর কোলে
ধক্ ধক্ সদা জ্বলে অনল মদননাশী ;
আঁখি আধ-মিলিত যেন রবি নবোদিত
বিশ্বপ্রাণ বিমোহিত হেরিলে ও রূপরাশি ;
গলে দোলে হাড়-মাল অঙ্গে ভুজঙ্গ করাল
কটিতটে বাঘছাল পদনখে কোটী শশী ;
ওহে মম প্রাণেশ্বর পরম পুরুষবর
কৃপা করি এই কর যেন ও চরণে মিশি ॥ ৩৮ ॥

১১ই ফাল্গুন ১৩২০ শিবরাত্রি, প্রথম প্রহর

লক্ষ্ণৌ—ঠুংরি।

শিব বম্ শিব বম্ শিব বম্ বম্ বম্ বম্
শিব বম্ বম্ বম্ বম্ বম্ বম্ বম্ বল' রে,
মন প্রাণ ভ'রে সতত জপ' রে
শিবনাম সব দুঃখ তাপ হরে,
ভবের ভাবনা রবে না রবে না।
শিবনাম সদা রসনায় রট' রে,
মায়াঘোরে কেন আছ অচেতন
ত্রিতাপ-জ্বলনে জ্বলিয়া মর' রে,
হরনামে হিয়া যাবে রে গলিয়া
সুধা-সঞ্জীবনে ডুবিয়া থাক' রে,
নয়ন মুদিয়া পরাণ ভরিয়া
হররূপ হেরি বল বম্ বম্ হরে ॥ ৩৯ ॥

১১ই ফাল্গুন ১৩২০ শিবরাত্রি দ্বিতীয় প্রহর

কীর্ত্তনের সুর।

(হরি) এ ছার সংসার সকলি অসার
সার শুধু তোমার নাম ;
(নামের) অক্ষরে অক্ষরে শান্তি-সুধা ক্ষরে
পাপী তাপীর প্রাণারাম ;
(নাথ) ভব তুষানলে হিয়া মোর জ্বলে
ধিকি ধিকি অবিরাম ;
(তাই) প্রাণের জ্বালায় ডাকি উভরায়
কোথা ওহে প্রেমধাম ;

(দেখা) দিও হে এ দীনে শেষের সে দিনে
নব-জলধর-শ্যাম,
(মম) জীবনান্ত কালে জিহ্বা যেন বলে
হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥ ৪০ ॥

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

দেশ—একতালা।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে,
(বল) হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ,
(নামে) রোগ শোক পাপ তাপ ভব-ভয় যায় দূরে,
(ও ভাই) এখনি হিয়া জুড়াবে রে বল' হরে কৃষ্ণ হরে ;
(নামের) বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে পিয়রে বদন ভরে,
(ও ভাই) অবিরাম এই নাম জপরে যতন ক'রে ;
(ও ভাই) আহারে যানে বিহারে সুষুপ্তি স্বপ্ন জাগরে,
(এই) তারকব্রহ্ম হরের্ণাম রসনায় রট ওরে ;
(এ নাম) সদানন্দ প্রেমানন্দে সতত সাধন করে,
(আবার) যোগী ঋষি প্রেমে ভাসি বলে আর নয়ন ঝরে ;
(এ নাম) গোলোকে ছিল গোপনে গৌর আনিল ভুবনে
(আবার) নেচে•নেচে যেচে যেচে বিলায় সবার দ্বারে দ্বারে ;
(নামে) জগাই মাধাই মহাপাপী দু'ভাই গেল ভবপারে,
(এ নাম) একবার ব'লে অবহেলে অজামিল গেল ত'রে,
(এস) মনে প্রাণে ঐক্য ক'রে সরল ব্যাকুলান্তরে
(বলি) হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে রাম হরে হরে ॥ ৪১ ॥

৬ই শ্রাবণ ১৩২১

রামপ্রসাদী সুর।

(তুমি) মঙ্গলময়ী তারিণি।

(আমি) আপন মনের ভ্রমে অমঙ্গল ডেকে আনি ;
তোমার ইচ্ছায় যখন যা' হয় সকলি মঙ্গলময়
(আমি) বুঝিতে নারি মা তাই হিতে বিপরীত গণি ;
লীলাময়ি ! মা আমার তব লীলা বুঝা ভার
(তুমি) খেলার ছলে ভয় দেখালে পলকে প্রমাদ মানি ;
এমন ছেলে কেন হ'লাম জননীরে না চিনিলাম
আমি) মায়ার বশে ভুলে আছি ও রাঙ্গাচরণ দু'খানি ;
হাসি মুখে দেখা দে মা ! স্নেহময়ি মাগো শ্যামা !
(আমি, তা'হ'লে আর ভয় পাব না দেখিলে তোর চোক রাঙ্গানি ॥৪২॥

২৭শে অগ্রহায়ণ ১৩২১

ঝিঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

কত শত অপরাধ ক'রেছি মা এ জনমে
স্মরিলে সে সব কথা সরমে মরি মরমে ;
যত দোষ করেছি মা করেছ সকলি ক্ষমা
তবুত বিষম রতি ঘুচিল না কুকরমে ;
কভু না করিব আর ভাবি মা অসংখ্য বার
মায়ার কুহকে ভুলে প্রতি পদে পড়ি ভ্রমে ;
কি হবে আমার গতি আমি অতি মূঢ়মতি
কাতরে করি মিনতি চরণে রেখ চরমে ;
তোমা বিনা ও মা আর কে আছে বল আমার
দীন-দয়াময়ী তুমি ও মা হর-মনোরমে ; ॥ ৪৩ ॥

৮ই পৌষ ১৩২১

নগর সংকীর্ত্তন।

(হরে) কৃষ্ণ হরে রাম বল্ বদন ভ'বে
(ও তোর) তাপিত হৃদয় শীতল হবে রে ;
হরে কৃষ্ণ হরে রাম মুখে বল অবিরাম
প্রাণের মাঝে হেব্‌বে নব-জলধর-শ্যাম,
(নামে) দুঃখ তাপ দূরে যাবে (ও ভাই) ভাস্‌বি সুখ-সাগরে ;
হরে কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম রাম হবে,
প্রাণারাম হরের্ণাম ভব-ভয় হরে,
(নামের) বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে (ও ভাই) ত্রিতাপ-জ্বালা যায় দূরে :
শিব করিয়া যতন এ নাম করেন সাধন
বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত দেবের দুর্লভ রতন,
(ও ভাই) দিবানিশি জপ' হরে (হরে) কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
(হরে) রাম রাম হরে হরে ;
সদা দেবর্ষি নারদ প্রেমে হ'য়ে গদ গদ
অবিরাম বীণা যন্ত্রে এই গান করে'
(বলে) হরে রাম হরে রাম (হরে) রাম রাম হরে হরে ;
নিতাই প্রেমের ঠাকুর মোদের প্রাণের গৌর
এই হরিনাম যেচে যেচে বেড়ায় দ্বারে দ্বারে.
(বলে) ও ভাই তোদের পায়ে ধরি (বল্‌রে) হরে কৃষ্ণ হরে হরে
(বল্‌রে) হরে রাম হরে হরে ॥ ৪৪ ॥

১৮ই চৈত্র ১৩২১

ঝিঝিট—একতালা।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ;
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে রাম হরে রাম রাম হরে
অবিরাম হরের্ণাম প্রাণারাম প্রাণ ভ'রে মন জপ' রে :
বিরিঞ্চি নারদ শিব পঞ্চানন নামরসে সদা হইয়ে মগন
প্রেমানন্দ ভরে গায় অনুক্ষণ হরে কৃষ্ণ হরে হরে ;
ধ্রুব উচ্চৈঃস্বরে করিয়া রোদন ডাকে হরি পদ্মপলাশ লোচন
দেব-ঋষি আসি নাম দেন তারে হরে কৃষ্ণ হরে হরে :
'ক' দেখে প্রহ্লাদ আকুল-পরাণ কৃষ্ণ ব'লে কেঁদে হয় হতজ্ঞান
শিশুগণ কর্ণে করায় শ্রবণ হরে কৃষ্ণ হরে হরে ;
মহাভাব-নিধি ভাসি আঁখি-নীরে কাঁদিয়া বেড়ায় নদীয়া নগরে
মুখে বলে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ;
তাই বলি হরে কৃষ্ণ হরে রাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ হবে কৃষ্ণ হরে রাম
জপ' সদা হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ ৪৫ ॥

১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১২

লক্ষ্ণৌ ঠুংরি।

মধুরং মধুরং অতি সুমধুরং
শ্রীরাধামাধব যুগল নাম রে ;
রসময় নাম জপ অবিরাম
ত্রিতাপ-জ্বলন শীতল হ'বে রে ;
নাম উচ্চারিলে প্রেমানন্দ মিলে
প্রীতি-মন্দাকিনী হৃদয়ে বহে রে ;

সে বিমল জলে সতত উছলে
প্রেম-শান্তি-সুধা লহরে লহরে ;
তাই বলি ওবে মম মানস রে
নামরস পানে বিভোর থাক’ রে ;
শয়নে স্বপনে জীবনে মরণে
রাধাকৃষ্ণ নাম রসনায় রট রে ॥ ৪৬ ॥

১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০২

কীর্ত্তনের সুর ।

(বল) কত দিনে আর হইবে আমার
মায়ার বন্ধন মোচন ?
(আর) কবে বল মম মদ-মোহ-তম
নাশিবে মদন-মোহন ?
(বল) কত দিনে নাথ ! যাবে কাম ক্রোধ
বিষয-বাসনা-ছলন ?
(আর) কবে বল মম যাবে ভব-ভ্রম
ঘুচিবে মমতা-লাঞ্ছন ?
(বল) আর কতদিন রব অচেতন
অজ্ঞান-আধারে মগন ?
(আর কতদিনে বল ভুলিব সকল
তব পদে লব শরণ ?
(কবে) ত্যজিব এ ছার প্রপঞ্চ মায়ায়
ভজিব ও রাঙ্গা চরণ ?

(হব) তব নামামৃত- পানে পুলকিত
প্রেমে উছলিত নয়ন,
(ওহে) অনাথ-বৎসল! কবে হবে বল
আমার সুদিন এমন,
(পাব) তব দরশন অমিয়-প্লাবন
জুড়াব তাপিত জীবন?
(আর) হেরি প্রাণারাম জ্যোতি অবিরাম
হৃদি-মাঝে মুদি নয়ন,
(আমি) সব জ্বালা ভুলে রব প্রেমে গ'লে
প্রেমময় প্রাণ-রমণ ॥ ৪৭ ॥

৩রা আষাঢ় ১৩২২

বেহাগ—আড়া।

কৃষ্ণপ্রেম-আস্বাদন ব'লে কি বুঝান যায়?
(তারে) ব'লে কি বুঝান যায়?
সে সুধা-সমুদ্রে ডুবে যে না আপনা হারায়;
সে প্রেম বিচিত্র অতি অদর্শনে বাড়ে রতি
নিরখি নিমেষ আঁখি নিমীলিতে নাহি চায়;
শ্রীকৃষ্ণ-বিরহানলে অহরহ হিয়া জ্বলে
তবুও প্রেমিক কভু আন নাহি চায়;
নীরবে নির্জ্জনে বসি কাঁদে সে দিবসনিশি
অন্যে কি জানিবে বল কত সুখ সে কাঁদায়;
সঁপি তনু মন প্রাণ করে সে তাহারি ধ্যান
আপন অস্তিত্ব ভুলি রাঙ্গা চরণে মিশায় ॥ ৪৮ ॥

৬ই আশ্বিন ১৩২২

ঝিঁঝিট—একতালা।

তোমারি প্রেমেতে লভিনু জনম তোমারি প্রেমেতে ধরি মা জীবন,
তব প্রেমে পুনঃ হইবে মরণ তুমি প্রেমময়ী মা আমার ;
জাগ্রত স্বপনে যা' কিছু যখন দর্শন স্পর্শন করি মা শ্রবণ,
নাসার আঘ্রাণ রস-আস্বাদন প্রেম-আবরণ তুমি মা তার ;
তুমি গো মা মম জনক জননী তনয় তনয়া প্রাণ-প্রণয়িনী
প্রাণের দোসর তুমি সহোদর স্নেহের ভগিনী তুমি মা আমার ;
তুমি প্রিয়তম প্রাণসখা মম তুমিই আত্মীয় প্রিয় পরিজন,
বিদেশে বান্ধব স্বদেশে স্বজন তুমি প্রাণধন সর্ব্বস্ব আমার ;
রূপে স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ রসে তুমি প্রীতি গন্ধে মধুরিমা স্পর্শে অনুভূতি,
শব্দে তুমি ব্যাপ্তি ত্রিসপ্ত-ব্যাহৃতি সকল তত্ত্বের তুমি মা সার ;
জড়ে তুমি স্থিতি জীবে প্রাণশক্তি তুমিই অব্যক্ত তুমি অভিব্যক্তি,
ভক্তি-মুক্তি-দাত্রী অগতির গতি স্মৃতি ধৃতি বুদ্ধি তুমি সবাকার ;
বেদান্তের মায়া সাংখ্যের প্রকৃতি পাতঞ্জলের তুমি নির্ব্বাণ সমাধি,
নির্গুণ ব্রহ্মের সগুণা মূরতি তুমি মা সাকার তুমি নিরাকার ;
সতত তোমার প্রেমের প্লাবনে মগন থাকিয়া বুঝিয়াছি মনে,
তুমি মা আমার প্রাণের আধার স্নেহের পুতলি আমি মা তোমার ॥৪১॥

১১শে কার্ত্তিক ১৩২২

কীর্ত্তনের সুর।

সাধে কি সাধি শ্রীপদ প্রেমময়ি ! মা তোমার ?;
জীবনে মরণে মম কেহ সাথী নাহি আর ;
সুখে দুঃখে সর্ব্বকালে থাকি আঁখি-অন্তরালে
হাস কাঁদ মোর সনে রক্ষা কর অনিবার ;

সুখে মম হও সুখী প্রেমমাখা হাঁসিমুখী
আনন্দময়ি! মা তুমি আনন্দে ভাস অপার ;
বিপদ বিষাদ শোকে যতনে মা রাখ বুকে
নিরাশা-তিমিরে তুমি হ্লাদিনী জ্যোতিঃ আশার :
জ্বলি যবে পাপানলে ছুটে আসি কর কোলে
তাপিত তৃষিত প্রাণে নির্ঝর তুমি সুধার ;
অপরাধ কত শত করি গো মা অবিরত
তবু ত ধরনা কভু কিছুতে দোষ আমার ;
দীন-দয়াময়ি! দেখ' এ দীনে চরণে বেখ'
শেষের সে দিনে যেন কর'না মা পরিহার ॥৫০॥

২৪শে ফাল্গুন' ১৩২২

ভৈরবী—মধ্যমান।

সংসারে সুখে দুঃখে সতত থাকি মগন
ভুলে আছি প্রেমময়! তব রাঙ্গা শ্রীচরণ ;
তুমি নাথ! দিবানিশি অনিমেষে আছ বসি
কতক্ষণে তোমাপানে ফিরাব আমি নয়ন ;
সতত অমিয় স্বরে ডাকিতেছ প্রেমভরে
শুনিতে না পাই আমি মায়াঘোরে অচেতন :
ওহে প্রাণ-প্রিয়তম! সদা সাথে আছ মম
তবুও তোমার কভু না হেরি প্রেম-আনন ;
দয়া করি একবার ঘুচাও মোহ-আঁধার
প্রাণভরি হেরি তব রূপজ্যোতিঃ অতুলন ॥৫১॥

১১ই বৈশাখ, ১৩২৩

রামপ্রসাদী সুর।

বস্‌গে মা মন ঘরের কোণে,
(সদা) হেথা হোথা সেথা করে ঘুরে ঘুরে মরিস্ কেনে ?
ঘরের ধন তুই ঘরেই পাবি বন বাদাড়ে কেন যাবি ?
(একবার) খোল্‌রে হৃদয়-দ্বারের চাবি হের্‌বি সে হৃদয়-রতনে,
যার যা' ইচ্ছা সে তাই বলে সব কথা কি শুন্‌লে চলে ?
(সেই) প্রাণের প্রাণকে পেতে হ'লে প্রাণখুলে ডাক্‌তে হয় প্রাণে
সে আছে কাণ ক'রে খাড়া এক ডাকেতেই পাবি সাড়া,
(ওরে) ছল কপট হইলে ছাড়া পাবিরে সে প্রাণ-রমণে ;
দেখা পেলে সে চিত-চোরে চোকে চোকে রাখ্‌বি ধ'রে,
(ওসে) পলকে পলায় দূরে এই কথাটী রাখ্‌বি মনে ॥৫২॥
২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩

উচ্চ সংকীর্ত্তনের সুর।

(জয়) শ্রীদুর্গা দুর্গতিহরা বল্ বদন ভ'রে,
(ও তোর) পাপ তাপ রোগ শোক ভয় যাবে দূরে ;
(দুর্গে) দুঃখ-হারিণী (জপ) দিবা যামিনী
(ও তোর) সব দুঃখ দূরে যাবে জনমের তরে,
(নামে) বহিবে আনন্দ-স্রোত (ও ভাই) হৃদয়ের স্তরে স্তরে ;
(মা আমার) জগজ্জননী আনন্দরূপিণী
(সে যে) সদানন্দ হৃদে সুখে সদাই বিহরে'
(ও ভাই) সে প্রাণ-প্রতিমা খানি প্রতিষ্ঠা কর অন্তরে ;
(প্রেম) অশ্রু সিঞ্চনে ধোয়াও রাঙ্গা চরণে
(দাও) হৃদি-পদ্ম পদে অর্ঘ্য পরম আদরে,
(সে যে) আদরিণী মা আমার তাঁরে পূজরে প্রীতিভরে ;

(আত্ম) নিবেদন কর (শ্রীপদ) যুগলে তাঁর
(ও ভাই) ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি পদে দাও সাধ পূরে,
(আর) 'জয় মা দুর্গে' ব'লে বলি (দাও) কামাদি ছয় রিপুরে
(হ'য়ে) একাগ্র মতি (তাঁর) কর আরতি
(ও ভাই) রূপ রস আদি পঞ্চ প্রদীপ জ্বালরে,
(হের) জ্যোতির্ম্ময়ী মায়ের জ্যোতিঃ প্রতিবিম্বিত চরাচরে;
(মা আমার) বিশ্বরূপিণী বিশ্বনাথ-মোহিনী
(ও ভাই) অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তাঁর রূপ নাহি ধরে,
(ও সেই) রূপ-সাগরে মগ্ন থাক চিরজন্ম জন্মান্তরে ॥৫৩॥

১০শে আশ্বিন, ১৩২৩, মহানবমী

কীর্ত্তনের সুর।

ওহে দীননাথ!
(নাথ) এ দীনের কি সে দিন হবে?
(তব) স্বরূপ-চিন্তনে জাগ্রত স্বপনে
মন প্রাণ মজে রবে;
(তব) নাম উচ্চারণে এ দু'টি নয়নে
প্রেম-সিন্ধু উথলিবে;
(আর) শ্রবণে স্মরণে এ দেহ ধারণে
বিদেহানুভূতি হবে;
(কবে) স্থাবর জঙ্গমে পশু বিহঙ্গমে
আত্ম-দরশন হবে?
(আর) পুরুষ প্রকৃতি বায়ু বারি ক্ষিতি
ভেদাভেদ জ্ঞান যাবে;

(তব) অতুলন জ্যোতিঃ অমিয় মূরতি
জীবে জড়ে বিকসিবে ;
(আর) হেরি সে অনুপ অপরূপ রূপ
আঁখি নিমীলিত হবে ॥৫৪॥

২৯শে আশ্বিন, ১৩২৩

বিভাব মিশ্র—ঝাঁপতাল।

(ও ভাই) 'মা' 'মা' ক'রে প্রতি ঘরে ঘরে
ডেকে দেখ সাড়া পাও কিনা,
(মা আমার) কত রূপ ধ'রে চোখে চোখে ফেরে
দেখেও তাহারে দেখ না ;
(সে যে) কোথাও জননী পীযূষদায়িনী
বাৎসল্য প্রেমেতে মগনা,
(আবার) খেলার সঙ্গিনী কোথা বা ভগিনী
স্মিত-বিকসিত বদনা ;
(মা আমার) প্রাণের প্রতিমা কভু প্রিয়তমা
পতিপ্রাণা সতী ললনা,
(আবার) কোথাও নন্দিনী আনন্দরূপিণী
কত রূপে করে ছলনা ;
(একবার) আঁখি মিলে হের সবার ভিতর
সতত মা বিরাজমানা,
(আর) 'মা' 'মা' ব'লে উঠ গিয়া কোলে
জুড়াও সকল যাতনা ॥৫৫॥

৩০শে আশ্বিন, ১৩২৩

কীর্ত্তনের সুর।

(মা আমার) অনন্ত অখণ্ড বিরাট ব্রহ্মাণ্ড-
ব্যাপিনী ভুবনমোহিনী
(সে যে) ক্ষিতি-বহ্নি-নীরে গগনে সমীরে
পঞ্চভূত-অধিবাসিনী ;
(মা আমার) বিশ্বচরাচরে সর্ব্বত্র বিহরে
জীবে জড়ে সমভাবিনী,
(আর) অন্তরে বাহিরে দশদিকে ফিরে
সতত প্রত্যক্ষরূপিণী ;
(মা আমার) নবোদিত-রবি-করে প্রেমছবি
অনুপম জ্যোতিঃ হ্লাদিনী,
(আবার) বিমল আকাশে শশাঙ্ক-বিকাশে
কৌমুদী তিমির-নাশিনী ·
(সে যে) নীল-সিন্ধুনীরে মৃদুল সমীরে
সুধীর-গম্ভীর-নাদিনী,
(আবার) নব জলধরে লুকোচুরি করে
খল খল হাস্তবদনী ;
(মা আমার) ভূধর প্রান্তরে জঙ্গম স্থাবরে
সঙ্গোপনে নিত্যসঙ্গিনী,
(আবার) গহন কান্তারে মরুভূ-মাঝারে
অভয়া বিপদনাশিনী ;
(সে যে) সরিৎ নির্ঝরে তটিনী-লহরে
কলনাদে প্রাণতোষিণী,
(আবার) পত্রপুষ্প ফলে লতাগুল্মদলে
বিবিধ-বিচিত্র-বরণী ;

(মা আমার) মধুর বসন্তে চতুর দিগন্তে
কুহুরবে বিশ্বমোহিনী,
(আবার) নিদাঘ ভীষণে সান্ধ্য সমীরণে
সুখ-শীত-স্নিগ্ধ-স্পর্শিনী,
(সে যে) দুরন্ত প্রাবৃষে কাদম্বিনী মিষে
নিয়ত অমৃতবর্ষিনী
(আবার) শরতে বিমলে সরসী-সলিলে
বিকচ-নলিনী-মালিনী
(মা আমার) হেমন্ত শিশিরে মধুর মিহিরে
তাপ দানে শীত-নাশিনী,
(সেই) সর্ব্বত্র স্ফুরণ মূরতি মোহন
চিন্তয় দিবস রজনী ॥৫৮॥

১লা কার্ত্তিক, ১৩২৩

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

ও কে রে বিহরে হরহৃদি-পরে
এলোকেশী দিগম্বরী,
(জিনি) কোটী সৌদামিনী জ্যোতিঃ-বিকাশিনী
ত্রিভুবন আলো করি;
(ও তার) ভালে শশধর জ্বলে নিরন্তর
বৈশ্বানর কোলে করি;
(আর) নয়ন যুগলে তপন উজলে
অপরূপ আহা মরি;

করে বরাভয় অসি মুখে অট্ট হাসি
শিরোমালা বক্ষোপরি,
(ও যার) অরুণ চরণ ধ্যানে নিমগন
বিধি বিষ্ণু ত্রিপুরারি ;
(ও ভাই) মন প্রাণভরি সেরূপ মাধুরি
আঁখি মুদে হৃদে হেরি,
(সদা) দিয়ে করতালি 'কালী' 'কালী' 'কালী' ॥৫৭॥
বল'রে বদন ভরি।

৯ই কার্ত্তিক, ১৩২৩, শ্যামাপূজা।

ঝিঁঝিট—একতালা।

কখন' তোমারে বলি নাই কিছু প্রাণান্তেও কভু বলিব না,
আজীবন আমি নীরবে সহিব এ ভব-দহন যন্ত্রণা ;
পাছে তুমি নাথ ! ব্যথা পাও প্রাণে সেই ভয়ে আমি কাঁদিব না
নয়নের জল মিশায়ে নয়নে লুকাইব মনোবেদনা ;
ত্রিতাপ জ্বলনে মরিলেও জ্ব'লে সে জ্বালা তোমারে জানাব না,
অনিমেষে তব মুখপানে চাহি পাশরিব সব যাতনা ;
করমের ফলে ভুগি যত দুঃখ সে সকলি তোমার করুণা,
মরমে পুড়িয়া মরিলেও আমি তব প্রেম কভু ভুলিব না ;
যখন যে ভাবে রাখ তুমি নাথ ! তাই ভাবি তোমার সাধনা
ও রাঙ্গা চরণে শরণ লইনু দেখ' যেন পায়ে ঠেল' না ॥৫৮॥

৫ই শ্রাবণ ১৩২৪

ঝিঁঝিট—একতাল।

মধুর বৃন্দা-বিপিন মাঝ শ্রাবণ-পূর্ণিমা রজনী আজ
সাজই শ্যাম মোহন সাজ দোলে কমলিনী কোলে গো ;
মৃদুল দোলনে যুগল মাধুরী অপরূপ অতুলন আহা মরি
বিনোদিনী সনে বিনোদবিহারী বিনোদ বিনোদ দোলে গো
প্রাণরমণ কিশোর কিশোরী চল গিয়া হেরি মন প্রাণ ভরি
দোলে দোঁহে যথা হিন্দোলা উপরি ত্রিভুবন আলো করি গো
সুরভি বনকুসুম তুলিয়া মনোসুখে মালা বিনোদ গাঁথিযা
দুহু গলে মোরা দিব পরাইয়া হেরিব আপনা পাশরি গো ;
দোল দিব মোরা শ্রীরাধাগোবিন্দে শরণ লইব চরণারবিন্দে
ভ সিয়া যাইব প্রেম-আনন্দে গাহিব হিন্দোলা গীতি গো ॥৫১॥

১৭ই শ্রাবণ, ঝুলনযাত্রা, ১৩২৪

বেহাগ খাম্বাজ—মধ্যমান।

কেমনে লুকাবে তুমি ওমা বিশ্ববিমোহিনি !
(আমি) অন্তরে বাহিরে তোমায় হেরি দিবস যামিনী,
যে দিকে ফিরাই আঁখি তব প্রেমমুখ দেখি
কেমনে দিবে মা ফাঁকি আমি যে তোমারে চিনি,
শারদ সুনীল স্বচ্ছ গগনমণ্ডলে তুমি
প্রাণারাম স্নিগ্ধ শ্যাম জ্যোতির্ম্ময়ী মা জননী,
নীল জলনিধি-জলে তুমি শ্যামা তরঙ্গিণী
তরুলতা তৃণগুল্মে অপরূপ শ্যামাঙ্গিনী,
ধরাধর-বক্ষে হেরি শ্যাম আবরণ তুমি
তটিনী-তরঙ্গে নাচ তুমি মা কলনাদিনী,

শ্যামল জলদ কোলে খলহাস্যমুখী তুমি
সৌদামিনী রূপে আলো কর তুমি কালোরাণী,
শশাঙ্ক-কলঙ্কে হেরি তুমি প্রত্যক্ষরূপিণী
অমিয় মাধুরীমাখা প্রাণমনোবিমোহিনী,
আঁখি অভিরাম জ্যোতিঃ অরুণ-কিরণে তুমি
গলিত কাঞ্চনে তব ললিত কান্তি লাবণী,
পতি-সোহাগিনী সতী-হৃদে প্রেম-তরঙ্গিণী
হাসিমাখা শিশু মুখে তুমি আধ আধ বাণী,
পুষ্পে গন্ধ মকরন্দ ফলে মধুরতা তুমি ॥৬০॥

খাম্বাজ—ঠুংরি।

নব জলধর শ্যাম কলেবর
প্রাণমনোহর রূপ চিন্তয় রে,
সে লাবণ্য-ভাতি কোটী চন্দ্রকাঁতি
হের দিবারাতি হৃদয় মাঝারে :
ললিত ললাম আঁখি অভিরাম
জ্যোতিঃ স্নিগ্ধশ্যাম সুধাসিঞ্চিত রে;
সে অমিয় জ্যোতিঃ মধুর মুরতি
সদা সর্ব্বভুতে প্রতিবিম্বিত রে,
গগন মণ্ডলে জলনিধি-জলে
জলদপটলে তারকানিকরে,
তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গে তরুলতা-অঙ্গে
তটিনী-তরঙ্গে প্রেমালিঙ্গিত

সুধাংশু-সুহাসে বিজলী-বিকাশে
সে শ্যামল জ্যোতিঃ মন প্রাণ হরে,
তপন-কিরণে দীপ্ত হুতাশনে
গলিত কাঞ্চনে পবিস্ফবিত বে ;
জাগ্রত স্বপনে জীবনে মবণে
হের সে মাধুরী বহিবভ্যন্তরে ॥৬১॥

২৮ শে ভাদ্র, ১৩২৪

ঝিঁঝিঁট—একতালা ।

শাবদ সুনীল বিমলাকাশে পূর্ণিমা-চন্দ্রমা মধুব হাসে
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আনন্দে ভাসে বাস-দরশন আশে গো,
শ্রীবাসমণ্ডলে কিশোর যুগলে ব্রজাঙ্গনাগণ ঘেরিয়া সকলে
প্রেমানন্দে ভাসি নাচে কুতুহলে শ্যামচাঁদ পাশে হাসিছে গো,
কাননে কুসুমকলিকা ফুটে মালতী মল্লিকা সুরভি ছুটে
ভ্রমর-ভ্রমরী আসিয়া জুটে চরণকমলে লুটিছে গো,
শাখিশিরে বসি গাহে শুকশারী আনন্দে নাচিছে ময়ূব ময়ূরী
দেবগণ সুখে হেরে সেমাধুরী মাঝে মাঝে বাঁশী বাজিছে গো,
শুনি সে মোহন মুরলী তান স্থাবর জঙ্গম আকুল প্রাণ
যমুনা উছলি বহে উজান সখীগণ গান করিছে গো,
পুলকে পূরিল নিখিল ভুবন সে লীলা-মাধুরী করি দরশন
চল চল সবে জুড়াবে জীবন হেরিয়া শ্রীরাধারমণ গো ॥৬২॥

১২ই কার্ত্তিক, শারদীয়া পূর্ণিমা, ১৩২৪

খাম্বাজ—ঠুংরি ।

এ বিশ্ব ভুবন জড়ে বা চেতনে যখন যেখানে ফিরাই নয়ন,
সবার ভিতরে হেরি হে তোমার প্রান-মনোহর মুরতি মোহন ;
শশাঙ্কতপনে গ্রহতারাগণে হেরি হে তোমার জ্যোতি অতুলন,
নব জলধর জলধি লহরে শুনি হে তোমার গভীর নিঃস্বন ;
তরুলতা শিরে তটিনী নীরে হেরি হে তোমার সুধীর কম্পন,
পর্ব্বতে প্রান্তরে দিগ্‌দিগন্তরে তোমার রূপের মধুর স্ফূরণ ;
বিহঙ্গ-কুজনে মৃদু সমীরণে শুনিহে তোমার ললিত লপন,
শারদ অম্বরে পূর্ণ শশধরে হেরি হে তোমার হাস্য বিমোহন ;
সরসীর জলে ফুল্ল শতদলে হেরি হে তোমার রাতুল চরণ,
সতীর যৌবনে পতি-সম্মিলনে হেরি ও চরণে আত্মসমর্পণ ;
প্রসূতির স্তনে ক্ষীর নির্ঝরণে হেরি তব প্রেম-অমৃতক্ষরণ,
শিশুর বদনে স্নেহের চুম্বনে তোমার বাৎসল্য প্রেমের প্লাবন ;
বন্ধুত্ব-প্রণয়ে প্রাণ বিনিময়ে হেরি হে তোমার প্রেম-আলিঙ্গন;
প্রেমিক নয়নে অশ্রু-প্রস্রবণে প্রতিবিম্বিত হে তব প্রেমানন,
জীবনে মরণে কাতর পরাণে ও রাঙ্গা চরণে করি নিবেদন,
যেন ও মাধুরী মন প্রাণ ভরি হেরি হয় হে হরি আত্ম-বিস্মরণ ॥১৩॥

২০শে মাঘ, ১৩২৪

ঝিঁঝিট—একতালা ।

মধুর বাসন্তী পূর্ণিমা দিনে মাধুরীময় শ্রীবৃন্দাবিপিনে
ব্রজাঙ্গনাগণ রাধারাণী সনে ঘিরেছে অনঙ্গ মোহনে গো,
কুঙ্কুম কস্তুরি অঞ্জলি ভরিয়া মনোসুখে শ্যাম অঙ্গে মাখাইয়া
নবীন লাবণ্যভাতি নিরখিয়া প্রেমানন্দে যায় ভাসিয়া গো,

অরুণ-রঞ্জিত সুনীল গগন জিনি শোভা বিশ্ব ভুবন ভুলন
অপরূপ আহা মরি অতুলন যোগিজন মনোমোহন গো,
সুচিকণ শ্যাম কুঞ্চিত কুন্তল আবিরে আবৃত করে ঝলমল
সিন্দুর শোভিত যেন ভৃঙ্গদল বেষ্টিত বদনকমল গো,
রাঙ্গা চূড়ামাঝে রাঙ্গা শিখিপাখা রাঙ্গা ভালে রাঙ্গা অলকা তিলকা
আঁখি অরুণিমা নাহি যায় দেখা রাঙ্গা রঙে ঢাকা গিয়াছে গো,
রাঙ্গা মুখে আজ নাহি ধরে হাসি রাঙ্গা হাতে শোভে রাঙ্গা মোহন বাঁশী
রাঙ্গা গলে শোভে রাঙ্গা ফুলরাশি কালশশী রাঙ্গা হয়েছে গো,
রাঙ্গা ধটি শোভে রাঙ্গা কটি'পরি রাঙ্গা নুপূর বাজে মধুর ঝঙ্কারি
রাঙ্গা চরণ দুটি এস বুকে করি আনন্দে আপনা পাশরি গো ॥৬৪॥

১৩ই চৈত্র পূর্ণিমা ১৩২৪

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

ও রাঙ্গা চরণ প্রান্তে কোটী কোটী জনমান্তে
দাঁড়ায়েছি প্রাণকান্ত! একান্ত বাসনা কবি,
চাহিবে কৃপা-নয়নে কাঙ্গালের মুখপানে
ও আঁখি অমিয় জ্যোতিঃ হেরিব পরাণ ভরি;
অনিমেষে চাহি রব প্রাণান্তে কিছু না কব
নিরখিব শুধু তব মোহন রূপমাধুরী;
ও মুখে মধুর স্মিত হেরিতে তৃষিত চিত
হাসিমুখে চাহ নাথ! জনম সফল করি,
হেরিতে হেরিতে যেন তব হাস্য বিমোহন
পদে সঁপি প্রাণ মন হরি হরি বলে' মরি ॥৬৫॥

২৬শে বৈশাখ ১৩২৫

ঝিঁঝিট—একতালা

মধুর মাধবী পৌর্ণমাসী গগনে মধুর চাঁদের হাঁসি
মোহনিয়া মুখে মোহন বাঁশী মধুর মধুর বাজিছে গো।
নিশীথে নিভৃত নিকুঞ্জমাঝে সেজেছেন শ্যাম কুসুম সাজে
হেরি সে মোহন মাধুরী লাজে কুসুম-সায়ক মরেছে গো,
প্রফুল্ল মল্লিকা মালতী যুথিকা চামেলী চম্পক কুন্দ শেফালিকা
যতনে তুলিয়া যতেক গোপিকা শ্যামাঙ্গে পরায়ে দিয়াছে গো,
মোহন চূড়ায় মালতী গুচ্ছ ঢেকেছে নীলিমা ময়ূর পুচ্ছ
কোটী শশীকাঁতি করিয়া তুচ্ছ উজল মধুর শোভিছে গো,
আধ বিকসিত চম্পক কুন্তল শ্রবণ যুগলে করে ঝলমল
কপালে বকুল-খচিত কুন্তল মৃদুল পবনে উড়িছে গো
ললাটে চন্দন অলকা তিলকা ফুলসাজে আর নাহি যায় দেখা
সুচারু গ্রথিত মল্লিকা-কলিকা সারি সারি সারি শোভিছে গো
গলে বনফুল-মালা সুচিকণ অতি অপরূপ জ্যোতি অতুলন
যোগিজন মন ভুবন ভুলন বিনোদ বিনোদ দুলিছে গো
ফুলের মুরলী প্রফুল্ল বদনে মাঝে মাঝে বাজে সুমধুর তানে
শ্যামের অধর অমৃত সিঞ্চনে জগত প্লাবিত করিছে গো
কটিতটে ঝুলে ফুলের ঝালর কুসুম রচিত ধটী মনোহর
চরণ যুগলে ফুলের নুপূর নীরব সঙ্গীতে বাজিছে গো
বিচিত্র নির্ম্মিত ফুলের দোলনে বসাইয়া রাধা মদনমোহনে
গোপীগণ সবে অতৃপ্ত নয়নে যুগল মাধুরী হেরিছে গো
চল চল সবে চল ত্বরা করি হেরি গিয়া মন প্রাণ আঁখি ভরি
প্রাণের যুগল কিশোর কিশোরী চরণে জীবন সঁপিয়ে গো ॥৬৬॥

১১ই জ্যৈষ্ঠ ফুলদোল ১৩২৫

বেহাগ—আড়া।

বাঁশী বাজাও হে জোরে,
আর কোন রব যেন প্রাণে না পশিতে পারে
সুমধুর বংশীধ্বনি জাগ্রত স্বপনে শুনি
আপনা পাশরি যেন থাকি হে সদা বিভোরে,
বিরাট বিশ্বজগত যে ধ্বনি শুনি সতত
আনন্দেতে উনমত ঘুরে ঘুরে নৃত্য করে,
সে বংশীরবে মোহিত আকুল আত্মবিস্মৃত
থাকি যেন সমাহিত চিরজন্ম জন্মান্তরে
বংশীধারী এই কর সব রবের ভিতর
তব বাঁশী নিরন্তর বাজে যেন সমস্বরে
মোহন মুরলী গীত নিশিদিন নিনাদিত
হয় যেন প্রাণনাথ! মম শ্রবণ বিবরে
শুনিতে শুনিতে বাঁশী যেন ও চরণে মিশি
এই ক'র কলোশশী এ কাঙ্গালে দয়া ক'রে ॥৬৭॥
১৪ই শ্রাবণ ১৩২৫

ঝিঁঝিট—একতালা।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রং নন্দহৃদয় নন্দনম্
গোপীজনজীবনধন-বৃন্দাবিপিনচারিণম্;
ভানুকোটিবিম্বিততনুমিন্দুকোটিনির্ম্মলম্
কোটিমদনদর্পদহনবদনকান্তিমুজ্জলম্;
ইন্দীবরনিন্দিতরুচিশ্যামলমতিশোভনম্
বিশ্বভুবনপ্রাণরমণনয়নজ্যোতি মোহনম্

কুন্তলশোভিগণ্ডযুগলমরুণাধরপল্লবম্
মধুরমুরলীধ্বনিবিমোহিতযোগিজনপ্রাণবল্লভম্
শিরসি শিখিপুচ্ছচন্দ্রমণ্ডিতচারুচূড়কম্
উরসি বনকুসুমমালাধারিণং মনোহারিণম্
কটিতটধৃতপীতবসন চুম্বিতপাদপঙ্কজম্
শিবপুরন্দরবিরিঞ্চিবাঞ্ছিতচরণনূপুরনিক্কণম্ ;
বন্দে শ্রীযমুনাপুলিনকুঞ্জবনবিহারিণম্
কালীয়নাগদমনম্শ্রীগোবর্দ্ধনধারিণম্ ;
শ্রীরাসমণ্ডলমধ্যগং শ্রীরাধিকাসমন্বিতম্
বন্দে যুগলকিশোরচরণদ্বন্দং সুসমাহিতম্ ॥৬৮॥

১লা ভাদ্র, ১৩২৫

সিন্ধু ভৈরব—একতালা।

হৃদয় দ্বাদশদলে ফুল্ল-শতদলমুখী
(এসে) দাঁড়াও মা দশভুজে দশেন্দ্রিয় রুদ্ধ করি
প্রাণের মাঝে সঙ্গোপনে পূজি পরম যতনে
(তোমার) প্রাণ-জুড়ান পা দু'খানি রাখিব মা বুকে করি
নীরবে চাহিয়া রব প্রাণান্তে কিছু না কব
(আমি) আঁখি ভরি নিরখি ও প্রেমমুখ মাধুরী
মোহন মধুর স্মিত হেরি জুড়াইব চিত
(আমি) হইব আত্মবিস্মৃত অতীত সব পাশরি
তুমি আর আমি রব লয় পাবে আর সব
(তখন) মায়ে পোয়ে এক হ'য়ে থাকিব দিবাশর্ব্বরী
প্রেমময়ি! মা আমার হৃদে এস একবার
(আমি) প্রাণভ'রে বুকে ক'রে জনম সফল করি ॥৬৯॥

সপ্তমী পূজা ২৫শে আশ্বিন ১৩২৫

ঝিঁঝিট—একতালা।

অনন্ত অখণ্ড শ্রীরাস মণ্ডল অসংখ্য শশাঙ্ক উজল গো
তার মাঝে রাজে প্রেম ঢল ঢল নবল কিশোর যুগল গো
সেরূপ মোহন মাধুরী নেহারি গ্রহ তারাগণ আপনা পাশরি
অনিমেষ আঁখি দাঁড়ায়েছে ঘেরি বিমল আনন্দে বিহ্বল গো
ভূধর নির্ঝর তটিনী সাগর তরু লতা গুল্ম জঙ্গম স্থাবর
প্রেমানন্দ ভরে নীরব নিথর এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সকল গো
যা আছে যেখানে নিখিল ভুবনে চেয়ে আছে সবে চকিত নয়নে
প্রাণভরি হেরি পরাণ-রমণে করিছে জনম সফল গো
বিরিঞ্চি নারদ শিব পুরন্দর বক্ষে বহে প্রেম-অশ্রু দরদর
হেরি অভিনব রূপ মনোহর নব জলধর শ্যামল গো
যোগী ঋষি দেব অপ্সর কিন্নর গন্ধর্ব্ব চারণ সিদ্ধ বিদ্যাধর
পিশাচ দানব যক্ষ রক্ষ নর অপূর্ব্ব উল্লাসে উছল গো
ডালে ব'সে সুখে হেরে শুক শারী গ্রীবা উচ্চ করি ময়ূর ময়ূরী
নীরবে ভ্রমিছে ভ্রমর ভ্রমরী ঘেরিয়া চরণ কমল গো,
ষড় ঋতু সবে একত্রে বিরাজে সেজেছে প্রকৃতি সুমধুর সাজে
ত্রিভুবন ত্যজি পলায়েছে আজি মদন আতঙ্কে আকুল গো
সুরভি কুসুম কুঞ্জে কুঞ্জে ফুটিয়াছে আজি পুঞ্জে পুঞ্জে
প্রাণ মনোরম পুণ্য পরিমলে স্বরগ মরত ভরল গো
কৃমিকীট মীন কুর্ম্ম সরীসৃপ পশু বিহঙ্গম পতঙ্গ পন্নগ
জগত মাঝারে আছে যত জীব রাস-রসে সবে মাতল গো
স্মরি সে বিচিত্র লীলার মাধুরী হিয়া মাঝে হেরি শ্রীরাসবিহারী
যুগল চরণে লওগে শরণ পরাণ করিয়া সরল গো
জীবে জড়ে সবে দেখিবে তখন অমল উজল সেরূপ চিদ্ঘন
প্রকৃতি পুরুষ অভেদ মিলন হৃদয় হইবে শীতল গো ॥৭০॥

৩০শে কার্ত্তিক, রাসযাত্রা, ১৩২৫

বেহাগ—আড়া।

কারে ভাবরে আপন ?
ভুলিয়া আপন জনে হ'য়েছ হতচেতন ;
বিষম মায়ার ঘোরে আছরে সদা বিভোরে
ভুলেও না ভাব তাঁরে যে তব প্রাণরমণ ;
ভালবাসে যে তোমারে কভু না ভাবরে তাঁরে
অনিত্য প্রেমেতে ভুলে জ্ব'লে মর আজীবন
সতত হারায়ে যাঁরে ভ্রম তুমি হা হা ক'রে
তিনি যে হৃদিমাঝারে বিরাজেন সর্ব্বক্ষণ ;
প্রাণে প্রাণে সঙ্গোপনে সে প্রিয় প্রাণরমণে
বাঁধি প্রেম-আলিঙ্গনে রাখরে করি যতন ;
যাদের ভাবি আপন ভুলেছ আপন জন
তারাই দহে জীবন তুষানলে অনুক্ষণ ;
তাই বলি প্রাণমন সঁপি কর'রে স্মরণ
যে তোমার প্রাণধন আপন হ'তে আপন ॥৭১॥

৭ই অগ্রহায়ণ ১৩২৫

ঝিঁঝিট—একতালা।

শুধু তুমি আছ আর আছি আমি নাথ !
আর কেহ নাই এ বিশ্ব মাঝারে,
যেখানে যখন ফিরাই নয়ন
সেইখানে হেরি বঁধু হে তোমারে ;
ভুবন গগনে চেতনাচেতনে
তোমার মোহন মধুরিমা স্ফুরে,
দর্শন স্পর্শনে শ্রুতি স্বাদ ঘ্রাণে
রসময় রূপে আছ স্তরে স্তরে ;

জাগ্রত স্বপনে সুষুপ্তি গহনে
তোমা ছাড়া নহি নিমেষের তরে,
জীবনে মরণে পুনরাগমনে
চিরসাথী তুমি জন্মজন্মান্তরে;
সতত যতনে অতি সঙ্গোপনে
তাই তোমাধনে রাখি বুকে ক'রে,
পরাণ-রমণ এ মধু মিলন
ভুঞ্জি যেন নাথ! মনপ্রাণ ভ'রে ॥৭২॥

৮ই মাঘ, ১৩২৫

কীর্ত্তনের সুর।

প্রাণের দর্শন প্রাণের মিলন হয় সদা প্রাণে প্রাণে,
সে প্রাণ-রমণ মিলন মাধুরী বলিব বল কেমনে?
প্রাণেশ-নয়নে মিলিলে নয়ন আমাতে কি আমি থাকি?
আঁখি-প্রতিঘাতে আত্মহারা হ'য়ে বিশ্বময় তাঁরে দেখি,
মুদি বা তখন মেলি বা নয়ন সেই হাঁসিমাখা আঁখি
হেরি মহাসুখে মধুর চমকে বিভোর হইয়া থাকি,
আঁখিতে আঁখিতে থাকিতে থাকিতে যেন হে সঁপিতে পারি
তনু মন প্রাণ ও রাঙ্গা চরণে পরাণ-রমণ হরি ॥৭৩॥

৩০শে চৈত্র, ১৩২৫

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

"যা কর হে নাথ!" ব'লে ঝাঁপ না দিলে অকূলে
অকূলের কাণ্ডারী হরি মিলেনারে মূঢ় মন,
সতত "হে নাথ!" ব'লে ভাসে যে নয়ন-জলে
তার অশ্রু মুছাইতে আসেন প্রাণরমণ,
প্রাণ না ব্যাকুল হ'লে প্রাণেশে কভু কি মিলে?

ভাসা ডাকে সে না ভোলে অন্তরযামী যে জন,
তাই বলি ওরে মন সরল করি পরাণ
"হা নাথ" "হা নাথ" বলি সতত কর ক্রন্দন,
তা হ'লে তোমার যিনি প্রাণের পরশমণি
এখনি আসিয়া তিনি করিবেন আলিঙ্গন ॥৭৪॥

১লা বৈশাখ, ১৩২৬

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

'মা' ব'লে এসেছি ভবে 'মা' ব'লে কাল কাটাইব
অন্তিমে 'মা' বলে আবার মার কোলে গিয়া উঠিব,
'মা' ব'লে উঠিব প্রাতে সারাদিন 'মা' 'মা' বলিব
নিশীথে 'মা' ব'লে কেঁদে মায়ের কোলে ঘুমাইব,
খেতে শুতে পথে যেতে 'মা' বলিব দিনে রেতে
'মা' নাম অমৃত-স্রোতে সতত সুখে ভাসিব,
'মা' ব'লে হাসিব সুখে মা বলে কাঁদিব দুঃখে
সুখে দুঃখে সর্ব্বকালে 'মা' বলে প্রাণ জুড়াইব
আনন্দ উৎসব দিনে বল্‌ব না 'মা' বোল বিনে
'মা' নামে মাতিয়া নিজে জগজ্জনে মাতাইব,
বিপদে বিষাদে শোকে ব্যাকুল প্রাণে ডাক্‌ব মাকে
'মা' নামে বিহ্বল হ'য়ে সব দুঃখ পাশরিব,
মায়ে পোয়ে মাখামাখি প্রেমে অবিচ্ছিন্ন থাকি
প্রাণ খুলে 'মা' ব'লে ডাকি মায়ের পায়ে মিশাইব ॥৭৫॥

২৪শে বৈশাখ, ১৩২৬

বেহাগ—কাওতালী।

তারকা-মল্লিকা-মালা রচিত বিচিত্র দোলা
পূর্ণেন্দু-খচিত দিব্য রত্নসিংহাসন,
তদুপরি বসি হরি সুখে বাজান বাঁশরী
মৃদুল দোলনে দুলি ভুবনমোহন ;
প্রকৃতি সুন্দরী আজি বিবিধ কুসুমে সাজি
প্রাণ ভরি হেরি প্রিয় পরাণ-রমণ
ল'য়ে ফুল্ল ফুলরাশি প্রেম-রসোল্লাসে ভাসি
সাজান প্রাণেশে কত করিয়া যতন ;
মাথায় মালতী হার কর্ণে দেন কর্ণিকার
কৃষ্ণচূড়া গুচ্ছে চূড়া করেন বন্ধন,
বনমালা দেন গলে কদম্ব বাহু যুগলে
যুথিকা-বলয়ে কর করেন বেষ্টন
কটিতে চম্পকদাম নয়ন-প্রাণাভিরাম
পাদপদ্মে হৃদিপদ্ম করেন অর্পণ
সাজায়ে কুসুম সাজে লীলাময় রসরাজে
ফুলদোল দিনে আজি করেন দর্শন ;
এস এস এস সবে যেখানে যে আছ ভবে
মাতিয়া প্রণব-তানে হের অনুক্ষণ,
বিশ্ব-কেন্দ্র সিংহাসনে দোদুল্যমান দোলনে
প্রকৃতি পুরুষ দোঁহে অপূর্ব্ব মিলন ॥৭৬॥

৩১শে বৈশাখ, ১৩২৬, পৌর্ণমাসী

খাম্বাজ—চৌতাল

তোমার মধুর মঙ্গল জ্যোতি অতি সমুজ্জ্বল
আঁধার হৃদয়-আকাশে হে বিকাশ আমার প্রাণেশ হে,
তুমি হে আমার প্রাণের প্রাণ তুমি হে সাধন ভজন ধ্যান
তুমি হে জ্ঞান-আনন্দ ধাম প্রেমময় পরমেশ হে,
গাহিতে গাহিতে তোমার নাম শ্রীপদে সঁপিয়া সকল কাম
হেরি তব জ্যোতিঃ প্রাণাভিরাম হয় যেন মম শেষ হে ॥৭৭॥

২৬শে আষাঢ়, ১৩২৬

ললিত—আড়া

সারা নিশি আছি বসি ও মুখশশী চাহিয়া
তুমি না চাহিলে নাথ। নিশি গেল পোহাইয়া,
দেখিতে দেখিতে কত জনম হইল গত
অনিমেষে আছি ব'সে দেখ হে আঁখি মেলিয়া,
চাহি তব মুখপানে যে যাতনা সহি প্রাণে
সে কথা আর কেবা জানে কারে বা জানাব গিয়া
প্রাণ সঁপি রাঙ্গা পদে জীবন যাপিনু কেঁদে
আর কত কাল বল নিয়ত জ্বলিবে হিয়া,
হাঁসিমুখে একবার চাহ প্রাণেশ আমার
আঁখিতে মিলিলে আঁখি যাব হে সব ভুলিয়া,
নয়ন না ফিরাইব নিমেষ নাহি ফেলিব
'হাঁসিমাখা মুখ হেরি চরণে যাব মিশিয়া ॥৭৮॥

২রা শ্রাবণ, ১৩২৬

ঝিঝিট—একতালা।

তোমার চরণ শরণ আমার তুমি হে আমার প্রাণের প্রাণ
তোমার মোহন রূপ অতুলন হেরিলে অমনি হারাই জ্ঞান,
তুমি হে প্রাণের পরশ-রতন কোটী জনমের সাধনাব ধন
বুকে ক'রে রাখি কবিয়া যতন তুমি রসময় অমিয়-খান,
তুমি হে আমার জীবন আধার তুমি হে পরাণ-বঁধুয়া আমার
ও রাঙ্গা চরণে জীবনে মরণে সদা আছে বাধা আমার প্রাণ,
তুমি হে আমার ভজন পূজন তুমি হে আমার জপ তপ ধ্যান
স্মরণ চিন্তন তুমি নিশিদিন তোমা বিনা আমি না জানি আন,
তব সুধামাখা নাম অনুক্ষণ শ্রবণ কীর্ত্তন আনন্দে মগন
থাকি যেন নাথ। আমি আজীবন প্রেমানন্দে সদা করি হে গান,
ও রাঙ্গা চবণ দেখিতে দেখিতে মধুমাখা নাম গাহিতে গাহিতে
প্রেম-অশ্রুনীরে ভাসিতে ভাসিতে হয যেন মম দেহাবসান ॥৭৯॥

৭ই শ্রাবণ, ১৩২৬

কীর্ত্তনের—সুর।

(আমি) দেখিতে শুনিতে বলিতে কহিতে
ভাল যাহা চাহি তাহা হে
(তুমি) দেখিয়া শুনিয়া ভাবিয়া বুঝিয়া
দাও তাহা ভাল যাহা হে
(আমি) চাহিলে মাকাল দাও হে রসাল
ক্ষার চেলে দাও মধু হে,
(আমি) ইহ পরকালে চির-হিতকারী
প্রিয়তম প্রাণবঁধু হে;

(আমি) তোমারে ভুলিয়া আছি চিরকাল
এ দিকে ও দিকে চাহি হে,
(তুমি) অনিমেষে নাথ মোর মুখ চেয়ে
দিবানিশি আছ বসি হে,
(আমি) সব তেয়াগিয়া তোমার লাগিয়া
কবে বা পাগল হব হে,
(আর) ও মুখ চাহিয়া আপনা ভুলিয়া
বিভোর হইয়া রব হে ॥৮০॥

১১ই ভাদ্র ১৩২৬

কীর্ত্তনের—সুর ।

তোমার চরণে শরণ লইনু
ছাড়িনু বাসনা সব
বিপদ সম্পদ যখনি যা' দিবে
হৃদয় পাতিয়া লব :
দুঃখ শোক তাপ ও মুখ চাহিয়া
নীরবে সকলি সব.
ত্রিতাপ-অনলে মরিলেও জ্বলে'
কখন কিছু না কব :
সুখ শান্তি যদি দাও দয়া ক'রে
আনন্দে মগন হব.
প্রেম আঁখিনীরে সতত সিঞ্চিব
ও দু'টি চরণ তব ;
আজ হ'তে নাথ অকৃত অধমে
দাও হে জীবন নব.
•জীবনের ভার অকাতরে আমি
হাসিমুখে সদা রব ॥৮১॥

১২ই ভাদ্র ১৩২৬

খাম্বাজ—চৌতাল।

গাওরে গাওরে নাম প্রাণাভিরাম প্রেমধাম,
যে নামে সবার পূরে সব কাম প্রেমানন্দভরে নয়ন ঝরে,
যে অমিয় নাম শ্রবণে পশিলে ভবভয় জীব সব যায় ভুলে
অবিরাম নাম গাহ প্রাণ খুলে হরে কৃষ্ণ হরে রাম হরে হরে,
তারক ব্রহ্ম নাম শিবের সেবিত দিবস রজনী জপ অবিরত
শ্রীচরণ ধ্যানে থাকি সমাহিত শ্রীরূপমাধুরী হৃদয়ে ভাবরে,
নামে রূপে হরি সদা বিরাজিত সমভাবে মাখামাখি ওতঃপ্রোত
ভেদজ্ঞান ছাড়ি ভাবরে সতত সে মোহন রূপ নামের ভিতরে,
বদনে ও নাম বলিতে বলিতে আঁখি-বারি যবে নারিবে বারিতে
প্রাণেশ অমনি আসিয়া ত্বরিতে আদরে তোমারে সবে বুকে ক'রে
তোমাতে তাঁহাতে হইবে তখন নামের বন্ধনে প্রেমের মিলন
নাম নামী তুমি এ বিশ্বভুবন ডুবিবে মাধুর্য্য রসের সাগরে ॥৮২॥

১৩ই ভাদ্র, ১৩২৬

খাম্বাজ—ঠুংরি।

এ বিশ্ব মাঝারে অন্তরে বাহিরে
যখন যে ধারে ফিরাই নয়ন,
তাহার ভিতর হেরি নিরন্তর
তোমার মধুর মৃদুল দোলন;
শশাঙ্ক তপনে উদয়াস্তমনে
হেলিছ দুলিছ ভুবন মোহন,
জলধি-লহরে সমীরণ ভরে
দোল লীলাময় সুখে অনুক্ষণ;

অনন্ত গগনে মেঘ-চক্রমণে
বিচিত্র দোলনে দোল নিরঞ্জন,
তটিনী-সলিলে হ্রাসবৃদ্ধিছলে
অবিরাম তুমি দোল অতুলন ;
কিশলয় শিরে সুধীর সমীরে
দোল ধীরে ধীরে পরাণ-রমণ,
জীবের শ্বসনে হৃদয়-স্পন্দনে
সতত ঢুলিছ জগত-জীবন ;
ধমনী ভিতরে শোণিত সঞ্চারে
আঁখি অগোচরে দোল নারায়ণ .
জীবনে মরণে পুনরাবর্ত্তনে
জীবরূপে তব সতত দোলন ;
ঢুলাল তোমারি লীলার মাধুরী
যেন হে নেহারি হৃদে নিশিদিন :
জাগ্রত স্বপনে সুষুপ্তি গহনে
যেন তোমা সনে ঢুলি অনুক্ষণ ॥৮৩॥

১৬ই ভাদ্র, ১৩২৬

বেহাগ—আড়া।

কেন ভাব ওরে মন ?
ভবের ভাবনা যত সব অকারণ ;
সকলি অনিত্য ভবে কিছুই নাহিক রবে
কেন অত ভাব তবে বসি অনুক্ষণ ;
যা' হ'বার তাই হবে ভেবে তুমি কি করিবে
ভাল মন্দ সবই সবে যা আসে যখন ;

পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলে সুখ দুঃখ যাহা মিলে
সকলি সহাস্য মুখে করিবে বহন ;
সুখে বা দুঃখেতে থাক প্রাণনাথে ভুলনাক
সতত ভাবরে তাঁর রাজীব চরণ ;
সে পদে সব ভাবনা সঁপিলে আর হবে না
আসিতে ভাবিতে ভবে ফুরালে জীবন ॥৮৪॥

২৪শে ভাদ্র, ১৩২৪

ঝিঝিট—একতালা।

তুমি হে আমার তুমি হে আমার তুমি হে আমার আমার হে
তুমি হে আমার সরবস ধন তুমি হে আমার আমার হে,
তুমি হে আমার দেহ বুদ্ধি মন তুমি হে আমার স্বরূপ চিদ্ঘন
জনম মরণ পুনরাগমন তুমি হে আমার আমার হে,
তুমি হে আমার দর্শন স্পর্শন তুমি হে আমার শ্রবণ চিন্তন
তুমি হে আমার ঘ্রাণ আস্বাদন তুমি হে আমার আমার হে,
তুমি হে আমার প্রতি রোমকূপে জড়ায়ে রয়েছ প্রিয়তম রূপে
তোমার অমিয় আলিঙ্গন সুখে অবশ চেতন আমার হে,
তুমি হে আমার শয়ন স্বপন জাগ্রতে তুমি হে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান
সুষুপ্তিতে প্রেমময় প্রাণারাম মধুর মোহন আমার হে,
তুমিহে আমার আমিহে তোমার তোমা আমা বিনা কেহ নাহি আর
এ বিশ্ব সংসার সব একাকার অভেদ মুরতি তোমার হে,
তোমাতে আমাতে এ চির মিলন হয় যেন অনুভূতি অনুক্ষণ
ও রাঙ্গা চরণে এই নিবেদন পরাণ রমণ আমার হে ॥৮৫॥

২৫শে ভাদ্র, ১৩২৬

কীর্ত্তনের সুর।

(আমি) আজীবন ডাকি আকুল পরাণে
তুমিত আমারে ডাকিলে না,
(আমি) অনিমেষে চেয়ে আছি মুখপানে
তুমি ত ফিরিয়া চাহিলে না,
(আমি) দিবানিশি কাঁদি হৃদয়-বেদনে
তুমিত বেদনা বুঝিলে না,
(আমি) মরম-কাহিনী কতই কহিনু
তুমিত কিছুই শুনিলে না,
(আমি) বিষের জ্বালায় জ্বলিয়া মরিনু
তুমিত সে জ্বালা জানিলে না.,
(আমি) আর না ডাকিব আর না কাঁদিব
আর মুখপানে চাহিব না.
(আমি) মরম-বেদনা আর না জানাব
মুখ ফুটে কিছু কহিব না,
(আর) তোমার উপরি অভিমান করি
গুমরি গুমরি মরিব না.
(শুধু) সুমরি সুমরি ও মুখ-মাধুরী
আন কথা মুখে আনিব না,
আর চরণ দু'খানি হৃদয়ে ধরিব
প্রাণান্তেও কভু ছাড়িব না ॥ ৮৬ ॥

১লা আশ্বিন, ১৩২৬

ঝিঁঝিট—একতাল।

তোমার অমিয় মধুর মিলনে বিভোর ভুবন গগন হে
স্থাবর জঙ্গম চেতনাচেতন সবাই আনন্দে মগন হে
তোমার অমল উজল আনন বুকে করি সুখে ভাসিছে তপন
শশাঙ্ক সে মুখ-প্রতিবিম্ব হৃদে ধরিয়া করিছে চুম্বন হে,
তব আলিঙ্গন পরশ পাইয়া অঙ্গগন্ধ তব সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া
সমীর হরষে অধীর হইয়া করিছে দিগন্তে ভ্রমণ হে,
তোমার সোহাগে সদা সোহাগিনী কলনাদে মাতি নাচিছে তটিনী
প্রেমরসময়ী মূরতি তোমার হৃদয়ে করিয়া ধারণ হে.
তোমার ও রাঙ্গা চরণ দু'খানি যতনে হৃদয়ে ধরিয়া নলিনী
মাখি অরুণিম বিকাশি সুষমা আমোদে ভরিছে ভুবন হে
প্রেমময় তব প্রেমের সংসারে যে আছে যেখানে সবাই তোমারে
বুকে ক'রি ভাসে সুখের পাথারে ঝরিবে কি মম নয়ন হে ?
নিশিদিন কাঁদি তোমার বিহনে কাতর ব্যথিত বিরহ-বেদনে
হবে না কি মম কভু তব সনে সুচির-বাঞ্ছিত মিলন হে ?
তুমি হে আমার পরাণ বঁধুয়া হৃদয়ে তোমারে রাখিব গাঁথিয়া
হেরিব ওমুখ নয়ন ভরিয়া জুড়াবে তাপিত জীবন হে ॥৮৭॥

২রা আশ্বিন, ১৩২৬

সাহানা—ঝাঁপতাল।

অলক্ষে অননভূতে আছ সর্ব্বভুতে হে ;
তবুত তোমারে নাথ না পারি চিনিতে হে ;
দিবানিশি রবিশশী উজল আঁখিতে হে ;
অনিমেষে চেয়ে আছ আমার পানেতে হে ;

আমি না ফিরাই আঁখি ভুলেও তোমাতে হে ;
মধুর পরশ তব সমীর ছলেতে হে ’
মায়া-অভিভূত আমি না পারি বুঝিতে হে ;
তোমার অমিয় হাসি শারদ শশীতে হে ;
ভ্রমে অন্ধ আমি নাথ না পারি বুঝিতে হে ;
নীরব নিশীথে নাথ। প্রণব-সঙ্গীতে হে .
কত যে ডাক আমারে মধুর ইঙ্গিতে হে :
অবুঝ বধির আমি না পাই শুনিতে হে ;
ঘুমালে শিয়রে বসি থাকহ নিশীথে হে :
জাগায়ে চলিয়া যাও আমি না জাগিতে হে ;
চিরদিন লুকোচুরী হয় কি করিতে হে ;
একবার দেখা দাও জীবন থাকিতে হে ;
রাখিব তোমারে আমি আঁখিতে আঁখিতে হে ;
এ তনু ত্যজিব মুখ দেখিতে দেখিতে হে ॥৮৮॥

৪ঠা আশ্বিন ১৩১৫

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

কত শত জন্ম ভবে করিলাম আনাগোনা
কখন'ত তোমা সনে হ'ল না হে দেখাশোনা,
আসি যাই বারে বারে কভু না দেখি তোমারে
ও মুখ না হেরে নাথ! এবার আর যাইব না,
দুঃখ তাপ দাও যত তাতে না হব বিরত
সতত ডাকিব নাথ! দেখি দেখা দাও কি না,
এ জন্মে নয় জন্মান্তরে পাব দেখা মনে ক'রে
প'ড়েছি বাইশ ফেরে এবারে আর ছাড়িব না,

কাঁদিব ব্যাকুল প্রাণে দেখিব থাক' কেমনে
দেখা না পাইলে তব কিছুতেই থামিব না,
নিমেষের তরে দেখা পেলে তব প্রাণসখা
চিরসাধ পূর্ণ হবে এ ভবে আর আসিব না,
ও প্রেম-মূরতি তব হৃদয়ে গাঁথি' রাখিব
পলকের তরে নাথ! পলাতে আর পারিবে না,
তোমারে ধরিয়া বুকে বিভোর থাকিব সুখে
কথা না সরিবে মুখে নয়ন আর ঝরিবে না ॥৮৯॥

৫ই আশ্বিন, ১৩২৬

ঝিঁঝিট—একতালা।

তোমারি দেওয়া দেহ মন প্রাণ তোমারি দেওয়া জ্ঞান
তোমারি দেওয়া রসনায় সদা করি তব নাম গান,
তোমারি দেওয়া শ্রবণে শুনিহে তব সুধাময় নাম
তোমারি দেওয়া হৃদয়ে ধরিহে মূরতি প্রাণাভিরাম,
তোমারি দেওয়া জীবনে মরণে তুমি হে মঙ্গলধাম
তোমারি ও দুটী রাজীব চরণে সঁপিনু সকল কাম,
ওহে মম প্রিয়তম প্রাণনাথ নবীন জলদশ্যাম
শেষের সেদিনে দেখা দিও দীনে নাথ ওহে প্রেমধাম ॥৯০॥

৯ই আশ্বিন, ১৩২৬

ঝিঁঝিট—একতালা।

তোমারে নারিনু করিতে আমার নারিনু হইতে তোমার
এরে ওরে তারে করিনু আমার হইনু এর ওর তার,
যারে দেখি তারে জড়ায়ে ধরি হে মনে করি আপনার
হো হো ক'রে হাসে দেখে সে আমার বাতুলের ব্যবহার;

সরমে তখন মরমে মরি হে ফিরে আসি ধরি আর
হতাশ পরাণে চারিদিকে হেরি ভীষণ ঘন আঁধার;
এইরূপে নাথ! জনমে জনমে ছলনে ভুলি মায়ার
তোমা ধনে আমি হারায়ে কাঁদি হে বুকে এস একবার;
হৃদয়ে তোমারে রাখিব গাঁথিয়া ছাড়িব না কভু আর
তোমার হইব পরাণ রমণ তোমারে করি আমার॥১১॥

২৩শে আশ্বিন, ১৩২৬

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

অসীম এ বিশ্বমাঝে খুঁজি আমি আজীবন
নিয়ত ব্যাকুল প্রাণে হে নাথ! প্রাণ-রমণ!
রবি শশী তারারাশি একে একে খুঁজে আসি
শেষে আঁখিনীরে ভাসি নীরবে করি রোদন;
আশার ছলনে ভুলে পুনঃ যাই সিন্ধুজলে
ডুবি হে গভীর তলে করি তব অন্বেষণ;
মণিরত্ন মুকুতাদি খুঁজি আমি পাতি পাতি
ভাবি ভাগ্যে পাই যদি আমার হৃদি রতন;
তথা না পেয়ে তোমারে পশি বিজন কান্তারে
ধাই আমি চারিধারে নদনদী উপবন;
সুধাই বিহঙ্গগণে কত কাতর বচনে
"তোরা কিরে পেয়েছিস্ প্রাণেশের দরশন?
কভু হে তোমার তরে আরোহি গিরিশিখরে
খুঁজি আমি স্তরে স্তরে না পেয়ে ঝরে নয়ন;
দেখা দাও একবার হৃদয়-নাথ আমার
নেহারি মুখ তোমার সফল করি জীবন॥১২॥

৩রা কার্ত্তিক, ১৩২৬

ধানশ্রী—একতালা।

তোমার চরণে নামাইনু বোঝা
বুঝে প'ড়ে লহ সব,
তোমার জিনিস তোমারে সঁপিনু
হইনু নাথ হে তব,
কতই জনম ভ্রমিনু ভুবনে
ভার ল'য়ে নব নব,
করমের ভার বহি অনিবার
আর কতকাল বব ?
ভারের বেদনে ব্যথিত পরাণে
নিশিদিন ঘুরি ভব,
মুখ তুলে নাথ তুমি না চাহিলে
কাহার শরণ লব ?
তব প্রেম মুখ হেরি যাবে দুঃখ
আনন্দে মগন হব,
তোমারে ছাড়িয়া আর না যাইব
সাথে সাথে সদা রব ;
ভবের ভাবনা আর না ভাবিব
সকলি ভুলিয়া যাব,
তোমার ও রাঙ্গা চরণ দুখানি
বুকে করি নাম গাব ! ৯৩ ॥

১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৬

খাম্বাজ—আড়াঠেকা ;

কাঁদিতে কাঁদিতে ভবে করেছি মা আগমন
কাঁদিতে কাঁদিতে মাগো কাটিলা গেল জীবন.
কাঁদিতে কাঁদিতে ত্যজি এ ভব যাব যখন
কাঁদিতে হবে মা তোরে আমারে হেরি তখন.
সতত ক'রেছে কত কাল ভুজঙ্গ দংশন
শত স্থানে হেরি ক্ষত ঝরিবে তব নয়ন.
আঁখি মেলি চাহনি মা এ জীবনে কদাচন
নিয়ত জ্বলেছি আমি সহেছি কত বেদন.
অনিমেষে আছি চেয়ে আশা পুষে অনুক্ষণ
অন্তিমে করিয়া কোলে করিবে মুখ চুম্বন.
তা'হলে জুড়াবে জ্বালা আনন্দে হব মগন
বুকে করি রব তব শীতল রাঙ্গা চরণ ।১৪॥

১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৬

রামপ্রসাদী সুর ।

অভয় পদে শরণ নিনু,
(আমি) আজি হ'তে জন্মের মত ও চরণে বিকাইনু ;
পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম ভাল মন্দ সকল কর্ম্ম
(আমি) জয়কালী যা কর ব'লে যুগল পদে সমর্পিনু ;
সাধন ভজন জপ আরাধন জলাঞ্জলি দিয়ে এখন
(আমি) বুকে ক'রে রাঙ্গাচরণ সকল জ্বালা জুড়াইনু ;

কত কোটী জন্ম ধ'রে ঘুরেছি মা কর্ম্মফেরে
(আমি) মজিয়া মায়ার ঘোরে তোমারে মা ভুলেছিনু :
এতদিনে ভুল ভেঙ্গেছে মায়ামোহ কেটে গেছে
এখন মায়ের ছেলে মায়ের কোলে উঠে সুখে গ'লে গেনু ॥৯৫॥

১৯শে অগ্রহায়ণ ১৩১৮

ধানশ্রী একতালা।

(আমায়) যা'দিবে যখন হে প্রাণরমণ
মাথায় করিয়া লব,
(নাথ) সুখ বা সম্পদ দুঃখ বা বিপদ
তোমার আশিষ সব,
(আমি) জীবনে মরণে ও দু'টী চরণে
প্রাণ সঁপি পড়ি রব,
(নাথ) দুঃখ তাপ যত দাও অবিরত
কভু না কাতর হব,
(শুধু) ও মুখ-মাধুরি হৃদি মাঝে স্মরি
সব জ্বালা আমি সব,
(আর) জাগ্রত স্বপনে থাকিব বিভোরে
প্রেমের পাথারে তব,
(নাথ) নেহারি তোমারে থাকিব বিভোরে
নিতুই আনন্দে নব,
(আর) প্রেমরসে মাতি থাকি দিবারাতি
মধুমাখা নাম গাব ॥৯৬॥

১৩ই পৌষ ১৩১৬

কীর্ত্তনের সুর।

(নাথ) তোমার চরণ হৃদে অনুক্ষণ
ধরিবারে চাহে প্রাণ,
(আমি) জাগ্রত স্বপনে জীবনে মরণে
কিছু নাহি জানি আন,
(নাথ) রজনী দিবসে থাকি ভাবাবেশে
করি ও চরণ ধ্যান,
(তবু) নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে আঁখির নিমেষে
হারাই হারাই জ্ঞান,
(তব) মধুর মোহন রূপ অতুলন
স্মরি করি নাম গান,
(আর) দু'টি কান পাতি থাকি দিবারাতি
শুনিতে মুরলী তান,
(পদ) পরশের আশে যেতে তব পাশে
প্রাণ করে আনচান,
(নাথ) বল কতদিনে ও রাঙ্গাচরণে
দয়া করি দিবে স্থান ॥১৭॥

১৬ই মাঘ ১৩২৭

খট্ ভৈরবী—একতালা।

শান্ত দাস্য বাৎসল্য সখ্য মধুর কান্ত
সকল অমিয় রসের সাগর তুমি মম প্রাণকান্ত,
তুমি মম প্রভু পরম দয়াল তুমি হে প্রাণের দুলাল
তুমি প্রিয়তম প্রাণসখা মম তুমি হে পরাণকান্ত,

এ ভবে যা কিছু অমল উজল সুন্দর মধুর মঙ্গল
বিরাজ প্রাণেশ ! সবার ভিতর তুমি অনন্ত সান্ত,
রূপ-রব-রসে আঘ্রাণ-পরশে তোমারে পরাণরমণ
ভুঞ্জি প্রাণ ভরি আপনা পাশরি হয় যেন জীবনান্ত ॥১৮॥
২৫শে আসাঢ় ১৩২৭

বাগেশ্রী—আড়া ।

হাসিমাখা আঁখি দুটি ফুটিয়া উঠিলে প্রাণে
আর কি তৃষিত চিত চাহে কভু আন পানে ?
বিভোর সে ভাবাবেশে প্রেম-অশ্রুনীরে ভাসে
চেয়ে থাকে অনিমেষে নয়ন রাখি নয়নে,
নিশিদিন আনমনে হেরে সে হৃদয়ধনে
চোকে চোকে কহে কথা পরাণ-বঁধুয়া সনে,
হাসে কাঁদে ক্ষণে ক্ষণে আকুল আত্ম-মিলনে
কত পূর্ব্বজন্মস্মৃতি জাগিয়া উঠে পরাণে,
কোটী জন্মান্তর পরে পাইয়া সে প্রাণেশ্বরে
বুকে করি রাখে তাঁরে বাঁধি প্রেম-আলিঙ্গনে ।
৭ই ভাদ্র ১৩২৭

খাম্বাজ—ঠুংরী ।

হরে কৃষ্ণ হরে   হরে কৃষ্ণ হরে
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে,
হরে রাম হরে   হরে রাম হরে
হরে রাম হরে রাম রাম হরে ;

বিভোর অন্তরে সতত জপরে
তারক ব্রহ্মনাম হরে কৃষ্ণ হরে
অক্ষরে অক্ষরে কত সুধা ক্ষরে
প্রেমামৃত ধারা অধরে না ধরে ;
শ্রবণ কীর্ত্তনে আনন্দ-প্লাবনে
ভুবন গগন মন প্রাণ ভরে ;
হরে কৃষ্ণ হরে পাপ তাপ হরে
তাপিত হৃদয় সুশীতল করে ;
হরে রাম হরে রোগ শোক হরে
ত্রিতাপ-জ্বলন ভব ভয় হরে ;
তাই বলি ওরে মূঢ় মন তোরে
অবিরাম জপ হরে কৃষ্ণ হরে ॥১০০॥

১০ই পৌষ, ১৩১৭

দ্বিভুজ মুরলীধর নবঘন নটবর
হৃদয় কমল'পর এস হে প্রাণরমণ.
সুমধুর হাসি মুখে বাঁশী বাজাও মনোসুখে
মোহন মাধুরী দেখে সফল করি জীবন.
শিরে শোভে শিখি-পাখা ভালে কোটী ইন্দু আঁকা
অরুণ নয়ন বাঁকা ভুবন-মনোমোহন,
অধরে অমিয় হাঁসি চল চল সুধারাশি
অতুল আনন্দে ভাসি স্মরি সে প্রেম-আনন,

অমল উজল জ্যোতি হেরিলে আত্ম-বিস্মৃতি
হৃদয়ে উথলে প্রীতি-পীযুষ রসপ্লাবন,
প্রিয়তম প্রাণসখা একবার দাও হে দেখা
কও কথা মধুমাখা কর প্রেম-আলিঙ্গন,
তোমারে হৃদয়ে ধরি অনিমেষ আঁখি ভরি
হেরি ও রূপ মাধুরি প্রেমে হয়ে নিমগন,
প্রাণে প্রাণে বিজড়িত বাহ্যজ্ঞানবিরহিত,
তোমাতে আত্মরমিত থাকি আমি অনুক্ষণ ॥১০১॥

২৯শে চৈত্র, ১৩২৭

ভৈরবী—মধ্যমান।

কেমনে বলিব কিরূপ কেমন সে,
যাঁহারে স্মরিলে প্রাণ বিভোর হয় আবেশে ;
সে হাঁসিমুখ নেহারি আঁখি নিমীলিতে নারি
চির-পিপাসিত প্রাণে চেয়ে থাকি অনিমেষে ;
সে মুখের মধুবাণী শ্রবণে পশে যখনি
অমিয়-পাথারে আমি অমনি যাই গো ভেসে ;
যবে প্রেম-আলিঙ্গনে বুকে করি প্রাণধনে
আকুল আত্ম-মিলনে বুঝিতে নারি প্রাণেশে ;
মনে করি সদা স্মরি মোহনিয়ার সে মাধুরী
স্মরিতে সব পাশরি আত্মহারা হই শেষে ॥১০২॥

১৫ই বৈশাখ, ১৩২৮

ঝিঝিট—একতালা।

তোমাতে আমাতে চির-মাখামাখি চির-বিজড়িত প্রাণ,
তোমার কোলেতে জনম মরণ চিরসুখে অবস্থান,
তোমার রূপেতে আঁখি দু'টী ভর তোমার সম্ভাষে কাণ,
তব গুণগানে সরস রসনা মুখে নামসুধা পান,
তোমার প্রসঙ্গে সর্ব্বাঙ্গে পুলক নাহি থাকে বাহ্যজ্ঞান,
তোমার চরণ হৃদে অনুক্ষণ প্রেমাবেশে করি ধ্যান,
শয়নে স্বপনে জীবনে মরণে তো বিনা না জানি আন,
তুয়া সনে যেন এ হেন মিলনে দেহ হয় অবসান ॥১০৩।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮

খাম্বাজ—চৌতাল।

তুমি হে প্রাণের ইষ্টদেব প্রাণাভিরাম প্রাণের প্রাণ,
তোমার যুগল চরণ নাথ! আমার সাধন ভজন ধ্যান,
তব রূপ হৃদে জাগে অনুক্ষণ যার প্রতিবিম্ব এ বিশ্ব ভুবন,
তোমার মধুর রসে ভরা প্রাণ রসনায় তব মহিমা গান;
সোহাগ-সিঞ্চিত বচন তোমার শুনিলে জুড়ায় পরাণ আমার,
দু'নয়নে বহে প্রেম-অশ্রুধার স্মরিলে তোমার প্রাণের টান,
নিঃশ্বাস প্রশ্বাস-পবনে আমার অপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গ-সুরভি তোমার
নিত্য অনুভূতি হয় অনিবার আবেগে আকুল হারাই জ্ঞান;
তোমাতে এ হেন থাকি নিমগন জীবনে মরণে হে প্রাণরমণ,
অনিমেষে যেন হেরি অনুক্ষণ হাঁসিমাখা তব ও প্রেম-বয়ান ॥১০৪॥

২০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮

কীর্ত্তনের সুর।

(আমার) সকল রসের তুমি হে রসিক
রসময় হৃদি-রঞ্জন,
(আমি) তোমার মধুর রসের সাগরে
আছি সুখে চির-মগন,
(তুমি) প্রাণের দেবতা প্রাণে আছ গাঁথা
প্রাণনাথ প্রাণরমণ,
(আমার) পরাণে পরাণে মধুর রমণে
ভুলাও ভুবন-মোহন,
(তুমি) জন্মদাতা পিতা স্নেহময়ী মাতা
রূপ ধরি কর পালন,
(আবার) পতি-পত্নীরূপে বুকে করি সুখে
কর হে প্রেম-আলিঙ্গন,
(আমার) প্রাণ-প্রিয়তম সখারূপে তুমি
বাঁধ হে প্রেমের বন্ধন,
(আবার) শিশুরূপ ধরি দু'বাহু পসারি
দাও কত স্নেহ-চুম্বন,
(আমি) সবার ভিতর প্রাণেশ তোমার
হেরি সদা চাঁদ-বদন,
(আর) নয়নে নয়নে রাখি তোমাধনে
বিভোর থাকি অনুক্ষণ ॥১০৫॥

১৯শে শ্রাবণ ১৩২৮

কীর্ত্তনের সুর।

(আমি) যা'দেখি যখন যা'করি পরশ
সবার ভিতর তুমি,
(আমার) ঘ্রাণে আস্বাদনে বিরাজ তুমি হে
হৃদি মাঝে অন্তর্যামী.
(মম) জাগ্রত স্বপনে চিরসাথী তুমি
হৃদয়-বল্লভ স্বামী,
(নাথ) তথাপি তোমারে চিনিতে না পারি
কাঁদিয়া আকুল আমি,
(তুমি) সদা সাথ সাথ আছ প্রাণনাথ
তবু পথহারা ভ্রমি,
(আমি) না দেখি তোমারে অনন্ত আঁধারে
প'ড়ে আছি দিবাযামী,
(নাথ) একবার দেখা দাও প্রাণসখা
চাহ মোর পানে তুমি,
(তোমার) নয়নে নয়ন রাখি অনুক্ষণ
চরণে মিশিব আমি ॥১০৬॥

২০শে শ্রাবণ ১৩২৮

বেহাগ খাম্বাজ—ঠুংরি।

এস হে বস' দু'জনে মম হৃদি-পদ্মাসনে
দু'হু অঙ্গ এক হ'য়ে শ্রীরাধা রাধারমণ,
হিন্দোল মঙ্গলোৎসবে দুটীতে সুখে দুলিবে
হৃদয় স্পন্দনে মম মৃদু মৃদু অনুক্ষণ,

অধরে মধুর হাঁসি আঁখিভরা প্রেমরাশি
হেরি দুঁহু মুখশশী আনন্দে হব মগন,
হৃদি মাঝে প্রাণেশ্বরে প্রাণেশ্বরী কোলে ক'রে
হিন্দোল দোলনে হেরে জুড়াবে পরাণ মন,
শ্বাস প্রশ্বাস পবনে দোলাইব সে দোলনে
দুলাল দুলালী মম হেরিব ভরি নয়ন,
দোল দিয়া প্রাণনাথে আমিও দুলিব সাথে
ঝুলনে ঝুলিব বুকে জড়ায়ে দু'টী চরণ ॥১০৭॥

২রা ভাদ্র ঝুলনযাত্রা ১৩২৮

রামপ্রসাদী সুর :

ঐ রূপে সব রূপ মিশেছে,
যে যার আপন রূপ হারায়ে অপরূপ একরূপ ধ'রেছে,
বিবিধ বিভিন্ন রূপে যে যাহা যেখানে আছে
(-আমার) প্রাণেশের প্রাণভরা রূপে সবাই আত্ম হারায়েছে,
অরূপে স্বরূপ হেরে মনের আঁধার ঘুচে গেছে
(আমার) প্রাণনাথের রূপসাগরে পরাণ মন মজেছে,
স্বরূপ রূপে মাখামাখি প্রেমরসে প্রাণ মজেছে।
(এখন) স্থাবর জঙ্গম বিশ্বভুবন সকল প্রেমময় হ'য়েছে ॥১০৮॥

১২ই ভাদ্র ১৩২৮

ভৈরবী—কাওয়ালী।

(আমায়) সে কত ভালবাসে !
সে কথা স্মরিলে প্রাণ বিভোর হয় আবেশে ;
আমি না ডাকি তাহারে তবু সে ছুটিয়া আসে,
আমি থাকি দূরে দূরে সে ফিরে মোর পাশে পাশে,

আমি তারে আছি ভুলে আমারে ত ভোলেনা সে,
আমি না ফিরাই আঁখি নেহারে সে অনিমেষে,
আমি দোষী শত দোষে তবু সে মধুর হাসে
বল গো কেমনে ভাল বাসিব মম প্রাণেশে ॥১০৯।

২৫শে ভাদ্র, ১৩১৮

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

ও দুটী রাঙ্গা চরণে সঁপেছি পরাণ মন
আছি হে আপনা ভুলে তোমাতে হ'যে মগন,

অসীম তোমার প্রেম অনুপম অনুক্ষণ
স্মরি আঁখিনীর ভাসি আবেশে যাপি জীবন,

প্রেমমাখা হাঁসিমুখ রূপরাশি অতুলন
প্রাণের নিভৃত কোণে হেরি আমি নিশিদিন,

তুমি হে আমার পানে কত ভালবাসা প্রাণে
দিবানিশি অনিমেষে ফিরাযে আছ নযন,

নয়নে নযনে নাথ! এ হেন মধু মিলন
আজীবন ভুঞ্জি সুখে জীবনান্ত হয যেন,

প্রাণান্তেও প্রাণনাথ! ছাড়িব না শ্রীচরণ
প্রাণের বাসনা পূর্ণ কর' হে প্রাণরমণ ।১১০॥

৯ই পৌষ, ১৩১৮

বাউলের সুর।

প্রেমিকের ভাবগতিক বুঝা দায়
(ও তার) পেটের কথা কেবা পায়?
(ও সে) হাস্যমুখে সদাই থা'কে (ও তার) জ্বলে প্রাণ যাতনায়,
(প্রেমিক) চায না কোন সুখ (প্রেমিক) চায় না কার' মুখ
(সদা) আপন মনে ঘরের কোণে ব'সে কাল কাটায়'
(আর) প্রাণনাথের মুখ হেরে (ওসে) সকল জ্বালা ভুলে যায়;

(প্রেমিক) দুঃখ তাপ যত সহ্য করে সতত
(ও সে) হো হো ক'রে হেসে হেসে জগত মাতায়,
(সদা) প্রাণের মাঝে প্রাণনাথে (ওসে) হেরে আপনা হারায় ;
প্রেমিক বিভোর অন্তরে ব'সে থাকে চুপ করে,
(ওসে) থেকে থেকে প্রাণনাথে ডাকে উভরায়,
(আছে) সহস্রারে চোর কুটুরি (ও সে) সদা বাস ক'রে সেথায়
(প্রেমিক) প্রাণ-রমণে প্রাণে রাখে গোপনে,
(সদা) অনিমেষে প্রেমাবেশে (তাঁর) মুখ পানে চায়,
(আর) প্রাণেশের পা দু খানি (সদা) বুকে ক'রে প্রাণ জুড়ায় !১১১॥

৩রা মাঘ, ১৩২৮

ঝিঁঝিট—একতালা।

আমিহে তোমার তুমিহে আমার তোমা আমা ভরা এ সারা সংসার
তোমার সাকার মূরতি আমি হে তুমি নিরাকার সবার হে,
এ ভবে যা আছে অন্তরে বাহিরে তুমি আছ নাথ সবার ভিতরে
তোমাতে নিখিল জগত নিহিত আমাতে জগত আমার হে,
দরশন স্পর্শন শ্রবণ চিন্তনে যা' দেখি যা' শুনি যা' ভাবি হে মনে
তার মাঝে প্রতিবিম্বিত মধুর মোহন মুরতি তোমার হে,
যা'দের বলি হে আম র আমার পিতা মাতা দারা পুত্র পরিবার
তারা সব প্রেমময় প্রিয়তম ! তোমারি বিবিধ আকার হে,
তোমাতে আমাতে চির বিজড়িত প্রাণে প্রাণে প্রাণনাথ আলিঙ্গিত
হেন অবিচ্ছিন্ন আবেশে বিভোর যায় যেন প্রাণ আমার হে ॥১১২॥

১০ই মাঘ, ১৩২৮

ঝিঁঝিট—একতালা।

সুন্দর হ'তে অতি সুন্দর মধুর হ'তেও মধুরতর
তুমি হে রূপের রসের সাগর আমার প্রাণের ঈশ্বর হে,
তব হাঁসিমাখা বদন মাধুরি আঁখি মুদি হৃদিমাঝে সদা স্মরি.
প্রেমানন্দে ভরি আপনা পাশরি দিবানিশি থাকি বিভোর হে,
সুধামাখা তব সোহাগ বচন শুনিলে জুড়ায় তাপিত জীবন
প্রাণে হয় প্রবাহিত অনুক্ষণ অপূর্ব্ব অমিয় নির্ঝর হে,
স্মরিলে পরাণ-জুড়ান পরশ পুলকে সর্ব্বাঙ্গ হয় হে অবশ
চিত আকুলিত মধুর হরষ-আবেশে প্রাণেশ আমার হে
তোমার অসীম প্রেম অনুপম সতত মরমে জাগে প্রিয়তম
অনন্ত মিলন কবে হ'বে মম ও রাঙ্গা চরণে তোমার হে ॥১১৩।

২৭শে মাঘ. ১৩২৮

সিন্ধুড়া—একতালা।

(আমার) এ ক্ষীণ তনুতে অণুতে অণুতে
তুমি হে বিরাজমান,
(তুমি) প্রতি রোমকূপে প্রাণভরা রূপে
আছ সদা অধিষ্ঠান;
(আমার) উঠিতে বসিতে নড়িতে চড়িতে
হেন হয় অনুমান,
(যেন) তুমি নাথ! মোরে কর প্রাণ ভ'রে
প্রেম-আলিঙ্গন দান;

(তোমার) অমিয় পরশে অপূর্ব্ব আবেশে
সুখে করি অবস্থান,
(আর) নিশিদিন স্মরি সে প্রেম-মাধুরি
হারায়েছি বাহ্যজ্ঞান ;
(নাথ) ভেঙ্গনা ভেঙ্গনা এ সুখ কল্পনা
যতদিন আছে প্রাণ,
(আর) জীবনান্তকালে ও পদকমলে
দয়া ক'রে দিও স্থান ॥ ১১৪ ॥

১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯

ভৈরবী—মধ্যমান।

চরণে শরণ ল'য়েছি,
সাধন ভজন জপ আরাধন ধরম করম ভুলে গেছি ;
রাঙ্গা চরণ বুকে ক'রে আনন্দে আছি বিভোরে
হাসিমুখ পানে চেয়ে সুখে আত্ম হারায়েছি ;
স্মরি প্রেম অতুলন সঁপেছি পরাণ মন
"আমি তোমার হ'লাম" ব'লে রাঙ্গা পায়ে বিকায়েছি ;
ধ্যানে জ্ঞানে প্রাণে প্রাণে হেরি সে প্রাণরমণে
জ্যোতির্ম্ময় রূপসাগরে জন্মের মত ঝাঁপ দিয়েছি ;
অমিয়-পাথারে ভাসি হেরি সে রূপের রাশি
প্রাণ-জুড়ান পা দু'খানি পরাণে গেঁথে রেখেছি। ১১৫।

২১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯

ইমন কল্যাণ—তেওরা।

তোমারি প্রেমে অনন্ত ভুবন আনন্দে মগন রয়েছে গো,
তোমারি প্রেমে গগনে তপন বিমল কিরণ ঢালিছে গো .
তোমারি প্রেমে শশাঙ্ক বিকাশে তোমারি প্রেমে দামিনী হাসে
তোমারি প্রেমে বিভোর হরষে সমীর সতত নাচিছে গো :
তোমারি প্রেমে গ্রহতারাগণ আকুল পরাণে ছুটে অনুক্ষণ
তোমারি প্রেমে নব নব ঘন সুনীল আকাশে ভাসিছে গো ;
তোমারি প্রেমে হ'য়ে মাতোয়ারা ছুটিছে তটিনী আপনাহারা
কলনাদে ভরি সারা বসুন্ধরা হেলিতে দুলিতে চলিছে গো ;
তোমারি প্রেমে জলনিধি জলে দিবানিশি প্রেম তরঙ্গ উথলে
তোমারি প্রেমে কিশলয় দলে কুসুম-কলিকা হাসিছে গো ;
তোমারি প্রেমে হইয়া মগন বিজন বিপিনে বিহঙ্গমগণ
জন-মনপ্রাণ করিয়া হরণ সুমধুরগান গাহিছে গো ;
তোমারি প্রেমে হাসিছে বাছনী বুকে ক'রে তারে চুমিছে জননী
তোমারি প্রেমে দিবসরজনী মায়ে পোয়ে সুখে যাপিছে গো ;
তোমারি প্রেমে পতির আনন হৃদি মাঝে সতী করিযা ধারণ
বিমল মধুর রসে নিমগন প্রেমাবেশে সুখ ভাসিছে গো .
তোমারি প্রেমে হ'য়ে উনমত আঁখিনীরে ভাসি প্রেমিক ভকত
"হা নাথ! কোথায়" বলিয়া সতত ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিছে গো ;
হেন দিন মম হবে কি কখন এ ছার জীবনে হে প্রাণরমণ
তব প্রেমে সদা থাকিব মগন আবেশে নয়ন ঝরিবে গো ;
হৃদে ধরি রাঙ্গা চরণ দু'খানি জুড়াবে আমার তাপিত পরাণী
অনিমেষে হেরি প্রেম-মুখখানি চরণে পরাণ মিশিবে গো ?১১৬॥

৩০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯

বেহাগ—আড়া

কেন সে ভালবাসে ?
না ডাকিলে প্রাণের টানে কেন সে ছুটিয়া আসে ?
কেন নিমেষবিহীন নয়নে সে নিশিদিন
মোর মুখপানে চেয়ে মধুর মধুর হাসে ?
আঁখির ইঙ্গিতে কেন আকুল করি পরাণ
চির-জনমের মত মগন রাখে আবেশে ?
কেন জাগ্রত স্বপনে প্রাণে প্রাণে সঙ্গোপনে
প্রেম-আলিঙ্গন ছলে প্রতি রোমকূপে পশে ?
অমিয় পরশে কেন নাশে মোর বাহ্যজ্ঞান
ডুবায় পরাণ মন অপূর্ব্ব আনন্দ রসে ;
চরণে ধরি প্রাণেশে সুধার সোহাগাবেশে
তুমি যারে ভালবাস সে কি তোমায় পায় শেষে ? ৯ ॥১১৭॥

২১শে আষাঢ় ১৩১৯

শ্রীরাগ ।

(শুধু) আঁখির মিলনে নাথ ! তুয়া সনে
চির-আলিঙ্গিত আমি,
(তাই) নিমেষ ফেলিতে যে বেদনা চিতে
জান তুমি অন্তর্যামি ;
(নাথ) নয়নে নয়নে রাখি তোমা ধনে
পলক না ফেলি আমি,
(আর) পরাণে পরাণে মধুর মিলনে
থাকি আমি দিবাযামী ;

(সদা) তোমারে লইয়া আছি হে বঁধুয়া,
আপনা ভুলিয়া আমি,
(দেখ') আমারে ছাড়িয়া যেওনা চলিয়া
নিমেষের তরে তুমি ॥১১৮॥

৯ই ভাদ্র ১৩২৯

বেহাগ—একতালা।

(আমি) যেমুখ নেহারি ভিতরে তাহারি
হেরি সে প্রেম-বয়ান,
(আর) সবার নয়নে সে প্রাণ-রমণে
হেরিয়া হারাই জ্ঞান,
(তাঁর) সে প্রেম স্মরিলে হৃদয় উথলে
আকুল করে পরাণ,
(তাই) থাকিযা থাকিযা উঠি ফুকারিযা
হেরি সে প্রাণের প্রাণ ;
(তাঁরে) বুকে ধরিবারে করি যারে তারে
প্রেম-আলিঙ্গন দান,
(আর) অমিয় আবেশে জড়ায়ে প্রাণেশে !
সঁপি তনু মন প্রাণ ;
(সেই) প্রাণনাথ সনে মধুর মিলনে
নাহি থাকে বাহ্যজ্ঞান,
(আমি) সে রসে মজিয়া আপনা ভুলিয়া
সুখে করি অবস্থান। ১১৯।

১১ই ভাদ্র ১৩২৯

ললিত—আড়া।

আর কত কাল ও মুখ চাহিয়া
রহিব বসিয়া নাথ হে ?
কবে সে মিলন পরাণ-রমণ
হইবে তোমার সাথ হে ?
আজীবন চেয়ে আছি নিশিদিন
অনিমেষে আশাপথ হে,
বাঞ্ছা-কল্পতরু কবে বল মম
পুরাইবে মনোরথ হে ;
দেখিতে দেখিতে কত যে জনম
একে একে হ'লো গত হে,
আর ত বহিতে জীবনের ভার
পারিনা পরাণ-নাথ হে „
কি করিলে বল পাইব তোমারে
বলে দাও মোরে পথ হে,
আকুল পরাণে বেড়াই ঘুরিয়া
নয়ন-হীনের মত হে,
"হা নাথ !" বলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
আসি যাই ক্রমাগত হে ;
এইবার দেখা না পাইলে সখা
করিব পরাণ-পাত হে,
সজল নয়নে চাহি মুখপানে
চরণে রাখিব মাথ হে ॥১২০।

২৮শে আশ্বিন ১৩২৯

শ্রীরাগ।

(আমি) সারাদিন ঘুরি সে বদন স্মরি
নিশীথে মিলন আশে ,
(সেই) প্রাণনাথ সনে মধুর মিলনে
দুঃখ তাপ সব নাশে,
(ভবে) সবাই যখন ঘুমে অচেতন
বধু আসি কাছে বসে,
(আর) নীরব আদরে জাগায় আমারে
কোমল কর-পরশে :
(অতি) ধীরে ধীরে মোরে লয় বুকে ক'রে
প্রাণ ভ'রে ভালবাসে,
(আর) অরুণ নয়নে মোর মুখপানে
চাহিয়া মধুর হাসে ;
(আমি) সে অমিয় হাসি হেরি সুখে ভাসি
বিভোর হ'য়ে আবেশে,
(আর) সোহাগে গলিয়া আপনা ভুলিয়া
জড়ায়ে ধরি প্রাণেশে ॥ ১২১ ॥

২৭শে আশ্বিন ১৩১৯

ধানশ্রী—একতালা।

পুরুষ প্রকৃতি পৃথক আকৃতি
সৃজন পালন কারণ,
সবার ভিতরে এক রূপ ধ'রে
আছেন পরাণ রমণ ;

রমণী রমণ অভেদ মিলন
মধুর মূরতি মোহন,
যে রূপে মগন আছে অনুক্ষণ
সবাই চেতনাচেতন ;
সে রূপ হেরিলে ভেদাভেদ ভুলে
যাবে হবে সমদর্শন,
কুহক কল্পনা রবেনা রবেনা
খুলিবে নূতন নয়ন :
দেখিবে তখন সে প্রাণ-রমণ
ভরা এ ভুবন গগন,
আকার প্রকার সব একাকার
বিম্বে প্রতিবিম্ব মতন ।১২২॥

৩০শে আশ্বিন ১৩২৯

ঝিঝিট—একতালা।

প্রাণের নয়নে প্রাণ বঁধু সনে
মধুর মিলনে থাকি,
পরাণে পরাণে সে প্রাণ-রমণে
পরম যতনে রাখি ;
সে মুখ-মাধুরি দিবানিশি স্মরি
প্রেমনীরে ভাসে আঁখি,
অন্তরে বাহিরে সে মাধুরি স্ফুরে
জীবে জড়ে মাখামাখি,

ভিতরে সবার উছলিত তাঁর
মোহন মূরতি দেখি,
অমিয় আবেশে জড়ায়ে প্রাণেশে
আছি আমি চিরসুখী ॥১২৩॥
২৩শে কার্ত্তিক ১৩২৯

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

সুধামাখা হাঁসিমুখে বাঁশী বাজাও মনোসুখে
কে তুমি হে অনিমেষে চেয়ে আছ মোর পানে ?
আঁখি-ভরা প্রেম জ্যোতি অমিয়-উছল প্রীতি
সুবিমল সুখশান্তি নিরত ঢালিছ প্রাণে ;
কোটী জন্ম অনুভূতি জাগায়ে মধুর স্মৃতি
মাধুর্য্যময়ী বিজলী খেলিছে নয়ন কোণে ;
আঁখি-মিলনালিঙ্গনে তোমা সনে সঙ্গোপনে
দিবানিশি মাখামাখি আছি আমি ধ্যানে জ্ঞানে ;
বাঁশী তব অবিরত মোর সনে করে কত
নীরব সঙ্গীতে প্রেম-আলাপন কাণে কাণে
নিমগন থাকি হেন সুখে আজীবন যেন
প্রাণবায়ু মিশে শেষে মোহন মুরালী-তানে ॥১২৪॥
২২শে অগ্রহায়ণ ১৩২৯

কাফি সিন্ধু—আড়া

অনন্ত গগন প্রান্তে দাঁড়ায়ে আছ একান্তে
দিবানিশি প্রাণকান্ত চেয়ে মোর মুখপানে,
আমি নাথ ! আছি ভুলে এ ভবের কোলাহলে
নাহি চাহি আঁখি মিলে ও প্রেমমাখা বয়ানে

কত যতন আদরে ভালবাস প্রাণ ভ'রে
সতত রেখেছ মোরে ঢাকি স্নেহ-আবরণে
দুঃখ তাপ কত শত আসে যায় অবিরত
অনুভব হয় না ত নাথ! তব কৃপাগুণে,
কবে হে প্রাণ-রমণ তব প্রেম অতুলন
পশিবে পরাণে মম নিরন্তর স্তরে স্তরে
তোমাতে থাকি মগন হব আত্ম-বিস্মরণ
প্রেমানন্দে অনুক্ষণ থাকিব বিভোরান্তরে।।১২৫।।
৩০শে পৌষ মকর সংক্রান্তি ১৩২৯

ঝিঁঝিট—একতালা।

মধুর মধুর মধুর আজি মাধুরীময় বসন্তে গো
মধুমাখা প্রাণে মাখাইব ফাগু মধুময় প্রাণকান্তে গো;
আবিরে আবরি নীলিম জ্যোতিঃ হেরিব মধুর অরুণ ভাতি
অমিয়-উছল উজল কাঁতি অতুল ভুবন অনন্তে গো;
মধুমাখা রাঙ্গা মুখে মধু হাঁসি অরুণ অধরে মধুভরা বাঁশী
মধুময় প্রাণে ঢালে সুধারাশি অমিয় ছড়ায় দিগন্তে গো;
মধুময় আজি মধু-পৌর্ণমাসী সুধাময় শশী-সমুজ্জ্বল নিশি
প্রাণভরি হের রাঙ্গা রূপরাশি নিমেষ না ফেল' প্রাণান্তে গো।।১২৬।।
১৯শে ফাল্গুন দোল-পূর্ণিমা ১৩২৯

ভৈরবী—আড়া।

ভয়ের কি আর ভয় রেখেছি?
(আমি) মায়ের দু'টি অভয় পদে মন-প্রাণ সব স'পেছি
যার নামে ভয় কাঁপে ভয়ে তারি কোলে আছি শুয়ে
(সদা) প্রেমে আত্মহারা হয়ে মায়ে পোয়ে এক হয়েছি;

ভয়ে ভয়ে অনেক জনম সয়েব ঘরে খেয়ে বিষম
(এখন) অভয়াবে বুকে করে অকূলেতে কূল পেয়েছি :
মরণের ভয় ক'রে সবাই মরার মুখে দিয়েছি ছাই
(আমি) ম'রে ম'রে আসি আর যাই মায়ের নামে বুক বেঁধেছি :
ভাল ক'রে ভেবে দেখ্‌লে মরণ ভয় সব ভয়ের মূলে
(আমি) মূল কেটে আছি মা ঝুলে স্থূলে ভুলে সুখে আছি ,
বিপদ্‌ভীতি বিভীষিকা যবনিকা দিয়ে ঢাকা
(সেই) হাসি-মুখ হৃদে আঁকা হেরে আত্ম হারায়েছি ॥১২৭॥
১৭ই বৈশাখ ১৩৩০

ধানশ্রী—একতালা।

(আমি) নয়নে নয়নে মিলি যাব সনে
তাহার ভিতরে হেরি,
(সেই) রূপ অতুলন ভুবন-ভুলন
অপরূপ আহা মরি ,
(তাই) আকুল পরাণে প্রেম-আলিঙ্গনে
সবারে হৃদয়ে ধরি,
(আর) হেন হয় মনে সে প্রাণ রমণে
আছি আমি বুকে করি,
(আমি) সে সুধা-পরশে অমিয়-আবেশে
প্রেমানন্দে উঠি ভরি
(আর) ভাসি আঁখিনীরে পুলক শরীরে
সে মুখ-মাধুরী স্মরি ॥১২৮॥
২৭শে বৈশাখ ১৩৩০

বাউলের সুর।

প্রেম বাজোর সব আজব কারখানা,
তত্ত্ব কেউ বুঝে কেউ বুঝেনা :
তত্ত্ব বুঝিবার তরে সবাই থাকে হাঁ করে
(ও ভাই) পরের মুখে শোনা কথা প্রাণে পশে না
সেই প্রেমময়ের দয়া হ'লে তবেই প্রেমের তত্ত্ব যায় জানা :
সেথায় নাই জাতি জনম ধরম করম সরম
(শুধু) প্রেমে গলা প্রাণ সঁপা ভোলা আপনা,
সে রাজ্যে ভাই সবাই সমান (ও তার) থাক বা না থাক চেতনা ;
প্রেমিক আপন জনে রাখে পরম যতনে
(সদা) হৃদ্ মাঝারে প্রাণের কোণে নাহি যায় জানা,
তারে বুকে ক'রে সুখে ভ'রে (ভবে) করে সে আনাগোনা ;
তাই বলি শুন ভাই চল সেই দেশেতে যাই
(যথা) আপন কি পর ভেদাভেদ নাই চেনা অচেনা
সেথায় সবাই দেখে সবার ভিতর (ও ভাই) প্রাণের প্রাণ সেই একজনা
তাঁর রূপ বলিহারি প্রাণ-মোহন মাধুরী
প্রেমিক হেরে দিবানিশি ভুলি আপনা
তাঁরে দেখ্‌তে হ'লে প্রাণভরে (চক্ষু) থাকৃতে হ'তে হয় কাণা ।১২৯।।

২৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০

শ্রীরাগ।

(আমি) ও রাঙ্গা চরণে বেঁধেছি পরাণ
যতনে প্রেমের পাশে,
(আর) মুখ-পানে চেয়ে আছি অনিমেষে
আঁখির মিলন আশে
(কবে) আঁখিতে আঁখিতে চকিত রমণে
রমিত মধুরাবেশে,

(আমি) জনমের মত জড়ায়ে ধরিব
প্রাণের প্রাণ প্রাণেশে ;
(আর) সে প্রাণ-রমণ বুকে ক'রে মোরে
কথা কবে হেসে হেসে,
(আমি) প্রাণেশ পরশে অমিয়-পাথারে
নিশিদিন রব ভেসে ॥১৩০॥

৩২শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০

বাগেশ্রী—আড়া।

অনেক সাজে সাজালি মা আমারে তোর ইচ্ছামত
সাজিয়ে যে মা এত সাজা দিবি কই তা বলিস্‌নি ত,
রকম রকম সাজ ক'রে পাঠালি মা বারে বারে
সাজ সাজতে মা আর পারিনা হ'য়েছে প্রাণ ওষ্ঠাগত,
যখন যে সাজে সেজেছি তার মজা টের পেয়েছি
সাজ খুলে মা নিবি কোলে বল্‌গো মা তার বাকি কত
আকুল আড়ষ্ট হ'য়ে আছি মা তোর মুখ চেয়ে
আজীবন আঁখিজলে ভাসি আমি অবিরত,
কতই অভিনয় করিনু যা ছিনু মা তাই রহিনু
এমন করে চির জন্ম রব কি মা বিড়ম্বিত ?
আপন স্বরূপ দেখালি না মা ব'লে ডাক্‌তে দিলি না
সাজ ঘরেতে লুকিয়ে থাকা আর মা তোর সাজে না ত,
মা তোর দুটি পায়ে পড়ি আমার নাকে দিয়ে দড়ি
আড়াল থেকে নাচাস্‌নি মা পুতুল নাচের পুতুল মত ॥১৩১॥

২রা ভাদ্র ১৩৩০

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

"হা কৃষ্ণ" বলিয়া কেঁদে আকুল পরাণে কবে
মৃত্তিকার দেহ মম আঁখি-জলে দ্রব হবে?
পরিপাটী সে মাটিতে প্রেম-বীজ অঙ্কুরিবে
প্রাণেশের পাদপদ্ম ত হে পূর্ণ বিকসিবে,
সে পদ-কমল-মধু পানে প্রাণ মজে রবে
বিদেহ-ভাবে বিভোর দিবানিশি রব কবে?
প্রাণবধু কবে মোরে বুকে ক'রে তুলে লবে
প্রেমভরে মুখপানে অনিমেষে চেয়ে রবে?
বধু সনে মধুমাখা প্রেম-আলিঙ্গনে কবে
জুড়াব সকল জ্বালা প্রাণ মধুময় হবে? ১৩১॥

১লা আশ্বিন ১৩৩০

বেহাগ—আড়া।

গোপনে সে ভালবাসে,
আমি না বাসিনু ভাল প্রেমময় সে প্রাণেশে;
প্রাণের অজ্ঞাতসারে জড়ায়ে আছে আমারে
আবেশে বিভোর ক'রে অমিয় পরশ রসে;
আমি যবে চলি পথে অলক্ষে চলে সে সাথে
কাঁটা তুলে লয় হাতে পাছে মোর পায়ে পশে;
দুঃখ বিপদ বিষাদে শোক তাপ পরমাদে
ছুটে আসে কোথা হ'তে মোরে কোলে ক'রে বসে;
ঘুমঘোরে অচেতন পড়িয়া থাকি যখন
কি জানি আসি কখন বুকে করে আমারে সে;

যখন বসি নির্জ্জনে ভাবি সে প্রাণ-রমণে
মনে হয় কাণে কাণে কত কথা কয় হেসে ;
স্মরি তার ভালবাসা মনে মনে হয় আশা
মিটিবে প্রাণের তৃষা প্রাণকান্তে পাব শেষে ॥১৩৩॥

১১ই আশ্বিন ১৩৩০

বেহাগ খাম্বাজ—মধ্যমান।

পরমা বৈষ্ণবী তুমি পরমানন্দরূপিণী
নন্দসুত তুমি কৃষ্ণ সদানন্দ-সোহাগিনী,
তোমারে পূজে মা লোকে ব'লে নমো নারায়ণী
তুমি মা সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম সত্য সনাতনী,
বিষ্ণুরূপে বামে লক্ষ্মী দক্ষিণেতে বীণাপাণি
কমলা দক্ষিণে তব দুর্গারূপে বামে বাণী
বৃন্দাবনে হ'য়েছিলে তুমি মা কৃষ্ণজননী
গোপালে খাওয়ায়েছিলে কোলে ক'রে ক্ষীর ননী-
হরিহরে ধর হরি-মূরতি মনোমোহিনী
অর্দ্ধনারীশ্বরে গৌরী তুমি শিব-প্রণয়িনী,
মাতৃরূপে সর্ব্বজীবে ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী,
পুরুষে তুমি মা গুপ্ত নারীতে স্বপ্রকাশিনী,
জড়ে বিজড়িত আছ প্রকৃতিরূপে জননি !
আব্রহ্ম-মৃত্তিকাখণ্ডে তুমি চিদ্‌ঘনরূপিণী,
আমি মা তোমারে ডাকি "হরি" ব'লে-হররাণি!
"মা" ব'লে সেই প্রাণকান্তে ডাকি মা ! দিনযামিনী ॥১৩৪॥

১৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৩০

ঝিঁঝিঁট—একতালা।

তোমার প্রেমের নাহি মা তুলনা তোমার প্রেমের নাহি মা ওর
তোমার প্রেমের মাধুরী স্মরিলে দু'নয়নে বহে প্রেমের লোর,
পাছে আমি কোন ব্যথা পাই প্রাণে
তাই ভাবি তুমি আকুল পরাণে
অনিমেষে থাক চকিত-নয়নে মুখপানে চেয়ে সতত মোর,
তব প্রেমমাখা ও মুখ হেরিলে
আঁখি দুটী মম ভাসে মা সলিলে
প্রেমের প্লাবনে হৃদয় উথলে মনে হ'লে প্রেম অসীম তোর,
তুই গো মা! কোটী-বিশ্বপ্রসবিনী
প্রেমময়ী পূর্ণব্রহ্মস্বরূপিণী
কোটী কোটী মহাজলনিধি জিনি অনন্ত অগাধ প্রেমেতে ভোর,
তোর ওই প্রেমে হৃদয় ভরিয়া
অমিয় মু'খানি নয়নে হেরিয়া
আবেশে অবশ আপনা ভুলিয়া মিশি যেন মাগো চরণে তোর ॥১৩৫॥

১৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৩০

কাফি সিন্ধু—ঝাঁপতাল।

তুমি আর আমি ভরা গগন-বিশ্বভুবন
তোমাতে বিম্বিত সব চেতন বা অচেতন,
যে আসে কাছে আমার আমি যাই কাছে যার
তাহারি ভিতরে হেরি তোমারে প্রাণ-রমণ!
আমার বলি যাহারে আমা সম হেরি তারে
আমা ছাড়া সকলি ত তোমাতে আছে মগন,

তুমি আর আমি বিনে কে আছে বল ভুবনে
তুমি আমি জড়াজড়ি জীবে জড়ে অনুক্ষণ,
তোমাতে আমাতে হেন অমিয়-মাখা মিলন
দেখ' দেখ' প্রাণনাথ! ভাঙ্গেনা যেন কখন,
আজীবন তোমাধনে বুকে করি রেতেদিনে
থাকি যেন সর্ব্বজীবে করি প্রেম-আলিঙ্গন.
তোমার পরশ-রসে বিভোর থাকি হরষে
অন্তে যেন প্রাণকান্ত আবেশে মুদি নয়ন ॥১৩৬॥

১০ই ফাল্গুন ১৩৩০

ইমনকল্যাণ—তেওরা।

আজি ফুলদোলে কমলে কমলে প্রাণের কমল খেলিছে গো
কমলিনী কোলে করি কুতূহলে কুসুম-দোলায় দুলিছে গো,
নীল কমলে হেমকমলিনী জলদে জড়িত যেন সৌদামিনী
হেরি সে রূপের অমিয় লাবণি প্রেমানন্দে প্রাণ ভরিছে গো.
দুঁহুজন পরিধান ফুলবাস দুঁহুমুখে মৃদু মধুর হাস
কুসুম ভূষণে সাজিয়া দু'জনে কমল-আসনে ব'সেছে গো,
দুঁহুশিরে শোভে মালতী-মাল মল্লিকা-মণ্ডিত দোঁহার ভাল
বকুল-খচিত কুন্তল-জাল শ্রবণে চম্পক ঝুলিছে গো,
দুঁহুগলে বনকুসুম-দাম দু'নয়ন-মন প্রাণাভিরাম
অমিয় অঙ্গ-পরশ আবেশে মৃদুল মধুর দুলিছে গো,
ফুলের নুপূর রাতুল চরণে শোভিছে উজল অতুল শোভনে
নেহারি যুগল-দোলন মাধুরী আনন্দে ভুবন ভাসিছে গো ॥১৩৭॥

ফুলদোল ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১

বেহাগ—একতালা ।

(নাথ) তোমাবে স্মবিযা আকুল হইযা
নাবিনু কাঁদিতে হবি হে,
(শুধু) ত্রিতাপ-জ্বলনে জ্বলি মনে মনে
নিশিদিন কেঁদে মবি হে,
(কবে) ঝবিবে নযন হে প্রাণ-বমণ
তোমাব করুণা স্মবি হে,
(আব) জাগ্রত স্বপনে প্রেমেব প্লাবনে
পবাণ উঠিবে ভবি হে,
(কবে) হিযাব মাঝাবে বাখিব তোমাবে
পবাণ-পুতলি কবি হে,
(আব) পবাণ-জুড়ান ও দু টী চবণ
থাকিব জড়ায়ে ধবি হে ॥১৩৮॥

১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০১

মিশ্র ললিত—একতালা ।

(আমি) সকলি সহিব ও মুখ চাহিযা
প্রাণনাথ প্রাণ-রমণ,
(নাথ) হৃদয়-বেদনে হব না কাতব
ঝরিবে না মম নয়ন,
(আর) নিশিদিন চেয়ে বব অনিমেষে
হেরিব ও চাঁদ-বদন,
(তব) স্মিত-বিকাশের অমিয়-নিঝবে
জুড়াব ত্রিতাপ-জ্বলন,

কীর্ত্তনের সুর।

কবে বৃন্দাবনে যাব ?
(আমার) প্রাণকান্তের লীলাভূমি হেরে প্রাণ জুড়াইব,
ধীরে ধীরে ধীর-সমীরে যমুনার তীরে নীরে
(আমি) "হা কৃষ্ণ" বলিয়া কেঁদে খুঁজে খুঁজে বেড়াইব,
কবে কেশী-ঘাটে বসি স্মরি সে বদন-শশী
(আমি) আবেশে উদাস প্রাণে নয়ন নীরে ভাসিব,
কবে বংশীবট-মূলে দাঁড়ায়ে কালিন্দী-কূলে
(আমি) কোথা বংশীধারী ব'লে কেঁদে ধরা ভাসাইব,
কবে গোবর্দ্ধন-তটে কাঁদিয়া পড়িব লুটে
(আমি) আঁখি মুদি হৃদি-পটে গিরিধারী রূপ হেরিব,
পশু পক্ষী তরুলতা যাহারে পাইব যথা
(আমি) আবেগে আকুল প্রাণে কৃষ্ণ-কথা জিজ্ঞাসিব,
ধেনু বৎস যারে পাব জড়াযে বুকে ধরিব
(আমার প্রাণকান্তের প্রিয় জ্ঞানে সবার পায়ে লুটাইব,
বৃন্দাবনের পথে পথে খুঁজিব পরাণ-নাথে
(আমি) কোথা গেলে পাব তারে যারে তারে সুধাইব,
শ্রীকৃষ্ণ-বিরহানল নিবাইতে অবিরল
(আমি) ব্রজবাসীর দ্বারে দ্বারে রজে গড়াগড়ি দিব,
প্রাণকান্তের দেখা পেলে লুটিব চরণ তলে
(আমি) পা দু'খানি বুকে ক'রে আঁখিজলে পাখালিব,
চরণে সঁপি পরাণ প্রেমমাখা সে বয়ান
(আমি) প্রাণভরি অনিমেষে দিবানিশি নিরখিব ॥১৪৩॥

২৬শে অগ্রহায়ণ ১৩৩১

রামপ্রসাদী সুর।

দেখিস্ মা এই করিস্ শেষে,
(প্রতি) শ্বাসে শ্বাসে ডাকি তোরে প্রাণ যেন তোর পায়ে মেশে ;
ধ্যানে জ্ঞানে প্রাণে প্রাণে আজীবন ঐ মুখপানে
(আমি) আপনহারা হ'য়ে মাগো চেয়ে আছি অনিমেষে ;
তোর মা হাঁসিমুখ-খানি প্রাণ-জুড়ান মধুবাণী
(আমি) স্মরি নিশিদিন আছি নিমগন প্রেমাবেশে :
যাবার বেলা উঠ্‌ব ব'লে তোর ঐ শান্তিময় কোলে
(আমি) দাড়িয়ে আছি দু'হাত তুলে বুকে ক'রে নে মা এসে,
তোর গলা মা। জড়িয়ে ধ'রে থাক্‌ব প্রেমানন্দে ভ'রে
(আমি) কালকে কলা দেখাব তোর কোলে ব'সে হেসে হেসে।
॥১৪৪॥

৯ই মাঘ ১৩৩১

খট্ ভৈরবী—একতালা।

(আমি) দেখিনু শুনিনু জানিনু অনেক
চিনিনু না শুধু এক,
(আর) লিখিনু পড়িনু শিখিনু কত না
বুঝিনু না তবু নেক ;
(আমি) নদ নদী বন ঘুরিনু ফিরিনু
দেখিনু অনেক দেখ,
(তবু) না হেরিনু কভু সে চাঁদ-বয়ান
এমনি ভালের লেখ,
(আমি খুঁজিয়া মরিনু সারাটী জীবন
তবু না পাইনু তেক,
(যারে) হেরিবারে ভবে আইনু যাইনু
লাখ জনম অনেক ;

(আমি) যার তরে কৃমি কীট পশু পাখী
ধরিনু বহুত ভেক,
(সেই) পরাণ-বঁধুরে নারিনু করিতে
হৃদি মাঝে অভিষেক;
(তবে) কি করিলে বল মিটিবে আমার
ভবে গতাগতি রেখ,
(ভাই) এবার আমার যাবার সময়
ব'লে দিও দেখ' দেখ' ॥১৪৫॥

১৪শে ফাল্গুন ১৩৩১

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

রাঙ্গারুণ-চূর্ণ রেণু মাখি মৃগাঙ্ক ময়ূখে
মাখাইব প্রাণকান্তের সুধামাখা চাঁদমুখে,
পরাণ-বঁধুয়া সনে আজি মধুময় ক্ষণে
আবির খেলিব আমি মাতিয়া মধুর সুখে-
হৃধি-পদম-পরাগে আঁখিজলে মাখি আগে
মাখাইব প্রাণসখার রাতুল চরণযুগে,
সে চরণরেণু গুলে সপ্ত মহাসিন্ধু-জলে
সিঞ্চিব বিরাট বিশ্বে জলে স্থলে অন্তরীখে,
রেণুরাগে অরুণিত গ্রহতারা অগণিত
নাচিবে গাহিবে গীত ব্যোমপথে চারিদিকে,
আমিও তা'দের সনে মিলি প্রেম-আলিঙ্গনে
আনন্দে খেলিব হোলি রাঙ্গারেণু করি বুকে ॥১৪৬॥

২৬শে ফাল্গুন ১৩৩১

বেহাগ—একতালা।

(আমি) তোমারি তোমারি তোমারি হে নাথ
তোমারি চরণ ভিখারী,
(তুমি) আমারি আমারি পরাণনাথ হে
প্রাণেশ হৃদয়বিহারী,
(নাথ) তোমার তিলেক আঁখির পলকে
জীবন মরণ আমারি,
(আমি) যা' কিছু করম করি আজনম
সকলি হে লীলা তোমারি,
(আমার) সুখ শান্তি শুভ প্রীতি সুবিমল
তোমারি চরণ-মাধুরী,
(আর) দুঃখ ক্লেশ ভয় অশুভ-কল্পন
তোমারি ছলনা চাতুরী,
(আমার) মধুর পিরীতি প্রাণের আরতি
মোহন মুরতি তোমারি,
(তোমার) ও দু'টী চরণ পরাণ-জুড়ান
আমারি আমারি আমারি ॥১৪৭॥

১৪ই চৈত্র ১৩৩১

সিন্ধুড়া—একতালা।

(নাথ) আমার ভিতরে সদা আছ তুমি
তোমার ভিতরে আমি,
(তবু) তোমার লাগিয়া মন প্রাণ হিয়া
কাঁদে কেন দিবাযামী,

(নাথ) তোমার পরশ অমিয়-সাগরে
সদা আছি ডুবে আমি,
(তবু) যারে দেখি তারে কেন বুকে করি
তোমার পরশ-কামী,
(নাথ) তব হাসিমাখা অমিয় মু'খানি
হেরি দিবানিশি আমি,
(তবু) এরে ওরে তারে কেন দেখিবারে
ছুটোছুটি করি আমি,
(নাথ) তোমার দরশ-পরশ-পিয়াসে
আকুল পরাণে আমি,
(যেন) পাই তোমাধনে চেতনাচেতনে
নাথ হে হৃদয়স্বামী ॥১৪৮॥

১৭ই চৈত্র ১৩৩১

ঝিঝিট মিশ্র—একতালা।

(নাথ) আর না ঘুমাব কভু এ জীবনে
সারানিশি জেগে রব,
(তব) নয়নে নয়ন রাখি অনুক্ষণ
চোকে চোকে কথা কব,
(ওই) হাসিমুখ পানে আকুল পরাণে
একদিঠে চেয়ে রব,
(আর) ও মুখ-মাধুরী আঁখি ভরি হেরি
আবেশে মগন হব,

(নাথ) আশীলক্ষ জন্ম ঘুমা য়ছি কত
আর না আমি ঘুমাব.
(শুধু) অনিমেষে তব মধুর মু'খানি
নয়ন ভরি হেরব,
(নাথ) ও রূপ মোহন দেখিতে দেখিতে
এ ভবে আসিব যাব,
(আর) নাশিব ত্রিতাপ-দহন ভীষণ
প্রাণ ভরি নাম গাব ॥১৪৯॥

১৯শে চৈত্র ১৩৩১

বেহাগ খাম্বাজ—একতালা।

(নাথ) মধুর মোহন মাধুরী-মাখান
ও প্রেমমুখ তোমারি,
(আমি) দু'টী আঁখি ভরি দিবা বিভাবরী
আপনা ভুলি নেহারি,
(তব) চটুল বঙ্কিম নয়নে অসীম
উছলে প্রেম লহরী,
(আর) রাতুল অধরে অতুল মাধুরী
আমরি আমরি মরি,
(তব) মধুমাখা হাসি ভরা প্রেমরাশি
পরাণ আকুলকারী ;
(আর) অমিয় বচন পরাণ-জুড়ান
সকল সন্তাপহারী,
(নাথ) তব দরশন স্মরণ চিন্তন
ত্রিতাপ নাশে আমারি ;

(আর) পরশ তোমার অমিয়-আসার
নিমেষে চেতনাহারী,
(তব) ও রূপ-মোহন যেন আজীবন
পরাণ ভরি নেহারি,
(আর) ও রাঙ্গা চরণ হে প্রাণ-রমণ
বুকে ক'রে যেতে পারি ॥১৫০॥

১৩শে চৈত্র ১৩৩১

বাগেশ্রী—আড়া।

এ দেহে বিদেহ-ভাব কবে হবে প্রতিষ্ঠিত
মন প্রাণ তোমা সনে নিয়ত রবে রমিত,
আঁখি দু'টী চেয়ে রবে কিছু না দেখিতে পাবে
বাহ্য বস্তু বিন্দুমাত্র হবে না তা'তে বিম্বিত,
শুধু প্রেমে ঢল ঢল ও চাঁদ মুখমণ্ডল
নেহারিবে সমুজ্জ্বল সর্ব্বভূতে বিকসিত
শ্রবণে নাহি পশিবে কোন রব নিশিদিবে
শুনিবে শুধু প্রণব-ধ্বনি সদা নিনাদিত,
নাসারন্ধ্র কোন ঘ্রাণ নাহি পাবে আন
শুধু তব অঙ্গগন্ধে প্রাণ হবে প্রবাহিত,
রসনা পাবে না কোন অন্য রস আস্বাদন
শুধু তব নামরসে সতত রবে সিঞ্চিত,
তোমার পরশে কবে স্পর্শ অনুভূতি যাবে
আবেশে অবশ প্রাণে রব চির-সমাহিত ॥১৫১॥

৩০শে চৈত্র ১৩৩১

ঝিঝিট—একতালা ।

বৃন্দা-বিপিন নিকুঞ্জ মাঝে
বিবিধ সুরভি কুসুম-সাজে
নবল কিশোর-যুগল রাজে
বিচিত্র ফুলের দোলনে গো ।

মধুর মাধবী পূর্ণিমা রাতি
কাননে বিকচ কুসুম পাঁতি
অমল উজল কৌমুদী ভাতি
সুনীল বিমল গগনে গো ।

মরমিয়া সব সখিনী মেলি
করয়ে কতই প্রণয়-কেলি
দোলায়ত কত খেলত খেলি
মৃদুল-হিল্লোল পবনে গো ।

নাচত গায়ত মোহন তানে
আনন্দে মাতিয়া আকুল প্রাণে
অঞ্জলি ভরিয়া কুসুম দানে
লুটিছে যুগল চরণে গো

এস এস ভবে যে আছে যেথানে
পরাণ-কিশোর কিশোরীর টানে
যুগলমাধুর্য্য-মঞ্জুল প্রাণে
আজি এ আনন্দ-মিলনে গো ॥১৫২॥

২৫শে বৈশাখ ফুলদোল ১৩৩২

কীর্ত্তনের সুর

(শুধু) মধুমাখা নাম গাহিব
(আমার) পরাণ-বঁধুর পায়ে সাধন ভজন সব সঁপিব ;
ধরম করম সকলি দিব আমি জলাঞ্জলি
(শুধু) 'হা নাথ' 'হা নাথ বলে কেঁদে জনম কাটাইব,
জপ তপ আরাধন ত্যজি আমি অনুক্ষণ
(শুধু) আকুলি ব্যাকুলি প্রাণে পরাণ-নাথে ডাকিব ;
নীরবে নির্জ্জনে বসি স্মরি সে বদনশশী
(আমি) প্রেমাবেশে দিবানিশি নয়ন-জলে ভাসিব ;
আঁখিজল মুছাইতে তাঁহাকে হবে আসিতে
(তখন) গাহিতে গাহিতে নাম রাঙ্গা পায়ে মিশাইব ॥১৫৩॥

১৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯

খাম্বাজ—চৌতাল।

সদা শ্রীসবিতৃমণ্ডল-পরিবেষ্টিত উজ্জ্বল
অতি মনোরম রূপ অনুপম সুন্দর হ'তেও সুন্দর,
অরুণ নয়নে করুণ হাস মধুর মোহন জ্যোতিঃ বিকাশ
ইন্দু-বদনে প্রেম-উচ্ছ্বাস অধরে অমিয়-নির্ঝর
বিকচ রাতুল রাজীব-আসন কেয়ুর যুগল বাহুর ভূষণ
কনককুণ্ডল-শোভিত শ্রবণ নয়ন প্রাণ-মনোহর,
শিরসি রতন কিরীট যার উরসি উজল মণিময় হার
বপুষি কান্তি কাঞ্চন প্রভার অতুল-দ্যুতি কলেবর,
শঙ্খ চক্র গদা ফুল্ল সরসিজ ধৃত রূপ জিনি কোটী মনসিজ
প্রাণ ভরি হেরি হৃদি মাঝে নিজ বিভোর থাক নিরন্তর ॥১৫৪॥

২৭শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯

সিন্ধুড়া—একতালা

(আমার) পরাণ মথিয়া নবনীত নিয়া
(ও তার) গা'খানি কেবা গড়িল ?
(আমার) হিয়া নিঙ্গাড়িয়া অমিয় ছানিয়া
(কে তার) মু'খানি মাজিয়া দিল ?
(আমার) প্রাণের মাধুরী কেবা করি চুরী
(ও তার) নয়ন দু টী ভরিল ?
(আমার) প্রেমের বিমল রসান উজল
(কে তার) প্রতি অঙ্গে মাখাইল ?
(আমার) পীরিতি রসের মধুর নিঝর
(ও তার) পরশে কে মিশাইল ?
(আমার) হিয়ার ভিতরে প্রতি স্তরে স্তরে
(কে তার) মোহন রূপ গাঁথিল ?
(আমার) মন প্রাণ আঁখি সে রূপ নিরখি
(ও তার) মাধুর্য্য-রসে মাতিল ;
(আর) প্রেমে মাখামাখি দিবানিশি থাকি
(প্রেম) আনন্দনীরে ভাসিল ॥১৫৫॥

১২ই শ্রাবণ ১৩৩২

কীর্ত্তনের সুর।

দেখ' নাথ ! মুখ রেখ' শেষে
(আমি) তোমার ওই মুখ চেয়ে আজীবন আছি ব'সে,
যখন যেখানে যাই সবারে ব'লে বেড়াই
(আমার) প্রেমময় প্রাণনাথ আমায় বড় ভালবাসে,
এ জীবন অবসান হ'লে হে প্রাণরমণ !

বুকে ক'রে নিও মোরে যেথায় থাক ছুটে এসে,
তোমার ওই মুখপানে যেন আত্মহারা প্রাণে
অনিমেষ রাখি আঁখি প্রাণ রাঙ্গা পায়ে মেশে,
তোমার চরণে ধ'রে মাগি ভিক্ষা সকাতরে
দেখ' দেখ' এই ক'র লোকে যেন নাহি হাসে ;
(দেখ' দেখ' শমন এসে আমারে না ধরে কেশে) ॥১৫৬॥
১৪ই শ্রাবণ ১৩৩২

খটভৈরবী—একতালা।

(আমার) মলিন মরমে পরতে পরতে
মায়ের মূরতি আঁকা,
(যেন) অসিত বরণ নিকষ পাষাণে
কষিত কনক-রেখা ;
(আমার) নিরাশা-তিমির-গগন হৃদয়ে
মার জ্যোতিঃ মধুমাখা,
(যেন) নিবীড় নীরদ-আবৃত গগনে
হসিত দামিনী-রেখা ;
(আমার) শিরা ধমনীতে ধাবিত শোণিতে
মার মুখ যায় দেখা,
(যেন) তটিনী নিঝর লহর-মুকুরে
বিম্বিত শশাঙ্ক রাকা ;
(মায়ের) যে মুখ-মাধুরী দেখিতে আমার
ভবে আসা যাওয়া থাকা,
(যেন) সেই মুখখানি হেরি অনিমেষে
হয় মোর দেহ রাখা ॥১৫৭॥
৫ই পৌষ ১৩৩২

সিন্ধুখাম্বাজ—মধ্যমান।

মধুমাখা মুখখানি মায় হের মধুময় প্রাণে
মধুময় হেরিবে সব যা আছে বিশ্বে যেখানে,
রবি শশী গ্রহ তারা সবে হবে মধুভরা
দিব্য মধুময়ী জ্যোতিঃ সতত সিঞ্চিবে প্রাণে,
বায়ু সঞ্চারিবে মধু বারিদ বর্ষিবে মধু
মা নামের মধুধারা বিহঙ্গ ঢালিবে কাণে,
সব নদী নির্ঝরিণী হবে মধু-প্রবাহিনী
মধু-উছলিত সিন্ধু নাচিবে মধুর তানে,
পৃথীর ধূলি-কণিকা হবে সব মধুমাখা
"মা" মন্ত্র মধুনির্ঘোষ ধ্বনিত হবে বিমানে,
তরুলতা গুল্মদলে শাখাপত্র পুষ্পফলে
নিয়ত ঝরিবে মধু অজস্র অপরিমাণে,
অনন্ত দিগন্ত হ'তে নিখিল বিশ্বজগতে
মার পায়ের মধুগন্ধ আসিয়া পশিবে ঘ্রাণে,
আকুল হইবে প্রাণ ভুলিবে অস্তিত্ব-জ্ঞান
ভেসে যাবে মায়ের প্রেম মধুপ্লাবনের টানে ॥১৫৮॥

৮ই পৌষ ১৩৩২

সিন্ধুরা—একতালা

(আমি) মা বিনে জানিনে মা বিনে শুনিনে
মা বিনে ভাবিনে আর,
(আমি) মা বিনে হেরিনে কিছু নিশিদিনে
মা বিনে সব আঁধার ;

(আমার) দর্শন স্পর্শন শ্রবন চিন্তন
স্বাদ ঘ্রাণ মা আমার,
(মা আমার) ভজন পূজন জপ আরাধন
সিদ্ধি সর্ব্ব সাধনার;
(আমার) জাগত স্বপনে জীবনে মরণে
মায়ের চরণ সার,
(মা আমার) প্রাণে প্রাণে গাঁথা প্রাণের দেবতা
মা-ভরা সব সংসার;
(আমার) পিতা মাতা জায়া তনয় তনয়া
ভ্রাতা ভগ্নি মা আমার,
(আমার) সুহৃদ স্বজন প্রিয় পরিজন
সমষ্টি মা সবাকার;
(আমার) মায়ের মু'খানি নেহারি যখনি
আমাতে না থাকি আর
(মার) আঁখি সনে আঁখি রাখি মাখামাখি
(যেন) মিশি রাঙ্গা পায়ে মার ॥১৫৯॥

১১ই পৌষ ১৩৩২

আলেয়া ভৈরবী—আড়া।

"মা" নামে কত যে মধু, বলিব বল কেমনে
স্থাবর জঙ্গম বিশ্ব মগন যে নাম সাধনে,
তপন চন্দ্রমা তারা 'মা' নামে সব মাতোয়ারা
'মা' ব'লে প্রণব-রোলে নিয়ত নাচে গগনে,
'মা' নামের রূপান্তর ঝম্ ঝম্ নিরন্তর
নাদিছে নদী নির্ঝর সমতানে সিন্ধুসনে,

'মা' নামের মধুপানে পবন উন্মত্ত প্রাণে
অনন্ত দিগন্তে ছুটে সদা সন্ সন্ স্বনে,
পশু পক্ষী দেবতারা 'মা' নামে হয় আত্মহারা,
'মা' ব'লে মানবশিশু প্রথমে পশে ভুবনে,
'মা' নামের মধুস্রোত প্রবাহিত ওতপ্রোত
অন্তরে বাহিরে বিশ্বে সদা চেতনাচেতনে,
সে স্রোতে ভাসিয়া যেন থাকি আমি আজীবন
আঁখি নিমীলনে মিশি মায়ের রাঙ্গা চরণে ॥১৬০॥
১১ই পৌষ ১৩৩২

কীর্ত্তনের—সুর।

(প্রাণ)নাথ আমার মা হ'য়েছে
(এখন) শান্ত দাস্য সখ্য কান্ত বাৎসল্যে সব লয় পেয়েছে,
কোটী জন্ম প্রাণ ভ'রে আছি যারে বুকে ক'রে
(এখন) সেই আমারে স্নেহভরে যতনে কোলে নিয়েছে,
সেই সুধামাখা হাসি আঁখিভরা প্রেমরাশি
(এখন) সবই আছে কেবল মাত্র ভাবেরই বদল হ'য়েছে,
আগে আমি যার পরশে গ'লে যেতাম প্রেমাবেশে
(এখন) সেই আমার পরশ পেয়ে অপূর্ব্ব রসে মজেছে,
যে ছিল মোর প্রাণ-রমণ আমিই আজ তার আদরের ধন
(এখন) 'নাথ' ব'লে আর ডাকিনে মা ব'লে প্রাণ জুড়ায়েছে,
মা যে প্রাণনাথ আমার আমি প্রাণের পুতুলি মার
(এখন) প্রাণ-রমণ মা এক হ'য়েছে মায়ের পায়ে ছা মিশেছে ॥১৬১॥
১৫ই পৌষ ১৩৩২

শ্রীরাগ।

(মাগো) তোমার চরণ সাধনার ধন
কোটী জনমের মোর,
(তাই) দিবানিশি স্মরি আপনা পাশরি
প্রেমাবেশে থাকি ভোর ;
(মাগো) বিরিঞ্চি শঙ্কর ধ্যানে নিরন্তর
পূজে পা দু'খানি তোর,
(আমি) সে কথা যখন করি মা স্মরণ
দু'নয়নে বহে লোর :
(তোর) চরণ-মহিমা আমি কি জানি মা
কি আছে শকতি মোর,
(তবু) বুকে করি আমি থাকি দিবাযামী
যতনে জনম ভোর ;
(মাগো) মুদিব যখন এ দু'টী নয়ন
মুখপানে চেয়ে তোর,
(যেন) আঁখির মিলনে ও রাঙ্গা চরণে
পশে মা পরাণ মোর ॥১৬২॥

২রা মাঘ ১৩৩২

বেহাগ—আড়া।

(আমায়) কেন এত ভালবাস ?
(মাগো) বুঝিয়া আপন প্রাণে পুরাও প্রাণের অভিলাষ ;
অপরাধ কত শত করি গো মা অবিরত
(মাগো তবুও) তুমি সতত মধুর মুচকি হাস ;

বিপদে পড়িলে আমি যেখানে থাক মা তুমি
(মাগো) আকুলি ব্যাকুলি প্রাণে অমনি ছুটিয়া আস ;
যখন ঘুমায়ে থাকি হাঁসিমাখা দু'টী আঁখি
(মাগো) আমার উপরে রাখি চেয়ে থাক অনিমেষে ;
যখন যাই যেখানে তুমি যাও আমার সনে
(মাগো) থাকি সদা সঙ্গোপনে স্নেহের জ্যোতিঃ বিকাশ ;
তব প্রেম অতুলন স্মরি আমি আজীবন
(মাগো) ও রাঙ্গা চরণে যেন রাখি মা চরম-শ্বাস ॥১৬৩॥

১৩ই মাঘ ১৩৩২

খট্ ভৈরবী—একতালা

(মাগো) তোমার চরণে সঁপেছি সকলি
যা' ছিল আমার বলিতে,
(এখন) রাঙ্গা পা দু'খানি পাই যেন আমি
বুকে করি সদা থাকিতে ;
(মাগো) যে দিকে যখন ফিরাই নয়ন
পাই যেন তোমায় দেখিতে,
(আর) জাগ্রতে স্বপনে যেন তোমাধনে
রাখি মা আঁখিতে আঁখিতে ;
(তব) মধুমাখা বাণী যেন গো মা শুনি
সব রব-প্রতিধ্বনিতে,
(সদা) মন প্রাণ মোর থাকে মা বিভোর
তোমার মহিমা সংগীতে ;

(মাগো) সবার পরশে তব প্রেমরসে
পারি যেন আমি গলিতে,
(আর) সবার নয়নে নয়ন-মিলনে
তোমাতে রমিত থাকিতে ;
(যেন) তোমাতে মগন থাকি অনুক্ষণ
পারি মা জীবন যাপিতে,
(আর) আঁখি-নিমীলনে ও রাঙ্গা চরণ
পারি যেন মাগো পশিতে ॥১৬৪॥

১৫ই মাঘ ১৩৩২

খাম্বাজ—ঢিমেতেতালা।

ভবের কুলে দাঁড়িয়ে কাঁদি' মা ব'লে মা ফুলে ফুলে
কোলের ছেলে ফেলে মাগো কেমনে রহিলে ভুলে :
হেরি অকুল পাথার চারিদিগে অন্ধকার
পরাণ কাঁপে আমার লহ গো মা কোলে তুলে ;
মা ব'লে মা নিরন্তর কাঁদি জন্ম-জন্মান্তর
কাতরে করুণা কর তার' মা তার' অকুলে ;
কাঙ্গালের তোমা বিনে কে আর আছে ভুবনে
চাহ মা আমার পানে বারেক নয়ন মিলে ;
দেখা পেলে একবার প্রেমময়ী মা তোমার
কোটী জনমের আমার সব জ্বালা যাব ভুলে ;
পা দু'খানি বুকে করি হেরি ও মুখ-মাধুরী
আনন্দে আত্ম-পাসরি লুটিব চরণ-মূলে ॥১৬৫॥

১৭ই মাঘ ১৩৩২

সাহানা—ঝাঁপতাল ।

মা-ভরা বিপুলা ধরা মা-ভরা সারা গগন
মা-ভরা তপন-তারা মা-ভরা বিশ্ব-ভুবন ;
মা-ভরা বিমল ইন্দু মা-ভরা বিশাল সিন্ধু
মা-ভরা শিশির বিন্দু মা-ভরা বিজন বন ;
মা-ভরা মৃত্তিকা-জল মা-ভরা অনিলানল
মা-ভরা বিরাট ব্যোম মা-ভরা জড়চেতন ;
মা-ভরা প্রাণ-অপান ম -ভরা উদান-ব্যান
মা-ভরা সমান মোর মা-ভরা জ্ঞান-অজ্ঞান :
মা-ভরা অনাদি ভূত মা-ভরা সব ভবিষ্যৎ
মা-ভরা মোর বর্ত্তমান মা-ভরা জন্ম-মরণ ;
মা-ভরা পর্ব্বত-শ্রেণী মা-ভরা সব স্রোতস্বিনী
মা-ভরা মহামরুভূমি মা-ভর' নলিনী-বন:
মা-ভরা মেঘ-বিজলী মা-ভরা কুসুমকলি
মা-ভরা বিটপী-লতা মা-ভরা বিহঙ্গগণ ;
মা-ভরা কীট পতঙ্গ মা-ভরা মীন-ভুজঙ্গ
মা-ভরা পশু-মানব মা-ভরা দেবতাগণ :
মা-ভরা মোর দরশন মা-ভরা শ্রুতি-আঘ্রাণ
মা-ভরা পরশ-জ্ঞান মা-ভরা মোর আস্বাদন ;
মা-ভরা আমার দেহ মা-ভরা স্মৃতি বিদেহ
মা-ভরা ভাবে বিভোর আছি আমি অনুক্ষণ
সতত মা-ভরা বুকে জীবন যাপিয়া সুখে
চ'লে যাব হাসিমুখে মা-নামে ভরি বদন ॥১৬৬॥

২৬শে মাঘ ১৩৩২

ললিত—আড়া।

(আমার) পলকে পলকে নিশ্বাসে প্রশ্বাসে
হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনে,
(আমার) পরাণ-পুতুলি নমিছে চুমিছে
মায়ের যুগল চরণে ;
(আমার) মায়ের স্নেহের অমৃত সিঞ্চিত
পুলক-পূরিত বদনে,
(সে যে) দিবস-রজনী রাঙ্গা পা দু'খানি
পাখালিছে আঁখি-প্লাবনে ;
(সে যে) মায়ের অমিয় মু'খানি হেরিছে
চির-পিপাসিত নয়নে
(আর) আবেশে গলিয়াআপনা ভুলিয়া
নয়নে নয়ন-মিলনে
(হেন) মিলন-মাধুরী রসে নিগমন
থাকিয়া জীবন-ধাবণে
(যেন) মার হাসিমুখ বুকে ক'রে সুখে
মার পায়ে মিশি মরণে ॥১৬৭॥

২৮শে মাঘ ১৩৩:

পিলুখাম্বাজ—যৎ।

বিচিত্র তোমার লীলা লীলাময়ী মা আমার
তোমার লীলা-মহিমা বুঝে হেন সাধ্য কার ?
এই দেখি সুধারাশি-ভরা হাসি চন্দ্রমার

নিমেষে আবার দেখি চারিদিকে অন্ধকার,
আজ যথা দেখি দিব্য ফুল্ল-কুসুমকানন
কিছুদিন পরে তথা হেরি বিজন কান্তার,
তপ্ত বালুপূর্ণ মরু যেন জ্বলন্ত অনল
কালক্রমে হয় স্নিগ্ধ মহাজলধি অপার,
দুর্দ্দান্ত দানব সম মানব হয় আবার
পরম আরাধ্যতম দেব সর্ব্ব-দেবতার,
ভীষণ অরাতি হয় সখা প্রাণ প্রিয়তম
অতুল বিভব হয় দুর্গতি ঘুচে আবার,
তোমার ইচ্ছায় মাগো ঘটে কত অঘটন
আঁখিজলে ভাসিব কি আমি মাগো অনিবার,
চির অপরাধী ব'লে কোলে কি লবে না ভুলে
আদর ক'রে স্নেহভরে মুখ না চুমিবে তার,
আজীবন কত ব্যথা নীরবে সহি মা প্রাণে
দেখ' যেন পা দু'খানি চরমে পাই তোমার ॥১৬৮॥

৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৩২

রামকেলি—আড়া।

(আমার) মায়ের স্বরূপ কেবা জানে ?
শিব বিষ্ণু বিরিঞ্চি যাঁর তত্ত্ব নাহিপায় ধ্যানে,
মা আমার স্বপ্রকাশিনী বিশ্বজগৎ-প্রসবিনী
চিন্ময়ী হ্লাদিনী জ্যোতিঃ বিরাজিতা সবার প্রাণে,
ব্যাপ্ত যিনি চরাচরে সতত বহিরন্তরে
অনন্ত অখণ্ড রূপে চেতনে জড়ে বিমানে,
রেণুতে বিরাট্ যিনি বিরাটে রেণুরূপিণী

ধারণা না হয় যাঁর জ্ঞানে কিম্বা অনুমানে,
বিশুদ্ধাজ্ঞা সহস্রারে অনাহতে মণিপুরে
নিত্য অধিষ্ঠান যাঁর মূলাধারে স্বাধিষ্ঠানে,
রস-রক্ত-মেদ-মাংসে অস্থি-মজ্জা-সার অংশে
প্রাণশক্তি রূপে আছেন শরীরের সর্ব্বস্থানে,
কুলকুণ্ডলিনী যিনি চিদ্‌ঘনানন্দরূপিণী
সঞ্জীবনী সুধারূপে সঞ্চারিত পঞ্চপ্রাণে,
জরায়ুতে জীবগণে রক্ষা করি সযতনে
সবারে করেন কোলে সূতিকাগৃহে শ্মশানে,
চিতানলে কোলে করি বসেন হৃদয়ে ধরি
মুখ চুমি সাথে সাথে চলেন মহাপ্রয়াণে ॥১৬৯॥

৮ই ফাল্গুন ১৩৩২

ঝিঁঝিট—মধ্যমান ।

মুচ্‌কি হেসে বেশ্ ত মজা দেখ্‌চ’ মাগো ব’সে ব’সে,
পাঁচ ভূতে মা নুন ছেটাচ্চে নাক্ কেটে মোর ঝামা ঘসে ;
উঠ্‌তে বস্‌তে ক’চ্চে প্রহার অষ্ট প্রহর অসংখ্যবার
মায়ার ডোরে মাগো আমায় বেঁধে আচ্ছা ক’রে ক’সে :
মারের চোটে হাড় খ’সেছে ঠোঁটের আগায় প্রাণ এসেছে
মুণ্ডুটা মা এবার বুঝি ধড়্ থেকে বা পড়ে খ’সে ;
হৃৎপিণ্ড খণ্ড বিখণ্ড ক’রেছে মা লাঙ্গল চ’ষে
চুপ্‌টি ক’রে মুখ্‌টী বুজে আছ বল কি মানসে ?
যাই মতলব থাক্ মা তোমার দেখ’ মা এই ক’য় শেষে
দেহ-মুক্ত প্রাণ যেন মোর তোমার রাঙ্গা পায়ে মেশে ॥১৭০॥

১৭ই ফাল্গুন. ১৩৩২

বেহাগ—আড়া।

(মাগো) তোমারে চিনিতে নারি
(তুমি) পরম পুরুষ কভু প্রকৃতি-মূরতি নারী :
শিশু বৃদ্ধ নর নারী ভিতরে আছ সবারি
(মাগো) অভিন্ন অখণ্ডরূপে হৃদয় গুহা-বিহারী.
তুমি সূক্ষ্ম তুমি স্থূল বিরাট তুমি বিপুল
(মাগো) আদ্যাশক্তি তুমি মূল সৃষ্টি স্থিতি-লয়কারী ;
যে রূপ ধরনা কেন চিনিতে পারি মা যেন
(মাগো) প্রকৃতি পুরুষ-হীন পূর্ণব্রহ্ম রূপ তোমারি ;
জীবে জড়ে মাখামাখি যেন মা সে রূপ দেখি
(মাগো) যেরূপে আছ মা তুমি ভুবন গগন ভরি ;
ভুলি ভেদাভেদ-জ্ঞান সে রূপে ভরি পরাণ
(তোমার) স্বরূপে মগন যেন থাকি দিবা-বিভাবরী ;
সর্ব্বজীবের ভিতরে হেরি সর্ব্বক্ষণ তোরে
(মাগো) হাসিমাখা মুখখানি তোর বুকে ক'রে যেতে পারি
॥১৭১॥
১লা চৈত্র, ১৩৩২

খাম্বাজ—ঢিমেতেতালা।

সকল ভুলে চরণ-মূলে শরণ নিয়েছি ব'লে,
এম্‌নি ক'রে ক'র্‌তে হয় কি চোখের জলে নাকের জলে ;
কার' মুখপানে না চাই আপন বল্‌তে আর রাখি নাই,
বুঝি মা মুখ চাইলি না তাই স্থান দিলি না চরণ-তলে ;

ছাওয়াল যে তোর কেঁদে ম'ল চুপ ক'রে রইলি কি ব'লে .
অনেক কষ্টে জনম গেল এখন বেশ বুঝেছি ভাল,
সবই নিজের কর্ম্মফল যে জ্বালায় মা মরি জ্ব'লে :
যতই কেন হোক্ না জ্বালা হ'য়ে আছি আপন-ভোলা,
দেখিস্ মা সেই যাবার বেলা আদর ক'রে নিস্ মা কোলে :
তোব কোলে মা শুয়ে শুযে মুখপানে তোর থাক্‌ব চেযে.
তুই মা যখন কাঙ্গাল ব'লে চাইবি যাব সুখে গ'লে ;
আর মা আঁখি না মুদিব তোব রূপে মা প্রাণ ভবিব,
পা দু'খানি বুকে ক'বে ভাস্‌ব শুধু নয়ন-জলে ॥১৭২॥

১৯শে চৈত্র, ১৩৩২

বাগেশ্রী—আড়া।

অসীম এ বিশ্বমাঝে যেখানে যা' দিলে সাজে
সেখানে তা' দিয়ে তুমি সাজায়ে রেখেছ গো মা,
সুনীল গগনতলে দিবসে তপন জ্বলে
নিশীথে শশীর হাসি অমিয়-ভরা সুষমা,
জ্যোছনা-হীনা রজনী হ'লে মা তুমি অমনি
তারা-দীপ সারি সারি নিজ হাতে সাজাও মা,
বিবিধ বিটপী লতা সবারি বিচিত্র পাতা
দিয়াছ বিভিন্ন বর্ণ যার যেটী সাজে গো মা.
দেখি মা কুসুম যত বিবিধ বরণ তত
বিভিন্ন সুরভি ভরা এ বড় বিচিত্র গো মা,
কত যে নারি গণিতে ফল আছে পৃথিবীতে
আকারে আস্বাদে গন্ধে সব ভিন্ন গ'ড়েছ মা,
অসংখ্য কীট পতঙ্গে বিবিধ বিহঙ্গ-অঙ্গে

আহা কি সুন্দর রঙ্গে চিত্রিত ক'রেছ গো মা,
শ্যাম নব-জলধরে বিজলী কনকাক্ষরে
সুমঙ্গল নাম তব সমুজ্জ্বল লিখেছ মা,
যে হাতে করি সৃজন সাজাও বিশ্বভুবন
অমিয় পরশ তার কখন' কি পাব না মা ? ॥১৭৩॥

১৫শে চৈত্র ১৩৩২

কীর্ত্তনের সুর।

(আমার) মা ব'লে মা আশ মেটে না
(আমি) তাই ভবে অসংখ্যবার করি গো মা আনা গোনা,
কত শত দেহ ধ'রে বিবিধ বিভিন্ন স্বরে
(আমি) 'মা' বলে ডাকি মা তে রে পূরাতে মনোবাসনা ;
তবু ত মেটে না আশ মা নাম সুধা পিয়াস
(আমার) জন্মে জন্মে যায় মা বেড়ে 'মা' বলে মা প্রাণ ভরেনা,
রোমকূপ অগণন যদি আমার হয় বদন
(তবু) কোটী কল্প অনুক্ষণ 'মা' ব'লে ও মা সাধ পূরে না ;
মা-নাম সুধার কেন মাধুরীর আস্বাদন
(আমায়) দিয়াছিলি যদি মোর মনোসাধ পুরাবি না,
মা-নাম মুখে বলিব মা নাম কাণে শুনিব
(আমি) মা-নামে মাতিয়া যেন মা-নামে ভরি রসনা ;
যেন পৃথ্বি রেণুচয় মা-নামে মুখর রয়
(সদা) গগনে প্রণব-তানে মা-নামের হয় মূর্চ্ছনা,
নীরধর কোলে ঢ'লে বীজলী যেন 'মা' বলে
(সদা) সমীর ছড়ায় যেন মা-নামের উন্মাদনা ;

অমিয়-উছল শশী বিকাশি সুষমারাশি
(যেন) মধুর হাসিয়া ঢালে মা-নাম সুধা জ্যোছনা,
মেঘমন্দ্রে নীরনিধি 'মা' বলিয়া নিরবধি
(যেন) অনন্ত দিগন্তে সদা মা-নাম করে ঘোষণা ;
নীরবে কুসুম সবে নিশীথে মা-নাম গাবে
(যেন) পরিমল ছলে ঝরে মা নাম মধু-ঝরণা,
বিপিনে বিজনে বসি বিহঙ্গ দিবস নিশি
(যেন) মা-নামে বিভোর হ'য়ে করে গো মা-নাম সাধনা ;
মা-নাম ভরা ভুবনে মা-নাম-রমিত প্রাণে
(যেন) মা-নাম ভরা বদনে ম'লেও মা-নাম থামে না,
দেহ চিতানলে পুড়ে ছাই হ'লে উড়ে উড়ে
(যেন) ব্যোম বিশ্ব চরাচরে মা-নাম করে রটনা ॥১৭৪।

৩০শে চৈত্র ১৩৩২

আলেয়া ভৈরবী—আড়া।

তো-ভরা বিশাল বিশ্বে তো-হারা হ'য়ে র'য়েছি
তো-প্রেম প্লাবনে ডুবে তৃষা-পিয়াসী হ'য়েছি,
তো-মুখজ্যোতিঃ মাধুরী হেরি আঁখি হারায়েছি
তো-বদনে মধুবাণী শুনি বধির হ'য়েছি,
তো-নামে ভরি রসনা আস্বাদ-জ্ঞান ভুলেছি
তো-পদপদম-গন্ধে আঘ্রাণহীন হ'য়েছি
তো-পরশ-মাখা দেহে মধুরাবেশে গ'লেছি
তো-ভাব-ভাবিত প্রাণে আপন-হারা হ'য়েছি,

তো-সনে আত্মরমণে আনন্দরসে ম'জেছি
তো-তে মিশে যাব শেষে মনে প্রাণে বেশ বুঝেছি ॥১৭৫॥

৫ই বৈশাখ, ১৩৩৩

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

যা' কিছু নেহারি আমি সকলি তোমাতে আছে
সকলেতে আছ তুমি যাই আমি যার কাছে :
জলে স্থলে নভস্তলে আছ হে অনিলানলে
রবি-শশী-গ্রহ-তারা পত্রে পুষ্পে ফলে গাছে ;
নীরনিধি নিঝরিণী নবীন ঘন দামিনী
সবারে করিয়া কোলে আছ হে সবার পাছে ;
আঁখি-অন্তরালে মম আছ প্রাণ-প্রিয়তম
পদ দু'খানি বুকে ক'রে জড়ায়ে ধরি হে পাছে :
যেখানেই থাক নাথ। আছ হে আমার সাথ
রাতুল চরণ তব প্রাণে মোর গাঁথা আছে ;
স্থাবর জঙ্গম বিশ্বে অদৃশ্যে অথবা দৃশ্যে
সতত হেরি তোমারে নয়ন মন ম'জেছে ;
তাই ও প্রাণমোহন রূপরাশি অতুলন
জ্যোতির প্লাবনে প্রাণ ও রাঙ্গাপায়ে পশেছে ॥১৭৬॥

৩০শে বৈশাখ ১৩৩৩

ধানশ্রী।

(আমি) তোমার হইয়া তোমারে ভুলিয়া
আছি নাথ! চিরজীবন,
তুমি) আমারে ছাড়িয়া যাওনা চলিয়া
কভু হে পরাণ-রমণ ;

(তুমি) মুখ চেয়ে মোর আছ হে বিভোর
নিমেষ বিহীন নয়ন,
(তবু) তোমার আঁখিতে আঁখি মিলাইতে
ভুলেও চাহিনা কখন
(আমি) চলি হে যে পথে তুমি চল সাথে
বিপদে রুবিতে রক্ষণ
(তবু) না পাই দেখিতে না পারি বুঝিতে
হ'য়ে থাকি হারা-চেতন
(তুমি প্রেমভরে কত ডাক অবিরত
শুনি না সুধা-বচন।
(আমি) আজীবন ভবে বৃথা কলরবে
আছি হে সতত মগন ;
(তুমি) কর হে স্বপনে প্রেম-আলিঙ্গনে
কতনা সোহাগ যতন,
(আমি) জাগ্রত হইলে যাই সব ভুলে
থাকে না কিছুই স্মরণ :
(তবে) তোমাসনে মম প্রাণ-প্রিয়তম
কেমনে হইবে মিলন,
(আমি) তোমাধনে বুকে ক'রে মহাসুখে
মুদিব এ দুটী নয়ন ॥১৭৭॥

৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩

বেহাগ—আড়া।

(নাথ) তোমার প্রেমের এই ত রীতি
(সদা) তুষানলে ধিকি ধিকি জ্বলতে হয় দিবস রাতি.
প্রাণের বাসনা যত সকলি হয় প্রতিহত

(নাথ) নিয়ত নিরাশ প্রাণে উঠে কত শত ভীতি,
তনু মন জর জর পাঁজর হয় ঝাঁঝর
(নাথ) আঁখি দু'টী ঝর ঝর ঝরে সদা ভাসে ক্ষিতি,
নড়্‌তে চড়্‌তে প্রাণ ছুড়ে বুকের ভিতর ঢেঁকি পড়ে
(নাথ) ভবের হাসি কোলাহল মনে হয় বিষাদ-গীতি,
সকল জ্বালা সহিয়া মরমে সদা মরিয়া
(নাথ) থাকিলেও পাই ব্যাথা কতই নূতন নিতি নিতি,
এ সকল জেনে শুনে ক'রেছি প্রেম তোমার সনে
(নাথ) দেখ' যেন অবিচ্ছিন্ন থাকে হে তোমাতে রতি ॥১৭৮॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

(নাথ) তোমার মুখানি স্মরিলে অমনি
যদি না হারাই চেতনা,
(তবে) জানিব সকল হ'য়েছে বিফল
সারা জীবনের সাধনা ;
(যদি) নাম উচ্চারিলে অথবা শুনিলে
নয়নে না ঝরে ঝরণা,
(তবে) বিফল জনম ধরম করম
জপ তপ ধ্যান ধারণা ;
(যদি) তব নাম-রসে রজনী-দিবসে
নিয়ত না রসে রসনা,
(তবে) বুঝিব প্রাণেশ! করুণার লেশ
মোর প্রতি কভু কর'না ;
(যদি) তোমারে ভাবিতে আসে মোর চিতে

কখনও আন ভাবনা,
(তবে) জানিব তোমারে হৃদয় মাঝারে
পাব না হে কভু পাব না ;
(যদি) জাগ্রতে স্বপনে হেরি তোমা ধনে
নারি হে ভুলিতে আপনা,
(তবে) হে প্রাণরমণ ত্যজি এ জীবন
জুড়াইব মনোবেদনা ॥১৭১।

২০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩

কীর্ত্তনের সুর।

(এমন) ব্যথার ব্যথী কোথায় পাব ?
যার কাছে সব প্রাণের ব্যথা ব'লে আমি প্রাণ জুড়াব,
সুখে দুঃখে সকল সময় হৃদয় মাঝে সদাই সে রয়
(আমি) হেন প্রাণবঁধু ছেড়ে বল কার কাছে যাব ?
যে আমার মুখপানে চেয়ে আছে রেতে দিনে
(আমি) তার মুখ ছাড়া আর কার মুখপানে চাব ?
হাস্‌লে আমি যেজন হাসে কাঁদ্‌লে আঁখি-জলে ভাসে
(ওগো) কি ধন যে আমার সে বলিয়া কারে বুঝাব ?
যতই জ্বালা হোক্ না কেন সে যে আমার প্রাণ-জুড়ান,
(আমার) প্রাণের ধনকে যতন ক'রে হৃদয় মাঝে বসাব,
প্রাণের ব্যথা যত আছে পরাণ-নাথের কাছে
(আমি) প্রাণ খুলে বলিয়া কেঁদে চরণ তলে লুটাব,
পরাণ-কান্তের পায়ে কাতরে ধ'রে জড়ারে

(আমি) মুখপানে চেয়ে তারে এই কথা শুধু সুধাব,
কবে সুখ দুঃখ সব নাহি হবে অনুভব
(আমি) তোমায় বুকে ক'রে নাথ! সদাই আত্মহারা রব ॥১৮০॥
২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩

বেহাগ—আড়া।

(প্রাণ) নাথ আমায় দয়া কর,
(আমি) আজীবন অপরাধী ক্ষম মোরে প্রাণেশ্বর,
আপন করম-ফলে দিবানিশি হিয়া জ্বলে
(আমার) পর ণ উঠে উথলে আঁখি ঝরে ঝর ঝর,
অতীত করম-কথা স্মরিলে বাড়ে যে ব্যথা
(আমি) কি করিব যাব কোথা শূন্য হেরি চরাচর,
তোমা পানে তাকাইতে শকতি নাহি আঁখিতে
(নাথ) তাই অবনত মুখে কাঁদি আমি নিরন্তর,
সবার মুখে শুনি আমি থাকিতে না পার তুমি
(নাথ) কাঁদিলে ব্যাকুল প্রাণে ছুটে এসে হৃদে ধর
তাই ডাকি ত্রাহি-স্বরে সতত ব্যাকুলান্তরে
(আমি) অকূল পাথারে ডুবি নাথ! আমায় ধর ধর,
তোমার পরশ পেলে সব জ্বালা যাব ভুলে
(আমি) লুটিব আনন্দে গ'লে ও দু'টী পায়ে তে ॥১৮১॥
৩২শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩

(প্রাণ) বঁধুর সকলি মধু,
(ও তার) চির মধুময় প্রাণ প্রেম-মধুময় বধু,
মুখে মধু চোখে মধু অধরে ঝরিছে মধু
(ও তার) সুহাসে সম্ভাষে মধু আমার পরাণ বঁধু,

আঁখির নিমিষে মধু অনিমেষে আরো মধু
(ও তার) সর্ব্বাঙ্গ পূরিত মধু মধুর নিঝর বধু,
দর্শন স্পর্শন মধু, স্মরণ চিন্তন মধু,
(ও তার) রূপে মধু নামে মধু, মধুময় প্রাণবধু
রোষে মধু তোষে মধু মিলনে বিরহে মধু
(ও তার) আদরে ঔদাস্যে মধু প্রেম মধু ভরা বধু
মধুমাখা বঁধুর চরণ হৃদয়ে করি ধারণ
(আমি) পান করি অনুক্ষণ চরণ-চরণ কমল মধু ।।১৮২।।
৭ই আষাঢ় ১৩৩৩

খট-ভৈরবী—একতালা ।

(আমি) তোমারে চিনিতে নারিনু নাথ হে
সারা জীবনের সাধনে,
(শুধু) এরে ওরে তারে হৃদয়ে ধরিনু
মরিনু বিষের জ্বলনে,
(তুমি) কত রূপে দেখা দাও প্রাণসখা
সতত চেতনাচেতনে,
(আমি) তোমার আঁখিতে আঁখি মিলাইতে
তথাপি নারিনু জীবনে,
(নাথ) আর না চাহিব কভু কার' পানে
এ ছার জীবন-ধারণে,
(শুধু) দিবানিশি চেয়ে রব অনিমেষে
আকুল তৃষিত নয়নে,
(নাথ) পেলে তোমাধনে পুলকিত মনে
হৃদয়ে রাখিব যতনে,
(আমি) আজীবন থাকি আত্মহারা প্রাণে
চরণে মিশিব মরণে ।।১৮৩।

১১ই আষাঢ় ১৩৩৩

কীর্ত্তনের সুর।

(যদি) আপনহারা হ'তে নাব'

(তবে) প্রাণান্তেও যেওনা মন প্রেম করিতে সঙ্গে তাঁর.

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ কিছুতে না রবে লক্ষ

(তবে) প্রাণকান্তের প্রেমবিন্দু পেলেও একদিন পেতে পার',

দেহে আত্ম-অনুভূতি সুখে প্রীতি দুঃখে ভীতি

(ও মন) মুছে ফেল সব স্মৃতি যা কিছু আছে তোমাব,

পাগল প্রাণে অবিরত বেডাও সরল শিশুর মত

(ও মন) বর্ত্তমান ভূত ভবিষ্যৎ ভাবিওনা কিছু আর,

সদা আত্মহারা প্রাণে থাকরে মন ধ্যানে জ্ঞানে

(তব) াসনা কল্পনা সব সঁপিয়া চরণে তাঁর,

আপন অস্তিত্ব ভুলে লুটাও তাঁর চরণ-মূলে

(ওমন) প্রাণেশে প্রাণ সমর্পণ সিদ্ধি প্রেম সাধনার ॥১৮৪॥

২৫শে আষাঢ ১৩৩৩

আলেয়া ভৈরবী—আড়া।

তো-ভরা মহান্ বিশ্বে আপনহারা হ'য়েছি,

তো-মাখা প্রপঞ্চে মিশে মধুরাবেশে র'যেছি,

তো-আঁকা আকাশে তোরে নেহারি প্রাণ ভ'রেছি,

তো-মাখা রেণু-মুকুরে বিম্বিত তো-রূপ হেরেছি,

তো-মুখ মৃগাঙ্কে হেরে মন প্রাণ জুড়ায়েছি,

তো-মাখা অরুণ-ভাতি দু'নয়নে মাখায়েছি,

তো-মধুভরা কুসুম-আমোদে আত্ম ভুলেছি,

তো-মাখা মৃদু সমীর-পরশ সুখে গ'লেছি,

তো-শ্বাস পুরিত কণ্ঠে তো-গান তানে মেতেছি,

তো-মাখা রসনা সনে তো-নাম রসে ম'জেছি,
তো-ময় দেহ ধারণে তো-পদে প্রাণ সঁপেছি,
তো-সনে দেহাবসানে মিশিব তা' ঠিক জেনেছি ॥১৮৫॥

১লা শ্রাবণ ১৩৩৩

রামপ্রসাদী সুর।

(আমায়) কত ভালবাস তুমি.
(নাথ) সে কথা পড়িলে মনে আমাতে না থাকি আমি.
প্রথমে পশিয়া ভবে নয়ন মেলিনু যবে
(নাথ) অমনি আঁখিতে আঁখি মিলায়ে হাসিলে তুমি,
তদবধি প্রতিক্ষণে নিমেষহীন নয়নে
(নাথ) মোর মুখপানে চেয়ে হাসিছ দিবসযামী,
সুখে বা দুঃখেতে থাকি সেই হাসিমাখা আঁখি
(নাথ) সারা বিশ্বভরা হেরি জাগিয়া থাকি বা ঘুমি.
তুমি সদা বুকে ক'রে জড়ায়ে র'য়েছ মোরে
(নাথ) তব প্রেম-আলিঙ্গনে আবেশে অবশ আমি
কত যতন আদরে সতত সোহাগ-ভরে
(নাথ) তোষ মোরে মধুমাখা বচনে বদন চুমি,
তোমাধনে বুকে ক'রে থাকি হে যেন বিভোরে
(নাথ) আজীবন তোমাসনে পরাণে পরাণে রমি ॥১৮৬॥

১৭ই শ্রাবণ ১৩৩৩

বেহাগ—কাওয়ালি।

(ওই) হাসি মুখ হেরি এসেছি ভুবনে
হাসি মুখ হেরি যাইব,

(আর) হাসিমুখ হেরি জীবন যাপিব
হাসিমুখ হেরি থাকিব ;
(ওই) হাসিমুখ হেরি আবেশে গলিয়া
সকল বেদনা ভুলিব,
(আর) হাসিমাখা মুখ অমিয়-মাধুরী
নিঝরে পরাণ ভরিব ,
(ওই) হাসিমুখ হেরি হাসিব কাঁদিব
আঁখি জল পুনঃ মুছিব,
(আর) হাসিমুখ হেরি বিভোর হইয়া
ও রাঙ্গা চরণে লুটিব ;
(ওই) হাসিমুখ হেরি খাইব শুইব
হাসিমুখ হেরি ঘুমিব.
(আর) হাসিমুখ হেরি সুষুপ্তি স্বপনে
হাসিমুখ হেরি জাগিব ,
(ওই) হাসিমুখ হেরি সারাটী জীবন
হাসিমুখ হেরি মরিব,
(আর) হাসিমুখ হেরি হাসিতে হাসিতে
যেখানে পাঠাবে যাইব ,
(ওই) হাসিমুখ বুকে ক'রে মহাসুখে
নিমেষ-বিহীন হেরিব,
(আর) হাসিমুখে আঁখি রাখি মাখামাখি
রাতুল চরণে মিশিব ॥১৮৭॥

১লা ভাদ্র ১৩৩৩

সিন্ধুভৈরবী—আড়া।

অসীমপ্রেম তোমার সসীম হৃদয় মো'র
ধরিতে নারি হে নাথ। উছলিত অনুক্ষণ,
সে প্রেম-প্লাবনে আমি ভাসি ডুবি দিবাযামী
নেহারি ও মুখশশী আবেশে ভুলি আপন,
প্রেমের পীযূষ-ভরা পরাণ আকুল-করা
অধরে অমিয় হাসি হেরি হই অচেতন,
প্রেমরাশি ঢল ঢল রাতুল আঁখি-যুগল
প্রাণে ঢালে অবিরল শান্তিসুধা-প্রস্রবণ,
তব মধু-মাখা বাণী জুড়ায় তাপিত প্রাণী
মধুর সান্ত্বনে করে কত আশা উদ্দীপন,
জাগ্রতে স্বপনে মম তব রূপ অনুপম
জাগিছে মধুরোজ্জ্বল সতত প্রাণ রমণ,
দেখ' নাথ। এই ক'র যেন হে থাকি বিভোর
নিরন্তর তব প্রেম-আবেশে চির জীবন,
দেহান্তে সব পাসরি তব প্রেমের মাধুরী
স্মরি অশ্রুনীরে ভরি যেন হে মুদি নয়ন ॥১৮৮॥

১লা আশ্বিন ১৩৩৩

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

মহাব্যোম পর-পারে ব'সে আছ একধারে
মোর মুখপানে চেয়ে কে তুমি প্রাণ-মোহন?
অতুল রাতুল আঁখি নিমেষবিহীন রাখি
হাসিছ মধুর হাসি মজায়ে পরাণ মন,

সে হাসি তপন-শশী ছড়ায়ে দিবস-নিশি
আলোকে পুলকে প্রাণ প্লাবিছে প্রাণ-রমণ,
অমিয় পরশ-মাখা সমীরে পরাণ-সখা
সর্ব্বাঙ্গ জুড়ায়ে মোর কর প্রেম-আলিঙ্গন,
মধুর প্রণব তানে সদা মোর কাণে কাণে
সঙ্গোপনে কর নাথ। কত প্রেম-আলাপন,
প্রাণকান্ত। তোমা-সনে স্বপ্ন-সুপ্তি-জাগরণে
মধুর মিলনে সদা যাপি হে সারা জীবন,
চবমে রাঙ্গা চরণ বুকে করি হেরি যেন
ও প্রেমমুখ তোমার নয়নে রাখি নয়ন ॥১৮৯॥

৩রা আশ্বিন ১৩৩৩

ভৈরবী—আড়া।

(ও মন) চল্‌বে রজস্তমঃ-পারে
(যদি) প্রাণভ'রে তুই বুকে ক'রে জড়ায়ে ধরিবি তারে,
শুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত উজ্জ্বল-প্রতিভান্বিত
(ও তোর) পরাণ-রমণ থাকে সহস্রারের পরপারে,
কোটী পূর্ণশশী দ্যুতি প্রীতির প্রতিমূরতি
(ও সে) মোহন মধুর অতি স্ফুরতি জ্যোতিঃ-আকারে,
বিশুদ্ধাজ্ঞা মণিপুরে সতত সে জ্যোতি স্ফুরে
(ও মন) অনাহতে প্রতিহত তার নীচে সে নাবে না রে,
তাই বলি থাক্ সমাহিত নিত্য সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত
(ও মন) প্রাণেশ-সনে রমিত ভুলে সদা আপনারে,
সে প্রিয় প্রাণ-রমণে জড়ায়ে প্রেমালিঙ্গনে
(ও মন) আবেশে বিভোর প্রাণে রাঙ্গা পায়ে মিশে যারে ॥১৯০॥

৭ই আশ্বিন ১৩৩৩

কীর্ত্তনের সুর।

(ও মন) পাগল কি আর গাছে ফলে ?
(সেই) প্রাণনাথকে বুকে ক'রে আপন-হারা নাহি হ'লে :
তার প্রেমে যে হয় রে পাগল নেচে বেড়ায় বাজিয়ে বগল
(ও সে) সদাই বকে আবল তাবল আঁখি দু'টি ভাসে জলে
যাকে দেখে তাকেই বুকে ক'রে ভাসে মহাসুখে
(ও সে) সবার ভিতর সদাই দেখে যে আছে তার হৃদকমলে,
পাগলের হয়রে জ্ঞান চেতন-জড়ে সব সমান
(ও তার) সবার উপর সমান টান আপন হ'তেও আপন ব'লে
যার তার কাছে প্রাণের কথা ব'লে জুড়ায় প্রাণের ব্যাথা
(ও সে) আপন প্রাণনাথ জ্ঞানে লুটায় সবার চরণ-তলে,
খেতে গিয়ে গিল্‌তে ভোলে হাস্‌তে গিয়ে কেঁদে ফেলে
(ও সে) ঘুমায় দু'টী চক্ষু মেলে চক্ষু বুজে পথে চলে,
মাঝে মাঝে আকুল প্রাণে চেয়ে থাকে আকাশ পানে
(ও সে) নড়িতে চড়িতে নারে চল্‌তে গেলে চরণ টলে,
নির্জ্জনে বসি গোপনে কথা যেন কয় কার সনে
(ও সে) কভু কাঁদে কভু হাসে প্রেমাবেশে নয়ন গলে,
হ'তে হ'লে হেন পাগল কাঁদ্‌তে হয়রে অবিরল
(ও তার) চরণ-মূলে লুটিয়ে প'ড়ে "আমি তোমার হ'লাম"
বলে ॥১৯১॥

৯ই আশ্বিন ১৩৩৩

সিন্ধুকাফি—আড়াঠেকা।

(হেন) প্রাণনাথ আর কার বা আছে ?
(আমার) আঁখির আড়াল কর্‌তে নারে সদাই থাকে কাছে কাছে

আমি যবে চলি পথে নাথ চলে সাথে সাথে
(সে যে) সবার অজ্ঞাতসারে কভু আগে কভু পাছে,
ভোজনে বসি যখনি ছুটিয়া আসি অমনি
(সে যে) অলক্ষ্যে বীজন করে অন্য কেহ দেখে পাছে,
নিঝুম নিশীথ কালে ঘুমে যবে আঁখি ঢুলে
(আমি) শুতে গেলে দেখি নাথ কোল পেতে ব'সে আছে,
প্রভাতে পুনঃ যখন করি আঁখি উন্মীলন
(আমি) অমনি নেহারি নাথ মোর পানে চেয়ে আছে,
অমিয়-উছল হাসি আঁখি-ভরা প্রেমরাশি
(আহা) দিবানিশি হেরি আমার পরাণ-পুতলি নাচে,
অপরাধ শত শত করি যত অবিরত
(ও সে) ক্ষমা করে সব আমার দোষ গুণ নাহি বাছে,
তাই আশা-ভরা প্রাণ আবেশে হারায়ে জ্ঞান
(আমার) পরাণ-নাথের পায়ে চরমে শরণ যাচে ।।১৯২।।
২৯শে আশ্বিন ১৩৩৩

বেহাগ—আড়া ।

(ও মন) চিন্তন মনন ধ্যানে
(সদা) সঙ্গোপনে আকুল প্রাণে স্মররে পরাণ-ধনে,
দর্শন স্পর্শন ঘ্রাণে শ্রবণে রসাস্বাদনে
(ও মন) ম'জে থাক প্রাণে প্রাণে সেই প্রাণনাথ সনে,
যে তোমারে দিবানিশি বুকে ক'রে আছে বসি
(ও মন) মুখ চেয়ে অনিমেষে অমিয়-দিঠি নয়নে,
কি জাগ্রত কি স্বপনে বিচ্ছেদ-হীন মিলনে
(ও মন) চির-আলিঙ্গিত থাক পরাণ-রমণ সনে,
সঁপি তনু মন প্রাণ হারায়ে অস্তিত্ব জ্ঞান
(ও মন) সে বদন হের আঁখি উন্মীলন-নিমীলনে ।।১৯৩।।
১৪ই কার্ত্তিক ১৩৩৩

পিলুখাম্বাজ—যৎ।

আমার ভিতর 'আমি' হয়ে বেশ ত লুকিয়ে আছ তুমি
স্থাবর জঙ্গম বিশ্ব ভুবন খুঁজে খুঁজে মরি আমি,
আজীবন আকুল প্রাণে ছুটী এখানে সেখানে
হিয়ার ধন যে হিয়ায় আছ কিছুতে না বুঝি আমি
যার কাছে প্রাণ যেতে চায় ধর্‌তে বুকে ক'বে তোমায
তাব ভিতর যার মুখটী হেরি সে ত সেই আমারি আমি,
লুকোচুরী খেল্‌তে ভাল বাস তুমি চিরকাল
তাই ব'লে কি নিরবধি নয়ন-জলে ভাস্‌ব আমি,
আমার 'আমির' ভিতর তুমি ক'রেছ বেশ লীলাভূমি
তোমার ভিতর এবার আমি থাক্‌ব হে হৃদয়স্বামি।
তোমার ভিতর "আমি" রব আমার ভিতর "তুমি" হব
তোমায় আমায় মাখামাখি থাক্‌ব আমি দিবাযামী ॥১৯৪॥

২৮শে কার্ত্তিক ১৩৩১

বেহাগ খাম্বাজ—একতালা।

(নাথ) তোমার ভিতরে তোমা-হারা হ'য়ে
ঘুরে মরি ইহ-জীবনে,
(আমি) বুঝিতে নারি হে র'য়েছি রমিত
তোমা-সনে চির-মিলনে,
(নাথ) তোমারে খুঁজিতে হারানু তোমারে
তোমা-ময় বিশ্ব ভুবনে,
(আর) তোমারে হৃদয়ে রাখিতে নাথ হে
মরিনু বিরহ-দহনে,
(নাথ) তোমার মধুর মোহন মূরতি

হেরিতে চেতনাচেতনে,
(আমি) আঁখি পালটিতে নারি হে প্রাণেশ
জাগ্রত-সুষুপ্তি-স্বপনে,
(নাথ) তোমার অমিয় পরশের আশে
সতত তৃষিত পরাণে,
(আমি) আপন হারায়ে জড়ায়ে ধরি হে
যারে দেখি দু'টী নয়নে,
(নাথ) পাব কি কখন তোমার হৃদয়ে
এ দেহ জীবন-ধারণে,
(আর) তব আলিঙ্গন রসে নিমগন
চরণে মিশিব মরণে ॥১৯৫॥

৬ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৩

বেহাগ—আড়া।

কবে হবে সে মিলন ?
তব প্রেম-আলিঙ্গনে বিলুপ্ত হবে চেতন,
আঁখি নিমীলিত হবে নাসাতে না শ্বাস ব'বে
রসনা নীরব রবে বধির হবে শ্রবণ ?
স্বাদ ঘ্রাণ লয় পাবে স্পর্শ-অনুভূতি যাবে
ধমনী নিস্তব্ধ হবে হৃদি না হবে স্পন্দন,
দেহ মন প্রাণ সবে তোমাতে নিহিত রবে
আমি-হারা 'আমি' হবে তোমাতে চির-মগন,
কবে তোমার সনে মধুর আত্ম-মিলনে
রব আত্মহারা প্রাণে দিবানিশি অনুক্ষণ,
কবে প্রেম মাখামাখি তোমাতে রমিত থাকি
আর না মেলিব আঁখি বল হে প্রাণ-রমণ ?১৯৬॥

২২শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৩

বাউলের সুর।

তনু মন প্রাণ সঁপি যে জন বিকায়
(আমার) প্রাণনাথের প্রাণ-জুড়ান রাঙ্গা দু'টী পায়,
(ও সে) ভবের ভাবনা (কভু) কিছুই ভাবে না
সুখ দুঃখ ভাল মন্দ দ্বন্দ্বের হাত এড়ায়,
(সদা) আনন্দে বিভোর থাকে
(ও সে) জ্বলে না ত্রিতাপ-জ্বালায় ;
(তার) মুখটীতে হাসি (সদাই) প্রাণটী উদাসী
আপনহারা ভাবে বেড়ায় হেথায় সেথায়,
(ও সে) প্রাণনাথকে বুকে ক'রে
(সদাই) হেসে খেলে দিন কাটায় ;
(তার) কাছে যে আসে (তারেই) ভালবাসে সে
আপন জ্ঞানে পাগল প্রাণে পায়ে তার লুটায়,
(ও সে) প্রেমাবেশে অনিমেষে
(তার) মুখপানে সদাই চায়,
(সারা) বিশ্ব-ভুবেন (ও সে) হেরে এক জনে
প্রাণ মন সঁপেছে সে যাহার চরণে,
(ও সে) ধ্যানে জ্ঞানে আন জানে না
(সদাই) হিয়ার ধন হেরে হিয়ায ।১১৭॥

২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

ঝিঝিট খাম্বাজ—ঠুংরি।

তোমার চরণে নাথ ! সঁপেছি পরাণ
তোমা বিনা আপনা নাহি জানি আন,
তোমারে হৃদয়ে রাখি সতত বিভোর থাকি
দিবস-নিশি নিরখি ও প্রেম-বয়ান,

পরশে নাথ! তোমারি আঁখি না মেলিতে পারি
অমিয়-পাথারে আমি হই নিমগন,
তোমারে স্মরি যখনি ভরিয়া উঠে অমনি
মাধুর্য্যরস-আবেশে হিয়া মন প্রাণ,
তব প্রেম স্মরি যেন আজীবন অনুক্ষণ
ও রাঙ্গা চরণে হয় দেহ-অবসান ॥১৯৮॥

৭ই আষাঢ় ১৩৩৪

ঝিঝিঠ খাম্বাজ—মধ্যমান।

বিরাট্‌ বিশ্বের অন্তরালে প্রণব-রোলের তালে তালে
প্রাণের দুলাল প্রাণের সাধে নেচে আমার প্রাণ মাতায়,
রবি শশী তারা সনে নাচে গগন-প্রাঙ্গণে
ধীর সমীরে ধীরে ধীরে নেচে কিশলয় কাঁপায়,
বিশাল বারিধি সনে নাচে সে গভীর স্বনে
উল্লাসে উথলি সদা সলিল রাশি ছড়ায়,
তটিনী-তরঙ্গ সঙ্গে নাচে কত রঙ্গ-ভঙ্গে
মৃদুল বায়ে দিবানিশি দুলে দুলে প্রাণ দোলায়,
নির্জ্জনে নির্ঝর সনে নাচে সে গিরি-গহনে
নীরদের সনে নেচে বিজলী বুকে জড়ায়,
দামিনী ক্ষণ-চমকে নাচে থমকে থমকে
খল খল হেসে হেসে ঢলে পড়ে মেঘের গায়,
আঁখির প্রতি নিমেষে নাচে সে মধুরাবেশে
হৃদয়-স্পন্দনে শ্বাসে নিরত নেচে বেড়ায়,
নাচে শিরা-ধমনীতে ধাবিত শোণিত-স্রোতে
অঙ্গে রোমকূপে নাচে অস্থি-মাংস-মেদ-মজ্জায়,

সে নাটুয়া বুকে ক'রে এসেছি এ দেহ ধ'রে
সতত আছি বিভোরে আজীবন এ ধরায়,
বুকে করি সে নাটুয়া আবেশে ভরিয়া হিয়া
নাচি ত নাচিতে আমি উঠিব গিয়া চিতায়,
বুকে করি প্রাণরমণে চিতানল শিখাসনে
আনন্দে মাতিয়া নাচি মিশিব তার রাঙ্গাপায় ।১১।

১০ই শ্রাবণ ১৩৩৪

ভৈরবী-কাওয়ালী।

(ও মন) কেন এত খুঁজে মর
সবার ভিতর আছেন তোমার প্রিয়তম প্রাণেশ্বর,
দেখ্‌বার মতন দেখ্‌তে শেখ' চেয়ে চক্ষু বুজে দেখ'
পরাণকান্তে তে মার ব্যাপ্ত বিশ্বচরাচর,
জলে স্থলে ব্যোমপথে হের তোমার প্রাণনাথে
কি স্বপনে কি জাগ্রতে দিবানিশি নিরন্তর,
শরীরী সে সব শরীরে তবে আবার ভাবনা কিরে,
সবাইতোমার প্রাণরমণ যা' দেখ জঙ্গম স্থাবর,
দেবতা দানব নর গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ কিন্নর
যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর সবাই তাঁর রূপান্তর,
আছেন তিনি ভেক-ভুজঙ্গে বিহঙ্গে কীট-পতঙ্গে
তুরঙ্গ-কুরঙ্গরূপে ভ্রমেন বন বনান্তর,
দ্বিরদ ব্যাঘ্র ভল্লুক সিংহ সারমেয় বৃক
তরক্ষু শৃগাল আদি তিনিই সকল বনচর,
ময়ূর ময়ূরী সনে নেচে বেড়ান বনে বনে
মীন কূর্ম্ম নক্র সনে আছেন জলধির ভিতর,

শৈল সরিৎ নির্ঝরিণী তরু লতা গুল্ম তিনি
পত্র পুষ্প ফল পল্লব তিনিই মধু মধুকর,
তাই বলি মন যারে পাবে তাতেই অমনি ডুবে যাবে
তার ভিতরে দেখ্‌তে পাবে আছেন তোমার প্রাণেশ্বর,
প্রাণ ভরি সেই প্রাণেশ্বরে হৃদয়ে জড়ায়ে ধ'রে
থাক রে বিভোর হ'য়ে সতত নিশি-বাসর।১০০।

সিন্ধুআড়া—ভৈরবী।

যত ভালবাস তুমি তত অপরাধ করি
সে কথা যখনি স্মরি সরমে মরমে মরি ;
যতবার পড়ি আমি কোলে তুলে লহ তুমি
বুকে ক'রে মুখ চুমি মুছাও নয়ন বারি,
করমের ফলে যবে পরাণ জ্বলে নীরবে
জুড়াও সকল জ্বালা হৃদয়ে জড়ায়ে ধরি,
বিপদে হ'লে হতাশ অমনি ছুটিয়া আস
উল্লাসে উথলে প্রাণ তব হাসিমুখ হেরি,
রক্ষা কর ভয়-ত্রাসে সদা থাক পাশে পাশে
সব দুঃখ তাপ নাশ ভালবাস প্রাণ ভরি,
কে বল পরাণ ভ'রে এত ভালবাসে মোরে
পদে পদে অগণিত অপরাধ ক্ষমা করি,
তব প্রেম অতুলন স্মরি আমি আজীবন
আনন্দে আকুল প্রাণে অবিরাম যেন ঝরি,
চরমে ও মুখে হাসি হেরি প্রেমানন্দে ভাসি
চ'লে যাই তব রাঙ্গা পা দু'খানি বুকে করি।২০১।

৬ই ভাদ্র ১৩৩৪

রামপ্রসাদী সুর।

(আমি) সকল সুখের স্বাদ পেয়েছি,
(নাথ) সুখের জ্বালায় জ্ব'লে ম'রে দুঃখের সুখে ভ'রে আছি,
সুখ ব'লে যা ধরি বুকে তাতেই মরি মহাদুঃখে
(তাই) সুখের স্মৃতি মুছে ফেলে দুঃখের জোরে বুক বেঁধেছি,
সুখের জ্বলন নিশি-দিবে সদাই জ্বলে নাহি নিবে
(নাথ) প্রাণ পুড়ে ছাই হ'য়েছে মোর জ্ব'লে পুড়ে খাক্ হ'য়েছি,
সুখ যে আসে দুঃখের বেশে দুঃখ আসে হেসে হেসে
(নাথ) দেখে শুনে আজীবন এখন আমি বেশ বুঝেছি,
তাই ত নাথ মনে জ্ঞানে কিছুতে আর সুখ চাহিনে
(এখন) সুখ দুঃখ সকল ভুলে রাঙ্গা পায়ে প্রাণ সঁপেছি ॥২০১॥

২০শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৪

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া।

বিদেহ-মিলন সুখ দেহধারী কিবা জানে ?
দরশ বিনা পরশ-রস বহে প্রাণে প্রাণে,
দেহ কেন থাক্‌না দূরে দেহী আছে অন্তঃপুরে
প্রেমিক সদা ফিরে ঘুরে নেহারে সে মুখপানে,
যখন সে যেখানে যায় যে দিকে আঁখি ফিরায়
সারা বিশ্বভরা হেরে তাহার প্রাণের প্রাণে,
যখন যে রব সে শোনে অমনি তার হয় গো মনে
প্রাণধন যেন তার কথা কয় কাণে কাণে,
সব গন্ধের ভিতরে প্রেমিক সদা মনে করে
প্রাণনাথের পাদপদ্ম-সুরভি পশিছে ঘ্রাণে,

ধীর সমীর-পরশে অবশ হয় সে প্রেমাবেশে
নিজ প্রাণ-প্রিয়তম প্রেম-আলিঙ্গন জ্ঞানে,
সব রূপ-রব-রসে সব আঘ্রাণ-পরশে
বঁধুর মধুর মিলনে সে থাকে আত্মহারা প্রাণে,
বিদেহ-মিলনে হেন আজীবন থাকি যেন
পরাণ বঁধুর সনে মিলি দেহ-অবসানে ।২০৩।

৩০শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৪

বারোঁয়া—ঠুংরি।

(ওমন) তোমার ভাল কিবা জান?
তাঁর উপর কর নির্ভর যাঁর পায়ে সঁপেছ প্রাণ,
তুমি যা' অমৃত বল হয় ত বা তা' হলাহল
আবার যা' ভাব গরল তাহাই অমিয়-খান,
শীতল যা' মনে কর তা'তেই হয় ত জ্ব'লে মর
পদে পদে প্রতারিত হইয়া হারাও জ্ঞান,
তাই ছু'টী হাতে ধ'রে শুন রে মন বলি তোরে
ভাল মন্দ বিচার ছেড়ে নিবিরে তাঁর স্নেহের দান,
তোর যাতে মঙ্গল হয় ভাবেন তিনি সব সময়
এ ভবে বল্ কে আর তোরে ভালবাসে তাঁর সমান,
চরণে তাঁর সঁপি সব নিশ্চিন্ত থাক নীরব
নিশ্চয় করিবেন তিনি তোমার কল্যাণ বিধান ।২০৪।

১লা পৌষ ১৩৩৪

বাগেশ্রী—আড়া ।

(গোরা) হরি ব'লে নাচে হরি ব'লে গায
হবি ব'লে খেলা করে,
(আর) হরিনাম তার শ্রবণে পশিলে
অমনি নয়ন ঝরে,
(গোবা) হরি নামে মাতি থাকে দিবাবাতি
হরি-প্রেমাবেশে ভ'রে
(আর) হরি ব'লে হাসে হরি ব'লে কাঁদে
হবি বলে উচ্চস্বরে.
(গোরা) হবিবোল ব'লে টেনে লয় কোলে
দু'নয়নে হেরে যারে,
(আব) হরিবোল ব'লে মাতায সকলে
পথে ঘাটে ঘরে ঘবে,
(গোরা) হরিবোল ব'লে পড়ে ঢ'লে ঢ'লে
কাঁদিয়া উঠে শিহরে,
(আর) চকিত নয়নে চাহে ক্ষণে ক্ষণে
অনিমেষে শ্বাস ধ'রে,
(গোরা) 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
লুটায় সবার দ্বারে,
(ওই) আবেশে বিভোর গৌর-কিশোর
তুলে লও বুকে ক'রে ।২০৫।

২১শে ফাল্গুন ১৩৩৪

খাম্বাজ—মধ্যমান।

ভুবনমোহন আমার প্রাণ-মোহনিয়া
সঁপেছি পরাণ তাঁরে নিমেষ হেরিয়া.
নিমেষ দরশ পেয়ে অনিমেষে আছি চেয়ে
আনন্দে আপনা ভুলি আবেশে গলিয়া,
মোহনিয়া-আঁখি সনে দিবস-নিশি মিলনে
অমিয়প্লাবনে আমি রয়েছি ডুবিয়া,
সারা বিশ্ব-ভরা দেখি সেই হাসিমাখা আঁখি
নিমেষ-বিহীন সদা রয়েছে চাহিয়া,
সে মধুমাখা চাহনি সে হাসি-জ্যোতি-লাবণি
পবাণ ভরিয়া দেয় অমিয় ঢালিয়া,
সে আঁখিতে রাখি আঁখি আজীবন যেন থাকি
চরমে রাঙ্গা চরণে যাই গো মিশিয়া।২০৬।

২রা চৈত্র ১৩৩৪

খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা।

সকল ছেড়ে 'ধর্‌গে যা রে নাথের রাঙ্গা পা দু'খানি
তা' হ'লে জনমের মত জুড়াবে হিয়া এখনি,
এরে ওরে তারে ধ'রে অকূলে কূল পাবি না রে
বিপদে শ্রীপদ বিনে নাহি আর অন্য তরণী,
নাথের চরণ পেতে হ'লে কাঁদ্‌তে হয় রে ফুলে ফুলে
'হা নাথ' 'হা নাথ' ব'লে ডাকিলে আসেন অমনি,
তিনি যে কি কৃপাময় ভাবলে পাগল হ'তে হয়
সবার মুখপানে চেয়ে আছেন দিবা-রজনী,

বিপদে কেউ পড়ে পাছে সদাই থাকেন কাছে কাছে
না ডাকিলেও প্রাণের টানে ছুটিয়া আসেন আপনি
এ হেন প্রাণ-রমণে ভুলেও না পড়ে মনে
পরাণ আকুল হয় সে কথা ভাবি যখনি ।২০৭।

৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫

শ্রীরাগ।

(নাথ) আঁখি দু'টী মুদি হেরিব তোমারে
মুখ বুজে কথা কব,
(আর) পরশ-বিহীন প্রেম-আলিঙ্গনে
আবেশে বিভোর রব ;
(নাথ) কভু যদি তুমি চাহ মোর পানে
নয়ন ফিরায়ে লব.
(আর) প্রতি রোমকূপে কোটী আঁখি মেলি
হেরিব মাধুরী তব ;
(নাথ) মোর সনে যবে কথা কবে তুমি
গরবে রব নীরব,
(আর) নিভৃত স্পন্দনে লুটিবে হৃদয়
ও রাঙ্গা চরণে তব ;
(নাথ) ও পাদ-পরশে কোটী জনমের
ভুলিব বেদনা সব,
(আর) পা'দুখানি বুকে জড়াইয়া সুখে
দিবস রজনী রব ।২০৮।

৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

সকল কর্ম্মের ফল যদি মা একে একে ভুগতে হ'ল
তোর পায়ে সঁপিয়া প্রাণ তবে কি হইল ফল ?
তোর চরণ-কমল-ছায়া পেলে গো মহামায়া
ভেবেছিনু জন্মের মত পরাণ হবে শীতল,
সে আশায় মা প্রতারিত হ'য়ে হেরি বিপরীত
দ্বিগুণ সাজা দিস্‌গো তারে যারে মা তুই বাসিস্ ভাল,
খাদ কাটিয়ে নিতে তাকে পোড়াস্ মা তুই পুটপাকে
ভাল ক'রে জ্বেলে প্রাণে ত্রিতাপের তুষানল,
জানি তুই বাঁচাবি যারে বিষবড়ী মা দিস্ বিকারে
মন বুঝে ত প্রাণ বুঝে না তাই মা কেঁদে হই পাগল,
কবে মা তুই নিবি কোলে সব জ্বালা যাব ভুলে
হের্‌ব হাসিমুখখানি তোর প্রেমমাখা ঢলঢল ।২০১।

২৬শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫

খাম্বাজ—ঢিমেতেতালা।

ভবের কূলে দাঁড়িয়ে মন সদাই এত কাঁদ কেন ?
অকূলের কাণ্ডারী হরি সাথে সাথে আছেন জেন' ;
তাঁহারে ধরি হৃদয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড় নির্ভয়ে
তোমায় তিনি বুকে ক'রে তারিবেন করি যতন
উত্তাল তরঙ্গ সঙ্গে নাচাবেন রঙ্গে ভঙ্গে
তা' দেখে আতঙ্কে তুমি চকিত হবে যখন,
মুখ চুমি স্নেহ ভরে আশ্বাসি কত আদরে
তোমার বিপদ ভয় করিবেন সব নিবারণ,

তাই বলি ভব সাগরে ভয়ে আকুল হ'ওনা রে
তাঁহারে জড়ায়ে বুকে থাক' রে ভাই অনুক্ষণ,
তাঁর হাসিমুখ চেয়ে সতত থাক নির্ভয়ে
'যা' কর হে নাথ' বলি কর আত্মসমর্পণ।২১০।

৪ঠা শ্রাবণ ১৩৩৫

ভৈরবী—কাওয়ালী

গৌরীপতি হ'লে হে গৌরীহরি ;
লীলারসময় ! তব নিত্যলীলা অভিনব,
জীব তরাতে ভবে এলে ভক্তবেশে অবতার ;
শিরে ছিল জটাজুট ক'রেছ তাহা মণ্ডিত
তাই সুরধনী ধারা বহিছে ঝরি,
ললাটের বহ্নি শশী মিশিল সর্ব্বাঙ্গে পশি
দিনকর-অরুণিমা আঁখি দু'টী করে চুরী ;
করে ত্রিশূল ডমরু হ'ল দণ্ড কমণ্ডলু
প'রেছ তুলসীমালা অক্ষমালা পরিহরি ;
হরে কৃষ্ণ হরে রাম বলিতে হে অবিরাম
এবে প্রেমে গদগদ মুখে বল হরি হরি ;
উদ্দণ্ড তাণ্ডব নৃত্যে মাতি ধরা কাঁপাইতে
এবে সংকীর্ত্তনে মাতি ভূমে দাও হে গড়াগড়ি ;
আবার উঠিয়া পুনঃ ভক্তে দাও আলিঙ্গন
লীলার মাধুরী তব হেরি যাই বলিহারি।২১১।

২০শে শ্রাবণ ১৩৩৫

খাম্বাজ—আড়া

তুয়া পদে নাথ! সঁপেছি পরাণ,
তুয়া বিনে এ জীবনে নাহি জানি আন,
তুয়া সনে প্রাণে প্রাণে আলিঙ্গনে
আবেশে বিভোর থাকি হারায়েছি জ্ঞান,
তুয়া পরসঙ্গে প্রেম-তরঙ্গে
আপনা পাসরি আছি সুখে ভাসমান,
তুয়া রাঙ্গা চরণ পরাণ-জুড়ান
সাধন-ভজন-ধন আরাধন ধ্যান
তুয়া মধুমাখা নাম প্রাণসখা
রসনায় গান করি প্রাণ ভরি পান,
তুয়া দরশন নয়ন-রসায়ন
প্রাণ-মনোমোহন প্রেমরস-খান,
তুয়া পরশন হে প্রাণরমণ
পিয়াসে তৃষিত চিত আকুলিত প্রাণ,
তুয়া দু'টী চরণ জড়ায়ে হৃদে যেন
দেখ' নাথ! হয় মম দেহ অবসান ।২১২।

৫ই পৌষ ১৩৩৫

বারোঁয়া—ঠুংরি

(ওমন) দেখ্ না একবার হ'য়ে তার
সঁপি তনু মনপ্রাণ যা' কিছু তোর আছে আর,
তুই যদি মন হ'স্ রে তার সে হবে তোর আপনার
আপন হ'তেও আপন হ'য়ে বইবে রে তোর সকল ভার,
অকূলে তোর ভয় কি আর সে যে রে তোর আপনার

ছুটে এসে এখনি সে বুকে ক'রে ক'র্‌বে পার,
কচি ছেলের মতন ক'রে নির্ভর সব তাঁর উপরে,
চুপ্‌টী ক'রে থাক্‌গে ব'সে মুখ্‌টী পানে চেয়ে তার
মায়ের মতন যতন ক'রে ডানার ভিতর রাখবে তোরে
পাখীর ছানার মতন মুখে আনিয়া দেবে খাবার,
ত্রিতাপ-জ্বালায় কাতর হ'লে অমনি তুহে নেবে কোলে
মুখ চুমি হৃদে ধরি দূর করিবে দুঃখ-ভার
থাক্‌তে এমন প্রাণরমণ যার তার কাছে যাস্‌ কেন মন
হন্য হ'য়ে বেড়াস্‌ ছুটে সদাই করিস্‌ হাহাকার'
তাই বলি মন ধৈর্য্য ধ'রে নীরবে স'ব সহ্য ক'রে
থাক্‌রে বিভোর হ'য়ে বুকে জড়িয়ে দু'টী চরণ তার
তা হ'লে মন দেখ্‌বি তখন জুড়ায়ে তোর সব জ্বলন
বুঝবি "আত্ম-সমর্পণই" সিদ্ধি সর্ব্ব সাধনার ।২১৩।

৬ই পোষ ১৩৩৫

আলেয়া ভৈরবী—আড়া ।

কেমনে ভুলিব নাথ ! স্মৃতি অনুভূতি সব ?
সতত তোমারে স্মরি প্রেমে আত্মহারা হব ;
হরষ না হবে সুখে কাতর না হবে দুঃখে
তোমারে জড়ায়ে বুকে আবেশে বিভোর রব ;
নির্দ্বন্দ্ব হইবে প্রাণ ঘুচিবে বৈষম্য জ্ঞান
তোমা বিনা কিছু আন নয়নে নাহি হেরব ;
বাহ্যদৃষ্টি বিরহিত তোমাতে রব নিহিত
শব্দ স্পর্শ ঘ্রাণ শ্বাস বিলুপ্ত হইবে সব ;
চাহি তব মুখপানে নিমেষ-হীন নয়নে
প্রাণে প্রাণে আলিঙ্গনে দিবস রজনী রব ;
হাসিমুখে যবে তুমি কোলে লবে মুখ চুমি
হাসিতে হাসিতে আমি মিশিব চরণে তব ।২১৪।

১২ই পোষ ১৩৩৫

ঝিঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালি,

(নাথ) সে আঁখি কবে খুলিবে?
তোমার মধুমাখা রূপ সাধা বিশ্বে নিরখিবে;
কি ভুবনে কি গগনে চেতনে কি অচেতনে
তব হাসিমুখ নাথ! দিবস-নিশি হেরিবে
জাগ্রতে স্বপনে কবে মৃদুল মধুর রবে
মোহন মুরলী ধ্বনি শ্রবণে আসি পশিবে
নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে মম ওহে প্রাণ প্রিয়তম
সর্ব্বাঙ্গসুরভি তব নিয়ত কবে বহিবে
ভুলি সব আস্বাদন কবে হে প্রাণরমণ
তব নামসুধা পানে রসনা ম'জে রহিবে?
সবার পরশে কবে তব অনুভূতি হবে
আবেশে গলিবে প্রাণ আঁখি দু'টী নিমীলিবে ॥২১৫॥

১৭ই পৌ ১৩৩৫

কীর্ত্তনের সুর।

(আমার) মঙ্গলামঙ্গল দাওহে সকল,
তুমি সুমঙ্গলধাম,
(আমার) বিপদের বল সম্পদে সম্বল
তোমারি মঙ্গল নাম;
(আমার) অভাব বৈভব সুখ দুঃখ সব
সফল বিফল কাম,
(আমার) সুকৃত দুষ্কৃত সকলি সঁপিত
তুয়া পদে প্রাণারাম;
(আমার) ভয় বা অভয় জয় পরাজয়
বিষয়ে রতি বিরাম,
(আমার) ধরমাধরম করম মরম
তুয়া পদে পরিণাম;

(আমার) সাধন ভজন সরবস ধন
তুমি হে গতি পরম
(নাথ) বুকে করি যেন ও'রাঙ্গা চরণ
ছাড়ি হে শ্বাস চরম ।২১৬।
২৬শে পৌষ ১৩৩৫

বেহাগ—আড়া।

কবে বা হবে এমন ?
'হাঁ নাথ' বলি নিয়ত ঝরিবে দু'টী নয়ন ;
কবে জাগ্রতে স্বপনে হেরি সে প্রাণরমনে
অনিমেষে প্রেমাবেশে সতত রব মগন ;
কবে সে প্রাণেশে প্রাণে ধ্যানে জ্ঞানে অনুমাণে
জড়ায়ে প্রেম-আলিঙ্গনে রব আমি অনুক্ষণ ;
কবে আত্মহারা প্রাণে সে প্রিয় প্রাণরমণে
হেরি চেতন অচেতনে রব সুখে অচেতন ;
কবে বা দিবসনিশি সে মুখশশীর হাসি
ঢালিবে অমিয়রাশি ভুবন করি প্লাবন ;
কবে সে রূপ মোহন ভরিবে পরাণ মন
হেরিব স্মরিব সুখে ভুলি অস্তিত্ব আপন ।২১৭।
২৯শে মাঘ, ১৩৩

কাফী—ঝাঁপতাল।

তুমি নাথ ভুলিলেও আমিত জানি হে মনে
কত কোটী অপরাধ ক'রেছি রাঙ্গা চরণে;
অসীম করুণা তব ক্ষমা করিয়াছ সব
তবু নিত্য অভিনব দোষ করি জেনে শুনে ,
ভাল মন্দ বুঝি আমি তবু ত দিবসযামী
হই হে কুপথগামী পদে পদে প্রতিক্ষণে ;
যা' করিলে হিয়া জলে নিমেষে তা' যাই ভুলে
তাই পুনঃ কুতুহলে মাতি হে গরল পানে ;

তুমি নাথ ! কত ক'রে সতত বুঝাও মোরে
জুড়াও সকল জ্বালা হৃদয়ে ধরি যতনে ;
তব প্রেম স্মরি সরমে মরমে মরি
প্রাণ জলে হু হু করি অনুতাপে হুতাশনে ;
কাতর ব্যথিত প্রাণে আজীবন ধ্যানে জ্ঞানে
চেয়ে আছি মুখপানে নিমেষ হীন নয়নে ;
দেখ জীবনান্ত কালে ভুলিও না এ কাঙ্গালে
কোলে করে নিও তুলে আদরে চুমি বদনে ।২১৮।

৬ই চৈত্র ১৩৩৫

রামপ্রসাদী সুর।

(ও মন) একবার ফিরে ব'স না ওরে,
তাঁর দিকে ফিরায়ে মুখ সংসার পিছন ক'রে
যা' আছে তোর ভয় ভাবনা যাবেরে সব আর রবেনা
(তখন) নির্ভয় নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাক্‌বি রে তাঁর মুখ হেরে,
সে হাসিমুখ হেরলে পরে ভবের কথা যাবি ভুলে
(ও মন) আপন-হারা হ'য়ে সদা থাক্‌বি প্রেমানন্দে ভ'রে,
সে রূপজ্যোতিঃ-লাবণি অমিয় রসের খনি
(ও মন) জুড়ায় হিয়ার দগ্‌দগানি তাই বলি তোর পায়ে ধ'রে
নেহারি সেমুখপানে থাকিস যদি ধ্যানে জ্ঞানে
(ও মন) ভাস্‌বি সুখসিন্ধু মাঝে ভাস্‌বে আঁখি প্রেমলোরে ॥২১৯॥

১২ই ভাদ্র ১৩৩৬

খাম্বাজ— ঢিমে তেতালা।

সকল দুঃখের মূলে সুখ দেখরে ভেবে মনে,
তবে কেন হওরে এত কাতর দুঃখের মিলনে ?
সুখটী ত বেশ বাস ভাল দুঃখের বেলায় কেন জ্বল'
সমান হ'লে আঁধার আলো প্রাণের মানিক জ্বলে প্রাণে

সুখ দুঃখ যমজ ভাই তাদের কিছুই প্রভেদ নাই
দু'টীকেই বলিরে তাই দেখ্‌বে সদা এক নয়নে,
একটীকে ডাক্‌বেরে যেমনি,আরটী ছুটে আস্‌বে অম্‌নি
চিরদিনই তারা এম্‌নি খেলা করে সবার সনে,
দুঃখের জ্বালা জুড়াইতে যদি সাধ থাকে চিতে
দুঃখ এলে বুক পেতে নিতে শিখ্‌রে সদা যতনে
প্রাণনাথের চরণ দু'টী একটী সুখ দুঃখ অন্যটী
প্রাণে বুঝে এই কথাটী লিপটি থাক' চরণে
অমিয় আর হলাহল কেবল রে ভাই কথার ছল
দু'টীরই ফল অবিকল একই বুঝ্‌বে দিনে দিনে,
তাই বলি ভাই আঁজলা ভ'রে দুঃখের গরল পান ক'রে
ভাঙ্গড় ভোলার মতন হ'য়ে থাকরে ভাই ধ্যানে জ্ঞানে ।১২০।

১২ই আশ্বিন ১৩৩৬

কীর্ত্তনের সুর ।

(নাথ) আমায় এত ভালবাস,
তবু কেন পুড়িয়ে প্রাণ ছাই ক'রে মুচকি হাস ?
প্রেমের মহিমা তোমার সাধ্য নাহি বুঝিবার
তাই ত করি হাহাকার ভয় বিপদে হই হতাশ,
কর্ম্মফলে দুঃখ পেলে তোমার দয়া যাই হে ভুলে
সদাই কাঁদি ফুলে ফুলে ছাড়ি উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস,
জ্বলি যবে নিজ দোষে মজা দেখ ব'সে ব'সে
আকুল প্রাণে ডাক্‌লে শেষে অমনি ছুটিয়া আস,
আজীবন সহি জ্বালা পূরাতে তোমার লীলা
দেখ নাথ যাবার বেলা পূরাইও প্রাণের আশ,
পা দুখানি বুকে ক'রে প্রেমাবেশে যেন ভ'রে
তব হাসিমুখ হেরে প্রানবায়ু হয় শেষ ।।১২১।।

১লা মাঘ ১৩৩৬

খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা ।

সকল গুণের গুণনিধি আমার প্রাণরমণ
হাসিমুখে ক্ষমা করে অপরাধ অগণন,
পদে পদে করি কত অপরাধ শত শত
করুণা-নয়নে তবু চেয়ে আছে অনুক্ষণ,
নিজ করমের ফলে হিয়া যবে হুহু জ্বলে
আঁখি অন্তরালে থাকি করে শান্তি বরষণ,
যখন বিপদ-রাশি ঘেরে থাকে দিবানিশি
ছুটে আসি কোলে ক'রে আমারে বসে তখন,
সতত যতন ক'রে চোখে চোখে রাখে মোরে
তিলেক আমারে ছেড়ে নাহি থাকে কদাচন,
জননী-জরায়ু হতে আজীবন সাথে সাথে
থাকি সবার অলক্ষ্যেতে করে মোরে আলিঙ্গন,
কি জাগ্রতে কি স্বপনে আছে সে আমার সনে
বাঁধা অবিচ্ছিন্ন প্রেমে ভাবিলে ভুলি আপন
প্রেমাবেশে যেন শেষে বুকে করি সে প্রাণেশে
চলে যাই হেসে হেসে ছাড়ি এ ছার জীবন ॥২২১॥

১৩ই মাঘ ১৩৩৬

বেহাগ—আড়া ।

কে তুমি ডাক হে মোরে ?
নিয়ত নীরব স্বরে পরাণ আকুল ক'রে,
সে ডাকের প্রতিধ্বনি মধুর ধ্বনিত শুনি
ব্যোম বিশ্বে নিরন্তর সতত বহিরন্তরে,
প্রাণের নিভৃত স্তরে কি স্বপনে কি জাগরে
কে তুমি দিবস-নিশি ডাকিছ এত আদরে ?
শুনি সে সোহাগ-বাণী জুড়ায় তাপিত প্রাণী
নিমিষে পরাণ-মন প্রেমাবেশে উঠে ভ'রে,

কে আমারে প্রাণে-প্রাণে জড়ায়ে আছে গোপনে
অমিয় পরশ-রসে আমারে পাগল ক'রে
যে হও সে হও তুমি তোমারি কাঙ্গাল আমি
খুঁজি মরি দিবাযামী সারা বিশ্ব- চরাচরে,
আর না ডাকিও মোরে দেখা দাও প্রাণ ভরে,
পা দু'খানি বুকে ক'রে থাকি জন্ম-জন্মান্তরে ॥২২৩॥

১৬ই মাঘ ১৩৩৬

সিন্ধু—একতালা।

(আমার) পিতা মাতা কান্তা তনয় দুহিতা
তুমিই ভগিনী ভ্রাতা,
(আমার) পরম আত্মাব তুমি প্রাণপ্রিয়
তুমি প্রভু তুমি পিতা,
(আমার) স্বজন বান্ধব সখী সখা সব
তুমি নাথ প্রেমদাতা
(আমার) ইহ-পরকাল তুমি হে সকল
তুমি গুরু পতিব্রতা
(আমার) ধ্যান আরাধনা সাধনার ধন
প্রাণের তুমি দেবতা
(আমি যা) দেখি নয়নে যা' শুনি শ্রবণে
যা' ভাবি মনে তুমি তা,
(আমার) অন্তরে বাহিরে হৃদয়-মন্দিরে
তুমি দেব অধিষ্ঠাতা
(আমার) দেহ বুদ্ধি মন স্মরণ চিন্তন
তুমি জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা,
(আমার) জীবনে মরণে পুনরাগমনে
প্রাণে প্রাণে আছ গাঁথা,
(আমার) যাবার সময় এই যেন হয়
রাঙ্গা পায়ে রাখি মাথা ॥২২৪॥

৫ই ফাল্গুন ১৩৩৬

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া

পারিনি করিতে বাঞ্চা পায়ে আত্ম-সমর্পণ
তা' না হ'লে প্রাণ কেন হয় সদা উচাটন,
তনু মম প্রাণ সব সঁপিলে চরণে তব
হ'ত কি আর অনুভব ত্রিতাপ-দবদহন,
তা' হলে তোমারে স্মরি প্রেমাবেশে প্রাণ ভবি
আপনা পাসরি নাথ! থাকিতাম অনুক্ষণ,
ইন্দ্রিয়গণ হইত বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত
তোমাতে চির-বসিত থাকিত পরাণ-মন,
'যা' কর হে মুখে বলি বাসনার বশে চলি
তাই তৃষানলে জ্বলি দিবানিশি আজীবন,
শিখিব বল কেমনে ইহজীবনে মরণে
করিতে তব চরণে পূর্ণ আত্ম সমর্পণ
কবে বা হবে সে দিন তোমাতে হইবে লীন
দেহেন্দ্রিয় মন-প্রাণ নিখিল বিশ্বভুবন,
ঘুচিবে সব অনুভূতি বাসনা কল্পনা স্মৃতি
লভিয়া বিদেহ-স্থিতি তোমাতে রব মগন ॥২২৫॥

৬ই ফাল্গুন ১৩৩৬

দশ—একতালা

চিন্তয় মম মানস তব প্রিয়তমং প্রাণেশ্বরং
শ্যামলমতিসুন্দরজ্যোতির্ম্ময়রূপং মনোহরম্ ;
মৃদুলমঞ্জুমধুরহাসং প্রেমারুণিতনয়নভাসং
বদনচন্দ্রকোটিবিকাশং প্রেমময়ং পরাৎপরম্ ;
চন্দনবিন্দুশোভিতভালং ফুল্লমল্লিকামালতীমালং
কুঞ্চিতলোলকুন্তলজালং কটিধৃতপীতাম্বরম্
মুরলীনাদমোহিতবিশ্বং চূড়াবিমণ্ডিকলাপিপুচ্ছং
কঞ্জকোমলচরণযুগ্মং স্তুতবিরিঞ্চিশঙ্করম্
নিমেষমাত্রস্মরণং যস্য প্রশমনং ত্রিতাপানলস্য
বিমলপ্রেমপূরিতান্তরং স্মর তং নিশিবাসরম্ ॥২২৬॥

১৭ই ফাল্গুন, ১৩৩৬

লক্ষ্ণৌ—ঠুংরি।

স্মর তং সততং হৃদি সন্নিহিতং
রূপমনুপমং মধুরং ললিতম্,
নয়নাভিরামং প্রাণমনোহরং
নবনীরধর শ্যামলং সুন্দরম্,
বদনং স্ফুরিতং সুমধুরস্মিতং
নয়নমকলং প্রেমবিস্ফারিতম্,
কুণ্ডলশোভিতং শ্রবণযুগলং
কপোললুলিতং কুঞ্চিত-কুন্তলম্;
রাতুলমতুলং মৃদুলংমধুরং
মুরলীবাদনং বিশ্বপ্রাণহরম্;
কস্তুরিচন্দনং ভালবিলেপনং
চূড়াবিভূষণং শিখণ্ডিকলাপম্;
বনসুমনোভিঃ সুচারুগ্রথিতং
মাল্যমতুলনং আজানুলম্বিতম্;
কটিধৃত-সুরঞ্জিত পীতবাসং
জিত সৌদামিনীকোটী-দ্যুতিভাসম্;
চরণ-মঞ্জীরং মণিরত্নময়ং
ক্বণিত-ধ্বনিতানন্তজগচ্চয়ম্;
স্মর তং স্মর তং স্মর নিরন্তরং
মম মানস রে প্রেমপূর্ণান্তরম্ ॥২২৭॥

(৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭)

খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা।

এত দুঃখ দিতে হয় কি মুখটী চেয়ে আছি ব'লে
মুখ ফুটে কিছু না বলি ভাসি শুধু নয়ন-জলে,
জানিস্ ত মা তুই বিনে আর কেউ মা আপন নাই আমার
বইব কি মা দুঃখের ভার নীরবে কাঁদি বিরলে,
এইভাবে আর কতদিন থাক্‌বি মা তুই উদাসীন
মুখটী টিপে হাস্‌বি ব'সে থাকি আঁখি-অন্তরালে;
একটীবার মোর মুখপানে চেয়ে দেখ কৃপা-নয়নে
সকল দুঃখ দূরে যাবে জুড়াবে হিয়া তা' হ'লে;
আঁখি-ভরা প্রেমরাশি মুখে মধুর মোহন হাসি
হেরব আমি দিবানিশি আবেশে আপন ভুলে,
সেই হাসি বুকে ক'রে থাক্‌ব সদা সুখে ভ'রে
চেয়ে মা তোর মুখটী পানে হাস্‌তে হাস্‌তে যাব চ'লে ॥২২৮॥

(১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭)

ঝিঁঝিট—একতালা।

নবীননীরদ-মোহনশ্যামো
নিখিলভুবন-প্রাণাভিরামো
ললিতমাধুর্যমোহিতকামো
মম প্রিয়ঃ প্রাণেশ্বরঃ।
সুমধুরস্মিত-বিকাশিবদনো
মৃদমদাগুরু-ভালবিলেপনো,
মালতীকুসুমমালা-বিভূষণো
নবকিশোরঃ সুন্দরঃ।

অরুণকরুণ-নয়নযুগলো
বিলোলরুচির-চিকুরকপোল
ত্রিভঙ্গবঙ্কিম-রূপসমুজ্জ্বলো
গোপীপ্রাণমনোহরঃ।
আজানুলম্বিত-পীতবসনো
মুরলীনাদ মোহিতভুবনঃ
প্রাণমোহননূপুরনিক্কণো
যোগিনাং জীবিতেশ্বরঃ।
মনো মে বিষয়মখিলং ত্যক্ত্ব
রাজীবচরণ যুগলং তস্য
হৃদয় মন্দিরে সততং পশ্য
যাচেঽহং কাতরান্তরঃ॥২২৯॥

(২৩শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭)

কীর্ত্তনের সুর।

সর্ব্বমনিত্যং বিশ্বমনন্তং
সৃষ্টমপি যদসৃষ্টম্
মনসি বিচিন্ত্য চিন্তয় সততং
সত্যসনাতনমিষ্টম্,
অলীকপ্রপঞ্চে অভিনয়মঞ্চে
ক্রীড়সীহ ক্ষণমাত্রম্,
ইব ছায়াচিত্রম্ অতীব বিচিত্রং
সৃজসি পুত্রকলত্রম্;

বাঙ্মনসি যদি তৎ হৃদি বিলসৎ সৎ
বিস্মর সর্ব্বমনিত্যম্,
কুরু তচ্চরণং কেবলং স্মরণং
যাবজ্জীবমেব নিত্যম্ ॥২৩০॥

(২১শে আষাঢ় ১৩৩৭)

ভীমপলশ্রী—কাওয়ালী।

এত ভালবাস তুমি আগে যদি বুঝিতাম
তা'হ'লে কি এ জীবনে কারেও ভালবাসিতাম,
হ'রে ন'রে ত'রে ধ'রে ভালবেসে প্রাণভ'রে
তা' হ'লে কি তৃষানলে চিরদিন জ্বলিতাম,
ভবের প্রেমের স্বাদ পেয়েছি এখন আমি বেশ বুঝেছি
এ যে তীব্র হলাহল অমৃত যা' ভাবিতাম,
দরশে পরশরসে আকুল হ'য়ে হরষে
ছুটে কি আর যারে তারে জড়ায়ে বুকে ধরিতাম,
এখন নিজের ভ্রম বুঝেছি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি
অমিয়-সাগর ভেবে অনলে ঝাঁপ দিয়াছিলাম,
এসহে এসহে মম প্রাণেশ প্রাণ-প্রিয়তম
তোমায় বুকে ক'রে থাকি দিবানিশি প্রেমধাম,
তোমাতে আমাতে শুধু থাকিব পরাণবঁধু
প্রেমে চির-বিজড়িত প্রাণে প্রাণে প্রাণারাম,
তব প্রেম-সুধা পানে রব আত্মহারা প্রাণে
মিটিবে প্রাণের তৃষা পূর্ণ হবে মনস্কাম ॥২৩১॥

(৩২শে শ্রাবণ ১৩৩৭)

সিন্ধুভৈরবী—ঠেকা।

এ বিশ্ব-রহস্য ভাই ভেবে বুঝে উঠা ভার
কোটী রবি শশী জ্বলে তবু প্রাণে অন্ধকার,
শীতল সমীর বহে তৃষানলে প্রাণ দহে
বারিদ বরষে সুধা তবু সবার হাহাকার,
বিহঙ্গ বিজন বনে অমিয় ঢালে কূজনে
তবুত তাপিত প্রাণে পশেনা মাধুরী তার,
নদী নদ নির্ঝরিণী অবিরাম প্রবাহিণী
তবুত কাহার' নাহি নিবৃত্তি হয় তৃষার,
সবার মুখে মধুব হাসি হৃদয়ে গরল-রাশি
ভালবাসা ভাসাভাসি লেশ নাহি মমতার,
অতুল ঐশ্বর্য্য যার প্রাণে দৈন্য ভরা তার
সাধুবেশে ঘুরে কত প্রতিমূর্ত্তি শঠতার,
তাই বলি সব ত্যজি থাকরে সতত মজি
চরণ-স্মরণাবেশে সে প্রিয় প্রাণসখার ॥২৩২॥

(৮ই ভাদ্র ১৩৩৭)

কাফি সিন্ধু—আড়া।

মা—ভরা বিরাট্‌ বিশ্বে মা-হারা হ'য়েছি আমি
'মা' ব'লে বেড়াই কেঁদে আকুল দিবস-যামী,
রবি শশী গ্রহতারা বিশাল এ বসুন্ধরা
মা আছে সবার ভিতরে খুঁজিয়া না পাই আমি,
খণ্ডরূপে আলো ক'রে বসিয়া থাকিতে ঘরে
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ স্বরূপে মিশালে তুমি,

মরমে যবে জ্বলিতাম 'মা' ব'লে প্রাণ জুড়াইতাম
সকল জ্বালা ভুলে যেতাম তোমার কোলে শু'লে আমি,
তেম্‌নি ক'রে স্নেহভরে কোলে কি নেবেনা মোরে
এ জীবনে আর কভু দেখা কি দিবে না তুমি,
'মা' বলে মা নিশিদিন কাঁদি যেন আজীবন
অন্তিমে 'মা' ব'লে তোমার রাঙ্গা পায়ে মিশি আমি ॥২৩৩॥

(১৩ই আশ্বিন মহাষ্টমী ১৩৩৭)

খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা ।

এমন ক'রে নিক্তি ধ'রে বিচার ক'র্‌লে মারা যাব
কখন' ত ভাবিনি মা সকল দোষের সাজা পাব,
যখন মা যা' দোষ ক'রেছি মনে মনে ঠিক দিয়েছি
তুই ত সাজা দিবি না মা না হয় দুটো ধমক খাব,
আজীবন মা আদর দিয়ে কোলের ভিতর টেনে নিয়ে
এখন যদি চোখ রাঙ্গাস্‌ মা আর কার মুখপানে চাব,
কখন' ভাবিনি মনে তুই মা দাগা দিবি প্রাণে
ছুতোনতায় কথায় কথায় তোর কাছে প্রহার খাব,
এখন আমার ভুল ভেঙ্গেছে মায়ার নেশার ঘোর কেটেছে
এবার তুই যা' দিবি সাজা মা তা' মাথা পেতে ল'ব,
তোর মা হাসিমুখ চেয়ে থাক্‌ব সকল ব্যথা স'য়ে
পা দু'টী তোর বুকে ক'রে মুখটী বুজে প'ড়ে রব ॥২৩৪॥

৬ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৭)

খাম্বাজ—মধ্যমান।

যত ব্যথা সহি আমি চেয়ে তব মুখপানে
তত ব্যথা দিতে নাথ ব্যথা কি পাওনা প্রাণে ?
তুমি সর্ব্বব্যথাহারী এই আশায় হৃদয় ভরি
সতত তোমারে স্মরি দিবানিশি ধ্যানে জ্ঞানে,
পরাণ-ক্ষতবিক্ষত হ'তেছে নাথ তবু ত
হাসিতে হাসিতে বজ্র হানিছ বল কেমনে ?
যত জ্ব'লে মরি ক্ষতে ছিটাও লবণ তা'তে
একি খেলা খেলিছ হে আজীবন মোর সনে ?
তব লীলা-পুষ্টি তরে সহি সদা বুক ধ'রে
শত শত অগণিত দুঃখ-তাপ প্রতিক্ষণে,
দেখ' খেলা সাঙ্গ হ'লে কৃপা ক'রে এ কাঙ্গালে
স্থান দিও ননীমাখা ও দু'টি রাঙ্গা চরণে ॥২৩৫॥

(৭ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৭)

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া।

যা' দিবে তা' মাথা পেতে নিতে নাথ পার্‌ব কবে
তোমার দেওয়া হলাহল কবে সুধা মনে হবে ?
কবে বজ্রনাদ শুনি তব মধুমাখা বাণী
মনে করি প্রেমে ভরি ঝরিবে আঁখি নীরবে ?
জ্বলন্ত অনল-শিখা কবে হে পরাণ সখা
তোমার অমিয় প্রেম আলিঙ্গন মনে হবে ?
প্রবল ঝঞ্ঝায় কবে তব স্পর্শ অনুভবে
পরাণ মন আমার আবেশে মগন রবে ?

কবে পূতিগন্ধ ঘ্রাণে মলয়জ হবে মনে
পঙ্কে তব পাদপদ্ম গন্ধ নাসিকায় র'বে ?
কবে চিরশত্রুগণে প্রিয়তম বন্ধু জ্ঞানে
হৃদয়ে জড়ায়ে ধ'রে প্রাণ পুলকিত হবে ?
ভাল মন্দ দ্বন্দ্ব কবে একেবারে ঘুচে যাবে
তোমা সনে রব সদা আর না আসিব ভবে ॥২৩৬॥

(৮ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৭)

কীর্ত্তনের সুর।

(আমি) কেন বৃন্দাবনে যাব ?
(আমার) হৃদি–বৃন্দাবন মাঝে বৃন্দাবন–চন্দ্রে পাব ;
পরাণ করি মথিত উঠিবে যে নবনীত
(আমার) প্রাণকান্তে প্রাণ ভ'রে দিবসনিশি খাওয়াব ;
সমলা অমলা মতি শ্যামলী ধবলী দু'টী
(প্রাণ) নাথের মুরলী শুনি নাচিবে সুখে হেরব ;
পশিলে কাণে সে ধ্বনি নাচিবে শিরা–ধমনী
(আমার) ছুটিবে প্রাণে অমনি প্রেম-প্রবাহিণী নব ;
প্রেম যমুনাপুলিনে নিভৃত নিকুঞ্জবনে
(আমার) প্রাণের যুগল হে'রি নয়ন প্রাণ জুড়াব ;
কিশোরী নবকিশোর দুঁহু প্রেমে দুঁহু ভোর
(আমার) পরাণ সর্ব্বস্বধন হেরি আত্মহারা হব ;
সে নীলকমল-কোলে হেমকমলিনী দোলে
(আমার) হৃদয়-কমলে হেরি আবেশে মগন রব ॥২৩৭॥

(২৪শে ফাল্গুন পঞ্চম দোল ১৩৩৭)

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

প্রাণের নিভৃত কক্ষে কে তুমি বসি অলক্ষে
নিমেষ-বিহীন চক্ষে চেয়ে আছ মোর পানে ?
আমি না ফিরাই আঁখি মায়াঘোরে ভুলে থাকি
তুমি আপনারে ঢাকি ডাকিতেছ কাণে কাণে,
মধুমাখা মৃদুস্বরে ডাক সদা স্নেহভরে
সাড়া না পেয়ে কাতরে কত ব্যথা পাও প্রাণে,
পরাণ তাই আমার জ্বলে নাথ অনিবার
সদা করি হাহাকার ছুটি এখানে সেখানে,
ঘরে ফেলে প্রাণধনে খুঁজে মরি ত্রিভুবনে
জ্বলে প্রাণ হে জ্বলনে এ ভবে তা' কেবা জানে,
থেক না নিভৃত কক্ষে দাঁড়াও এসে সমক্ষে
তোমারে না দেখে চক্ষে পরাণ না ধৈর্য্য মানে ;
পেলে তব দরশন জুড়াবে পরাণ-মন
প্রেমাবেশে অনুক্ষণ থাকিব হে ধ্যানে জ্ঞানে ;
তব হাসিমুখে আঁখি নিমেষ-বিহীন রাখি
তোমারে জড়ায়ে থাকি যেন দেহ-অবসানে ॥২৩৮॥

(২রা চৈত্র ১৩৩১)

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

দিবানিশি বসি বসি স্মরি ও বদন-শশী
আঁখিবারি নিবারিতে নারি হে প্রাণরমণ,
কত প্রেমসুধা-রাশি তব সুধা-মাখা হাসি
তাপিত তৃষিত প্রাণে ঢালে নাথ অনুক্ষণ,

আঁখিতে মিলিলে আঁখি আমি না আমাতে থাকি
তোমা-ময় হেরি সব নিখিল বিশ্ব-ভুবন,
এ হেন মধুমিলনে কি জাগ্রতে কি স্বপনে,
থাকি যেন চিরদিন আবেশে যাপি জীবন,
সদা আত্মহারা প্রাণে চেয়ে তব মুখপানে
আনন্দ-প্লাবনে যেন থাকি চির-নিমগন ॥২৩৯॥
(৮ই চৈত্র ১৩৩৭

ভীমপলশ্রী—কাওয়ালী

চেয়ে তাঁর মুখপানে সতত যাপ' জীবন
হাসিমুখে সহি সদা দুঃখ—তাপ অগণন,
করমের ফলে যবে জ্বলে' পুড়ে খাক্ হবে
জড়ায়ে ধরিবে তাঁর শীতল রাঙ্গা চরণ;
তা'হলে যাইবে হিয়া একেবারে জুড়াইয়া
প্রাণে হবে প্রবাহিত অমিয়-রসপ্লাবন,
তাই বলি ওরে মন ভুলিয়া সব বেদন
সে হাসি মুখ নেহারি থাক সুখে আজীবন,
নয়ন না ফিরাইবে নিমেষ নাহি ফেলিবে
আনন্দময়ের মুখ নিরখিবে অনুক্ষণ;
সে আঁখিতে রাখি আঁখি প্রেমে সদা মাখামাখি
হাসিতে হাসিতে শেষে ত্যজিবে ছার জীবন। ॥২৪০॥
(১লা বৈশাখ ১৩৫১)

হাম্বির—কাওয়ালী

তুয়া পদ-পঙ্কজে যার প্রাণমন মজে
সে কি আর চাহে কিছু আন?

মকরন্দ-পানে মাতি থাকে সে দিবসরাতি
নাহি তার থাকে বাহ্য জ্ঞান ;
সুখ দুঃখ নাহি মানে ভালমন্দ নাহি জানে
নাহি জ্ঞান মান-অপমান ;
কভু আঁখিজলে ভাসে কখন' বা উচ্চ হাসে
প্রেমাবেশে বিভোর পরাণ ;
তোমার ভকত যারা তোমাতে আপন হারা
তোমা-ভরা সদা মনপ্রাণ ;
ডুবি তব প্রেমরসে হেরে তারা অনিমেষে
দিবানিশি ও চাঁদ-বয়ান। ॥২৪১॥

(১৬ই বৈশাখ ১৩৫১)

ধানশ্রী—একতালা

(আমি) আজীবন নাথ ও মুখ চাহিয়া
আছি ব'সে অনিমেষে,
(তুমি) শেষের সে দিনে মোর মুখ পানে
একবার চেও হেসে ;
(তোমার) ও মুখ–মাধুরী হেরি প্রাণ ভরি
যেতে যেন পারি শেষে,
(আমি) সাধন ভজন ছাড়ি অনুক্ষণ
নাম লই শ্বাসে শ্বাসে ;
(যেন) শ্বাস ফুরাইলে পাই হে চরণ
বঞ্চিত ক'র না আশে,
(আর) তোমার ও রাঙ্গা চরণে নাথ হে
পরাণ আমার মেশে। ॥২৪২॥

(২৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১)

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া

সকলি সহিব আমি নাথ! তুমি যাহা দিবে
তোমার-দেওয়া জ্ঞানে প্রাণে সকল ব্যথা সহিবে;
করিলে তুমি প্রহার পরশ পাব তোমার
অপূর্ব্ব অমিয়রস-প্লাবনে প্রাণ ভরিবে,
চাহিলে রোষ-নয়নে হাসিয়া ভাবিব মনে
ক্ষমি দোষ মুখ চুমি এখনি বুকে করিবে;
কুলিশ হানিলে বুকে ভাবিয়া সহিব সুখে,
ছুটিয়া আসি তখনি তাহে ননী মাখাইবে;
যদি নিজ কর্ম্মফলে ম'র্ম্মে তুষানল জ্বলে
জানি তুমি প্রাণে মোর শান্তিধারা বরষিবে;
অতীত জীবনস্মৃতি বর্ত্তমান অনুভূতি
বিচারি বুঝেছি বেশ তুমি দোষ না ধরিবে;
তাই ত নিশ্চিন্ত মনে বুকে করি তোমা ধনে
সতত জাপি জীবন অন্তে তাহা কি বুঝিবে?
হেন প্রেমে মাখামাখি তোমা সনে সদা থাকি
হেসে খেলে যাব চলে সকলে চেয়ে থাকিবে। ॥২৪৩॥

(১৮ই ভাদ্র ১৩৫১)

বেহাগ—আড়া

অসীম তোমার প্রেম কেমনে বুঝিব আমি
জানি শুধু তুমি মম পরম মঙ্গলকামী;
দুঃখ তাপ দাও যত সহি তাহা অবিরত
হৃদয়ে বসিয়া তুমি দেখিছ হৃদয়-স্বামী;

নিজ করমের ফলে হিয়া যবে হু হু জ্বলে
সে জ্বালায় জ্বল তুমি তাই ভেবে কাঁদি আমি ;
জন্মাবধি নিরবধি শ্রীচরণে অপরাধী
প্রাণভরি ভালবাসি হাসিমুখে ক্ষম তুমি,
সে কথা সতত স্মরি সরমে মরমে মরি
তা'ত নাথ! জান সব তুমি যে অন্তরযামী,
আর না আমার তরে জ্বলিতে হয় তোমারে
এই ক'র প্রাণনাথ! যাচি আমি দিবাযামী,
তব হাসিমুখ হেরি অসীম করুণা স্মরি
আঁখিজলে ভাসি নাথ! যেন তনু ত্যজি আমি। ॥২৪৪॥

(২৬শে আশ্বিন ১৩৫১)

বাগেশ্রী—আড়া

(নাথ) যা' ঘটে জীবনে যখন যেখানে
সব (ই) তব ইচ্ছামত
(আমি) বুঝেও বুঝিনা বুঝিতে পারি না
ভালবাস তুমি কত
(তাই) আকুল পরাণে এখানে সেখানে
ছুটি পাগলের মত ;
(তুমি) মোর প্রতি আঁখি দিবানিশি রাখি
রক্ষা কর অবিরত ;
(আমি) জেনেও বুঝিনা ভাবিয়া দেখিনা
তোমার করুণা কত
(তুমি) পদে পদে মম অপরাধ ক্ষম
হাসিমুখে শত শত ;

(নাথ) কবে হে তোমার দেওয়া দুঃখভার
লব মাথা করি নত
(আর) পা-দু'খানি তব বুকে ক'রে রব
আনন্দেতে উনমত। ॥২৪৫॥

(৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৫১)

পিলু—যৎ

শুভাশুভ কর্ম্মফল চরণে করি দলিত
প্রাণকান্ত-পদে সুখে থাক সদা সমাহিত;
তাঁর স্পর্শ-অনুভূতি মুছে দেয় সব স্মৃতি
করম-ফলের তব কোটী পূর্ব্ব জন্মকৃত;
হাসিমাখা আঁখি দু'টি হৃদয়ে উঠিলে ফুটী
জুড়ায় ত্রিতাপ জ্বালা প্রাণে হু হু প্রজ্বলিত,
স্মরণ চিন্তন তাঁর প্রেমবিন্দু-কণিকার
ভাসাইয়া দেয় সব দুঃখ তাপ পুঞ্জীকৃত,
তাঁর মুখে মৃদু হাসি সকল সন্তাপনাশী
প্রাণে ঢালে সুধারাশি অজস্র অপরিমিত,
তাই বলি ওরে মন ছাড়িয়া সব সাধন
ভাব সদা সে বদন আঁখি করি নিমীলিত,
প্রাণে প্রাণে সঙ্গোপনে বুকে করি প্রাণধনে
গাঢ় প্রেম-আলিঙ্গনে থাক সদা বিজড়িত;
অমিয় মধুরাবেশে জড়ায়ে ধরি প্রাণেশে
সুখদুঃখ সব ভুলি সতত থাক রমিত। ॥২৪৬॥

(১লা বৈশাখ ১৩৫২)

বেহাগ—আড়া

(আমায়) কেন এত ভালবাস ?
যত অপরাধ করি মধুর মুচকি হাস,
করি কত শত দোষ ঝিছুতে কর’ না রোষ
কর্ম্মফলে কষ্ট পেলে থাক না কভু উদাস,
ভয়েতে কাঁদি যখনি ছুটিয়া আসি অমনি
কোলে ক’রে স্নেহভরে কতনা দাও আশ্বাস,
তোমা-হেন প্রাণধনে রাখিতে নারি স্মরণে
বিপদে আকুল প্রাণে কাঁদিয়া হই হতাশ,
কবে হে তোমারি প্রেম পশিবে মরমে মম
শিথিল হবে না কভু তোমাতে দৃঢ় বিশ্বাস ?
কবে হেন দিন হবে যাতনা সহি নীরবে
তব হাসিমুখ হেরি ছাড়িব চরম শ্বাস,
তোমা ধনে বুকে করে দেহ হ’তে দেহান্তরে
ঘুরিয়া বেড়াব সুখে কাটিয়া করম পাশ। ॥২৪৭॥

(১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২)

বিভাস—একতালা

(মাগো) নিঃশ্বাস প্রশ্বাস–পবনে আমার
চরণ-সরোজ-সুরভি তোমার
দিবস-রজনী বহে অনিবার
তাই ত এখন’ করি মা ধারণ,
চির দুঃখতাপ রোগশোকে ভরা
নীরস নিরাশ এ ছার জীবন ;

(মাগো) আশা আছে প্রাণে পাইব প্রয়াণে
পরাণ-জুড়ান তোমার চরণ,
জড়ায়ে যা' বুকে থাকি মহাসুখে
এ ভবে করিব গমনাগমন,
হ'য়ে আত্মহারা রব প্রেমে ভোরা
তোমার স্বরূপ-সাগরে মগন ;
(মাগো) তোমার প্রেমের অমিয় মাধুরী
স্মরি সুখে সারা দিবস-শর্ব্বরী.
থাকি আমি সদা প্রেমাবেশে ভার
আনন্দে আকুল হারাই আপন,
(দেখ') মাগো যেন জাগ্রতে স্বপনে
তোমার ও দু'টী রাজীব চরণে
বাঁধা থাকে প্রাণ জীবনে মরণে—
হয় তোমা-সনে অনন্ত মিলন। ॥২৪৮॥
(১লা শ্রাবণ ১৩৫২)

ঝিঁঝিট—একতালা

(আমার) জনমে মরণে জীবন-ধারণে
তুমি মা পরমা গতি,
(আর) ভজন-সাধনে পূজা-আরাধনে
তুমি মা পরাণপতি,
(আমার) জাগ্রতে স্বপনে সদা জাগে মনে
তোমার প্রেম-মূরতি ;
(তাই) বাহ্যজ্ঞানহারা প্রাণ প্রেমে ভোরা
ধায় সদা তোমা প্রতি ;

(আমার) দর্শন স্পর্শন শ্রবণ চিন্তন
সব অনুভূতি স্মৃতি,
(শুধু) তোমাতে মা! ভরা সারা বসুন্ধরা
হেরি তব প্রতিকৃতি,
(আমার) সাধনার ধনে তোমার চরণে
থাকে যেন রতি-মতি,
(আর) হিয়ার মাঝারে বসায়ে তোমারে
ভবে করি গতাগতি। ॥২৪৯॥

(১৫ই আশ্বিন ১৩৫২)

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া

মন ভ'রে ভেব তাঁরে প্রাণভ'রে ভালবেস,
শ্বাসভ'রে তাঁর নাম জপ ক'র অনুক্ষণ,
আঁখিভ'রে হের' তাঁরে সারাবিশ্বচরাচরে
তিনি-ময় জেন' সব চেতন কি অচেতন,
কাণ-ভ'রে অনিবার প্রণবধ্বনিতে তাঁর
শুন মধুমাখা কথা পরাণ-মনোমোহন,
বুক ভ'রে আশা পুষে চুপ ক'রে থেক বসে
মুখপানে চেয়ে তাঁর নয়নে রাখি নয়ন,
কি জাগ্রতে কি স্বপনে বুকে করি প্রাণধনে
তাঁর প্রেম-আলিঙ্গনে আনন্দে থেক মগন
মনে প্রাণে ধ্যানে জ্ঞানে তাঁরে বিনা যে না জানে
তাহারি জানিবে ভবে সফল সব সাধন। ॥২৫০।

(১৭ই আশ্বিন ১৩৫২)

পূরবী—আড়া

চুপ্‌টি ক'রে মুখ্‌টি বুজে সকল জ্বালা সহি ব'লে
এমনি ক'রে আজীবন ভাস্‌ব কি মা! নয়নজলে?
হেরিলে তোর হাসিমুখ পাসরি মা! সব দুঃখ
তাইত এখন, আমি চলি ফিরি ধরাতলে;
প্রাণের জ্বালা আমার কেহ নাহি জানে আর
সকলি মা! জান তুমি কি আর জানাব ব'লে;
দেখিস্‌ মা এই করিস্‌ যেন যতদিন আছে প্রাণ
তোর হাসিমুখ্‌টি যেন কভু নাহি যাই ভুলে;
অন্তিম মুহূর্ত্ত যবে এসে উপস্থিত হবে,
দেখিস্‌ মা তোর পায়ে পড়ি ছুটে এসে নিস্‌ মা কোলে;
অমিয় পরশে তোর জুড়াবে সব জ্বালা মোর
চোখে চোখে মাখামাখি রাখি আমি যাব চ'লে ॥২৫১॥

(১৩ই চৈত্র ১৩৫২).

কীর্ত্তনের সুর

এ ভব সংসারের সবাই যে যার
আপনার নহে কেহ,
ভাল বাসাবাসি কান্নাকাটি হাসি
সকলের মূলে দেহ;
দেহ সনে যার সম্বন্ধ তোমার
সেই জেন' করে স্নেহ,
রৌদ্র বৃষ্টি ভয় নাশিতে আশ্রয়
দেয় ব'লে প্রিয় গেহ;

দেহ ছাই হ'লে পুড়ে চিতানলে
স্মরিবে না আর কেহ,
তাই তাঁরে ভাই স্মরিবে সদাই
ভুলি নিজ দেহ' গেহ ;
তোমা সনে যাঁর কোটী জনমের
সম্বন্ধ চিরবিদেহ,
সতত স্মরিও কভু না ভুলিও
অসীম তাঁহার স্নেহ ;
অনন্ত অপার স্নেহের তাঁহার
পাইব না কভু থেহ ॥২৫২॥

(১৫ই বৈশাখ ১৩৫৩)

সিন্ধু খাম্বাজ—আড়া

নিগূঢ় রহস্যভরা লীলাময় লীলা তব
কিছুই বুঝিতে নারি তবু হয় অনুভব ;
কর্ম্মসনে কর্ম্মফলে বেঁধেছ যে কি কৌশলে
ভাবিলে পাগল হই মুখে আর কিবা কব ,
বীজ যে প্রবেশে ফলে এ কথা জানে সকলে
ফলের ভিতরে হয় বীজের পুনরুদ্ভব ,
বীজ বৃক্ষ রূপ ধরি ফুল ফলে উঠে ভরি
অনুরূপ পুষ্পফল নিয়ত করে প্রসব।
বিচিত্র লীলা তোমারি আজীবন নিত্য হেরি
বিস্ময়ে বিভোর হয়ে সতত থাকি নীরব ;

কত কত জনমের অব্যর্থ ফল ভোগের
শিক্ষা পায় পদে পদে বুঝে না তবু মানব;
জনমে জনমান্তরে, কর্ম্মফল ভুগে মরে
না স'পিলে সব কর্ম্ম ও রাঙ্গা চরণে তব;
তাইত শ্রীপদে তব কর্ম্মফল স'পি সব
হাসিমুখে সহি সদা ব্যথা নিত্য নব নব ॥২৫৩॥

(২১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩)

শ্রীরাগ

(আমি) আজীবন জানি তোমারি ত আমি
তুমি মম প্রাণ-রমণ
(তাই) যখন যা' খুশী তাই ক'রে বসি
কি হবে না ভাবি কখন;
(আমি) মনে বেশ জানি তুমি অন্তর্যামী
করাও যা' ইচ্ছা যখন,
(তাই) যা' তা' ক'রে যাই মনে ভাবি তাই
তোমার মনের মতন;
(নাথ) তুমি ঘাড় ধরি যা' করাও করি
জানি তুমি মম শরণ,
(আমি) বিপদে পড়িয়া ডাকিলে ছুটিয়া
আসিয়া করিবে রক্ষণ;

(দেখ') দেখ' প্রিয়তম ভেঙ্গনা এ ভ্রম
যত দিন আছে জীবন,
(আর) অন্তিম সময় ওহে প্রেমময়
পাই যেন তব চরণ ॥২৫৪॥
(২৬শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩)

রামপ্রসাদী সুর

এই বার কোলে নে মা তুলে,
পোড়াস্ নে আর দিবানিশি ভব-তুষানলে ফেলে,
জ্বলে পুড়ে খাক্ হ'য়েছি বুদ্ধি-শুদ্ধি হারায়েছি
(এখন) হতাশপ্রাণে কেঁদে বেড়াই ভাসি সদা নয়ন-জলে,
যেথায় থাকিস আয় মা ছুটে দাঁড়িয়ে আছি করপুটে
তোকে মাগো দয়াময়ী চিরদিন সকলে বলে ;
কতদিন আর ছেলে ফেলে থাকবি আঁখি-অন্তরালে
একটি বার মা দেখা দে গো সকল জ্বালা যাব ভুলে ,
হেরিলে তোর হাসিমুখ দূরে যাবে সকল দুঃখ
কালকে কলা দেখিয়ে আমি হাস্তে হাস্তে যাব চ'লে ;
তোর কোলে গিয়া উঠিব এ ভবে আর না আসিব
পা দু'খানি তোর বুকে করে পাখালিব আঁখি জলে ॥২৫৫॥
(৩রা আষাঢ় ১৩৫৩)

কাফিসিন্ধু—আড়াঠেকা

যাহা ইচ্ছা কর তুমি ইচ্ছাময় নাম ধর
মানবে সাজাও কর্ত্তা কর্ম্মের করি কিঙ্কর ;

বাতুলতা মনে করা কর্ম্ম কার’ হাত-ধরা
ঘাড় ধরে করায়ে লও যখন যা’ ইচ্ছা তোমার,
এ সারা বিশ্ব সংসার সকলি নাথ! তোমার
তব ইচ্ছামত কর্ম্ম করে সবে অনিবার,
তবু যে মানুষ ভাবে করিবে যা’ ইচ্ছা যাবে
এর চেয়ে পাগলামি হইতে কি পাবে আর?
তা’ ভাবি যা’ করাইবে তাহাই করিতে হবে
ভাল মন্দ ফলাফল সকলি হাতে তোমার,
তোমার কৃপা হইলে অশুভে সুফল মিলে
আকুল হই স্মরিলে করুণা তব অপার,
এই ক’র কৃপাময় যেন হেন জ্ঞান হয়
তুমি যন্ত্রী যন্ত্র আমি তোমার লীলা-খেলার;
সারা জীবনের শেষে বুঝেছি বেশ বিশেষে
কর্ত্তা কর্ম্মফলভোক্তা নাথ হে তুমি সবার ॥২৫৬॥
(২শরা আষাঢ় ১৩৫৩)

হাম্বির—কাওয়ালী

বিধির সাজা বড়ই মজা রোষ দ্বেষ নাই তার ভিতরে
যতই কঠোর হোক না কেন সে শুধু মঙ্গলের তরে;
আমরা কি তা’ বুঝ্‌তে পারি কাতর প্রাণে কেঁদে মরি
জানি না যে দুঃখহারী বসিয়া আছেন অন্তরে,
ধম্‌কানি আর চোখ্ রাঙ্গানি তাঁহার কপট ক্রোধ জানি
হাসিমুখে সইবে সব দুঃখ কষ্ট অকাতরে;
যত পার সহ্য ক’রে থাক রে ভাই বুঝবে পরে
ফোড়া কাটার কষ্টের মত থাক্‌বে না চার দণ্ড পরে;

পাছে তোমার অতর্কিত দেহের শোণিত হয় দূষিত
সময় থাক্‌তে অস্ত্র প্রয়োগ করেন তিনি বিচার ক'রে ;
এই কথাটি রেখ' মনে যত কষ্ট হোক্ জীবনে
হাসি মাখা মুখখানি তাঁর থেকো' সদা বুকে ক'রে ॥২৫৭॥

৩রা শ্রাবণ ১৩৫৩

মিশ্র খাম্বাজ—মধ্যমান

যা' করেন তিনি জেন সকলি মঙ্গল তরে
তোমার আমার সবাকার সারা বিশ্ব চরাচরে,
বুঝি বা না বুঝি মোরা তাঁর প্রাণ প্রেমে ভরা
সতত করুণা ধারা ঢালেন অজস্র ধারে ;
বিন্দু মাত্র প্রেম তাঁর প্রাণে না পশে কাহার'
তাই সবে অনিবার জ্বলে জন্ম জন্মান্তরে ;
সে জ্বালা জুড়াতে হ'লে পড়্‌তে হয় তাঁর চরণ তলে
যা কর হে নাথ ব'লে দুটি পা জড়ায়ে ধ'রে ;
তাঁর যে শরণ লয় না থাকে তাহার ভয়
প্রাণ মন নিরন্তর আনন্দ-প্লাবনে ভরে,
তাই বলি ভাই শুন কর আত্ম সমর্পণ
আজীবন সুখে ভ'রে থাক তাঁরে বুকে ক'রে ॥২৫৮॥

১লা শ্রাবণ ১৩৫৩

কাফি—একতালা

(আমি) আজীবন জানি নাথ তুমি প্রাণ-প্রিয়তম
প্রাণের অজ্ঞাতসারে সাধিছ মঙ্গল মম ;

তবু মাঝে মাঝে হেন মনে হয় বল কেন
তুমি আছ উদাসীন বিপদ এলে বিষম ;
ও রাঙ্গা চরণে তব কবে হে সঁপিয়া সব
সতত নিশ্চিন্ত রব ঘুচিবে আমার ভ্রম ;
তব হাসিমুখ হেরি কবে প্রেমানন্দে ভরি
সকল দুঃখ পাসরি ছাড়িব এদেহ মম ;
হাস্‌তে হাস্‌তে যাব চ'লে পড়ব তোমার চরণ তলে
আর না আসিব ভবে দেখ' মুখ রেখ' মম ;
বড়াই ক'রে বেড়াই আমি তুমি মোর হৃদয়-স্বামী
প্রাণে দাগা দিও না হে চরণে ভিক্ষা চরম ॥২৫৯॥

৭ই শ্রাবণ ১৩৫৩

ঝিঁঝিট—একতালা

(নাথ) জীবনের শেষে বুঝেছি বিশেষে
(আমার) অশেষ ক্লেশের কারণ,
(আমি) পারি নি কখন তোমার চরণ
হৃদয়ে করিতে ধারণ ;
তোমার চরণ বুকে ক'রে সদা যে থাকে বিভোরে
তার প্রাণে ত্রিতাপের আঁচ নাহি লাগে কদাচন ;
স্মরণ-চিন্তনে তব নাহি হয় অনুভব
নিমেষের তরে কভু ভবের দবদহন,
এবার জেনেছি সার চরণ দু'টী তোমার
হৃদয়ে জড়ায়ে ধ'রে প'ড়ে রব অনুক্ষণ,
না পেলে তোমার চরণ সাধন ভজন সব অকারণ,
বিফল হয় মানব জনম ভস্মে ঘৃত ঢালার মতন ॥২৬০॥

৫ই শ্রাবন ১৩৫৩

সোনার মেসিন প্রেস
৬৯ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
শ্রীমনীন্দ্রলাল কুণ্ডু বি, এস, সি, দ্বারা মুদ্রিত